দ্বিতীয় খন্ড

লোভ লালসা

জ্ঞানের গুরুত্ব আর লোভ লালসার নিন্দা

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু একদা আফসোস করিয়া বলেন যে, অতি তাড়াতাড়ি জ্ঞান খতম হইয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। কেননা ওলামাগণ দুনিয়া থেকে বিদায় হইয়া যাইতেছেন আবার মানুষের মধ্যেও জ্ঞানার্জনের আগ্রহ হ্রাস পাইতেছে। আলেমদের ইনতিকালের সাথে ইলম উঠাইয়া নেওয়ার পূর্বেই ইলম অর্জনে আত্মনিয়োগ কর। আর আমি দেখিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে ঐ বিষয়ের লোভ এবং চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ রিজিকের দায়িত্ব। আর যে বিষয়ের দায়িত্ব তোমাদের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণ অসতর্ক রহিয়াছে। অর্থাৎ ইলম ও আমল হইতে।

লোভের প্রকারভেদ

লোভ লালসা দুই প্রকার- (১) নিন্দিত। (২) অনিন্দিত।

নিন্দিত লোভঃ নিন্দিত লোভ হইল মানুষ অহংকার ও নাম ধাম অর্জনার্থে এবং সম্পদশালী হওয়ার খাহেশে সদা-সর্বদা টাকা পয়সা ও মালদৌলত জমা করিবার দিকে এইভাবে ঝুকিয়া পড়ে যে, সে আল্লাহ পাকের আহকামও ভুলিয়া যায়। হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য পর্যন্ত করেনা।

অনিন্দিত লোভঃ অনিন্দিত লোভ হইল- বান্দা নিজের ও তাহার স্ত্রী পুত্রের জীবন যাপনের জন্য উপকরণ উপার্জনের নিয়তে হালাল রুজী অনুসন্ধান করে। তাহার এই চেষ্টার ফলে আল্লাহর আদেশ পালন করাতে কোন দুর্বলতা আসে না।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু- এর জীবনের এক নমুনা

হযরত হাফছা রাদিআল্লাহু আনহা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু- এর কন্যা। তিনি একদিন পিতার কাছে আরয করিলেন- আব্বাজান! এখন তো অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে। পূর্বের ন্যায় অভাব অনটনে জর্জরিত নহি। এখন খানা-পিনার মান একটু উন্নত করিয়া লইলে কত ভাল হইত। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- ঠিক আছে। এই ব্যাপারে তোমার দ্বারাই ফয়সালা করাইয়া লই। অতঃপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন যাপনের দিকগুলি আলোচনা করিতে লাগিলেন। আর বার বার হযরত হাফছাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তুমিই বল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে

কেমন জীবন যাপন করিয়াছ? এই কথাটি এত বেশী বলিতে লাগিলেন যে, হযরত হাফছা অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু আবার বলিলেন যে, আমার দুই সাথী আমার পূর্বে এক বিশেষ পদ্ধতিতে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর কসম। আমি তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিব। তাহাদের ন্যায় সবর করিয়া জীবন যাপন করিব। যাহাতে পরকালে তাহাদের ন্যায় সুন্দর ও সুখী জীবন লাভ করিতে পারি।

সম্পদের উদ্দেশ্য

হযরত মাসরূক রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরের মধ্যে অধিকাংশ সময় কোন্ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। হযরত আয়েশা (রাদিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় এই কথা বলিতেন যে, মানুষের কাছে যদি দুই মাঠ ভরা স্বর্ণ থাকে তবু তাহার মন তুষ্ট হয়না বরং তৃতীয় আরেকটি মাঠের আকাংক্ষা করে। মাটি ব্যতীত অন্য কোন বস্তু দ্বারা মানুষের পেট ভরে না (অর্থাৎ মৃত্যুর পরই তাহার আকাংক্ষা শেষ হয়)। তিনি আরও বলিতেন, যে তাওবা করে আল্লাহ পাক তাহার তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ পাক তাহাকে সম্পদ দিয়াছেন যাহাতে এই সম্পদের মাধ্যমে সে আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য শক্তি অর্জন করিতে পারে। এই সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করিতে পারে।

আমৃত্যু লোভ অবশিষ্ট থাকে

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন যে, মানুষের দুইটি বিষয় ব্যতীত অবশিষ্ট বিষয়গুলি (তাহার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে) দুর্বল হইতে থাকে। বিষয় দুইটি হইল- লোভ আর আকাংক্ষা। (বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এই দুইটি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।)

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর হক ঘোষণা

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হে মানুষ! দুইটি বিষয়ে তোমাদের সম্পর্কে আমি অধিক ভয় করি। বিষয় দুইটি হইল- সুদীর্ঘ আকাংক্ষা আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ। জানিয়া রাখ যে, দীর্ঘ আশা আকাংক্ষা মানুষকে পরকাল ভুলাইয়া দেয়। আর কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়।

তিন ব্যক্তি, তিন কথা, তিন অবস্থা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- আমি গ্যারান্টি দিয়া বলিতেছি যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে তিনটি কারণে তিনটি অবস্থা অবশ্যই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(১) এমন ব্যক্তি যে শুধু পার্থিবতার দিকে মুখ করিয়া থাকে।

(২) দুনিয়ার লোভী।

(৩) সম্পদের ব্যাপারে কৃপণ।

উল্লেখিত তিন বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অবশ্যই তিনটি অবস্থা প্রকাশ পাইবে। সেগুলি হইল-

(১) এমন অভাব অনটন দেখা দিবে যে, আর কখনও সম্পদশালী হওয়া তাহার ভাগ্যে জুটিবে না।

(২) তাহার মধ্যে এমন ব্যস্ততা দেখা দিবে যে- কখনও সামান্য সময়ও অবসর পাইবে না।

(৩) এমন চিন্তা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিবে যে, সে কখনও খুশীর ঝলকও দেখিবেনা।

প্রয়োজন ব্যতীত ঘর বানানো

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু একদা হেমস শহরের অধিবাসীদিগকে বলেন- তোমাদের কি লজ্জা করে না যে, এমন ঘর বানাও যাহাতে বসবাস কর না (অর্থাৎ প্রয়োজন ব্যতীত ঘর প্রস্তুত করা উদ্দেশ্য হইতে পারে অথবা তাহার কথার অর্থ ইহাও হইতে পারে মৃত্যুর পর তো এই ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও)।

এমন বস্তুর আকাংক্ষা করিতে থাক যাহা অর্জন করিতে পারিবে না। আর এমন সম্পদ সঞ্চয় করিতে থাক যাহা তোমরা আহার কর না (বরং মৃত্যু তোমাদের আকাংক্ষার মুখে ছাই দেয় আর তোমাদের সম্পদ বিভক্ত করিয়া দেয়)।

তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষেরা বড় বড় মজবুত অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল। অনেক সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিল এবং লম্বা লম্বা অনেক আকাংক্ষা পোষণ করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের জায়গাসমূহ কবরস্থানে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের আশা আকাংক্ষা প্রতারণা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তাহাদের সম্পদ ধ্বংস হইয়াছে।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর উপদেশ

একদা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে বলিলেন- যদি আপনি স্বীয় দুই সাথীর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু-এর) সাথে মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন- তাহা হইলে পরিধেয় জামা আর জুতাতে তালি লাগান, আশা আকাংক্ষা খাট করুন, পেট ভরিয়া আহার না করুন।

আবু উসমান মাহদী বলেন যে, আমি হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহুকে খোতবা দেওয়ার সময় দেখিয়াছি যে, তাহার গায়ের জামায় বারটি তালি ছিল।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর পোষাক

একদা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু ময়লাযুক্ত মোটা কাপড়ের একটি কাপড় পরিধান করিয়া বাজারে গিয়াছিলেন। কোন এক ব্যক্তি বলিলেন -হে আমীরুল মুমেনীন! আপনার গায়ে এমন কাপড়? আপনার তো স্বীয় পদমর্যাদা মোতাবেক দামী-উত্তম পোষাক পরিধান করা উচিত। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন- এই পোষাক বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে। আর ইহা নেককারদের পোষাক সদৃশ্য। নেককারদের অনুসরণ করার মধ্যেই রহিয়াছে কল্যাণ।

তিনটি বিষয় মন্দের মূল

কোন এক বুযুর্গ বলিয়াছেন- তিনটি বিষয় সর্বপ্রকার মন্দের ভিত্তি ও মূল-

(১) হিংসা (২) লোভ (৩) অহংকার।

অহংকারের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল শয়তান। অহংকারের বশবর্তী হইয়া সে আদম (আঃ)-কে সিজদা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে সে চির অভিশপ্ত হইয়া গেল। লোভ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু হইয়াছে। লোভই জান্নাতের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ফলে তিনি জান্নাত থেকে বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছেন। হিংসা মূলতঃ কাবিল থেকে শুরু হইয়াছে। সে হিংসার বেড়াজালে আটকা পড়িয়াই স্বীয় ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করিয়াছিল। অবশেষে কাফের হইয়া চিরদিনের জন্য জাহান্নামী হইয়া গেল।

হযরত আদম (আঃ)-এর অসিয়ত

হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পুত্র হযরত শীশ (আঃ)-কে পাঁচটি অসিয়ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, তুমিও স্বীয় সন্তানদের প্রতি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অসিয়ত করিও।

(১) দুনিয়া এবং পার্থিব জীবনের প্রতি কখনও নিশ্চিন্ত হইও না। জান্নাতের জীবনের প্রতি আমার (শয়তানের ধোকায় পড়িয়া চিরস্থায়ী বসবাসের) আস্থা স্থাপন করা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন নাই। অবশেষে আমাকে জান্নাত থেকে বাহির হইতে হইয়াছে।

(২) নারীদের চাহিদানুযায়ী কখনও কাজ করিবে না। আমি স্বীয় স্ত্রীর চাহিদা অনুযায়ী জান্নাতের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলাম। ফলে আমাকে লজ্জিত হইতে হইয়াছে।

(৩) কোন কাজ করিবার পূর্বে কজের ফলাফল কি হইবে- তাহা ভালভাবে চিন্তা করিয়া কাজ করিবে। যদি আমি এইরূপ করিতাম, তাহা হইলে জান্নাতে আমাকে লজ্জিত হইতে হইত না।

(৪) যে কার্য করিতে গিয়া মনের মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়,তাহা করিবে না। জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার সময় আমার অন্তরে বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু আমি সে বাধা উপেক্ষা করিয়াছিলাম।

(৫) যে কোন কার্য করিবার পূর্বে বিবেকবান অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে অবশ্যই পরামর্শ নিয়া করিবে। যদি আমি ফিরিশতাদের কাছে পরামর্শ করিয়া লইতাম। তাহা হইলে আমাকে লজ্জিত হইতে হইত না।

চার হাজার থেকে মাত্র চারটি

শকীক বলখী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, আমি চার হাজার হাদীছ থেকে চারশত হাদীছ বাছিয়া লইয়াছি। আবার চারশত থেকে মাত্র চারটি হাদীছ বাছিয়া লইয়াছি। তাহা হইলঃ

(১) নারীর সাথে মন লাগাইও না। সে আজ তোমার, আগামীকল্য অন্যেরও হইতে পারে। যদি তাহার অনুগত থাক তাহা হইলে সে তোমাকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে।

(২) ধন সম্পদের প্রতি আসক্ত হইও না, কারণ এই সম্পদ হয়ত আজ তোমাকে ধার দেওয়া হইয়াছে। কাল হয়ত অন্য একজনকে দেওয়া হইবে। সুতরাং অন্যের সম্পদ লইয়া শুধু পেরেশান হইওনা। এই সম্পদগুলোই অন্যের জন্য সৌভাগ্যের কারণ আর তোমার জন্য বোঝা স্বরূপ। যদি তুমি ইহাতে মন লাগাও তাহা হইলে ইহা তোমাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরাইয়া ফেলিবে। তোমার মধ্যে অভাবের ভয়ভীতি সৃষ্টি হইবে। তুমি শয়তানের আনুগত্য করিতে থাকিবে।

(৩) যে কাজ করিতে গিয়া মনের মধ্যে বাধা আসে, ঐ কাজ করিও না। মুমিনের অন্তর সাক্ষী এবং মুফতির স্থলাভিষিক্ত হয়। সন্দেহজনক কার্যে ভীত হইয়া পড়ে। হারাম কার্যের ক্ষেত্রে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে আর হালাল কার্যের ক্ষেত্রে শান্তি পায়।

(৪) যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কার্য দুরস্ত হওয়ার ও বিবেক সম্মত হওয়ার কথা বিশ্বাস না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কার্য করিবে না।

মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপদেশ বাণী শুনাইতেছেন-দুনিয়াতে দরিদ্র এবং মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপন কর। নিজকে মৃত বলিয়া ধারণা কর। এই কথা বলিয়া হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় শিষ্য মুজাহিদকে আবার বলিলেন- সকালে সন্ধ্যার চিন্তা আর সন্ধ্যায় সকালের চিন্তা করিও না। মৃত্যুর পূর্বে জীবিত অবস্থায় এবং অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থাবস্থায় কিছু করিয়া লও।

আগামীকল্য কি হইবে তোমার তো জানা নাই। যে আজকের কাজ আগামীকালের জন্য রাখিয়া দেয় সে সর্বদা চিন্তিত ও পেরেশান থাকে।

আকাংক্ষা হ্রাস করার বিনিময়ে সম্মান

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে- কোন ব্যক্তি পার্থিবতা সম্পর্কে আকাংক্ষা হ্রাস করিলে আল্লাহ পাক তাহাকে চারভাবে সম্মানিত করেন।

(১) আল্লাহর আনুগত্যে এবং ইবাদতের স্থায়ীত্বতা ও অটলতা প্রদান করেন। মৃত্যুর বিশ্বাস ও কল্পনার দ্বারা তাহার অন্তরে পার্থিবতার প্রতি অনাসক্তি এবং পরকালের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হয়, ফলে সে ইবাদতে অধিক আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

(২) তাহার (পার্থিব) চিন্তা ভাবনা কমিয়া যায় (এই কথা সত্য যে, দুনিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ার দ্বারা চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধি পায় আর ইহার প্রতি অনাসক্তি হওয়ার দ্বারা চিত্তের তুষ্টি ও প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়।)

(৩) যৎসামান্য রোজগারের উপর ধৈর্য্য ধারণ করা নসীব হয়। (যেহেতু চোখের সামনে মৃত্যু উপস্থিত, তাই কিভাবে সে সম্পদের জালে আটকা পড়িবে?)

(৪) তাহার অন্তর আলোকিত করিয়া দেওয়া হয় (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, আল্লাহর যিকিরের আধিক্য এবং হালাল-হারামের চিন্তা এইসব কিছুর দ্বারা তো অন্তর আলোকিত হওয়াই চাই।)

অন্তর আলোকিত কারক চারটি কার্য

চারটি কার্যের দ্বারা অন্তর আলোকিত হয় যেমন-

(১) আহার করার সময় পেটের কিছু অংশ খালি রাখা (অর্থাৎ খাদ্য হালাল হলেই পেট ভরিয়া না খাওয়া, হারাম হইলে তো কথাই নাই।)

(২) নেককার ব্যক্তির সাহচার্যে থাকা।

(৩) কৃত পাপ সমূহ বার বার স্মরণ করা।

(৪) পার্থিব আশা আকাংক্ষা হ্রাস করা অথবা একবারে মিটাইয়া দেওয়া।

পার্থিব আশা আকাংক্ষা বৃদ্ধি এবং ইহার পরিণতি

পার্থিব আশা আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাইলে মানুষ চারটি অসুবিধায় পতিত হয়।

(১) নেক কার্য করিতে অলসতা দেখা দেয়।

(২) দুনিয়ার চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৩) পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভ লালসা সৃষ্টি হয়।

(৪) অন্তর শক্ত হইয়া যায়।

চারটি কাজে অন্তর শক্ত হইয়া যায়

চারটি কাজ অন্তর শক্ত করিয়া ফেলে। যথা-

(১) পেট ভরিয়া আহার করা। হালাল খাদ্য পেট ভরিয়া আহার করিলেও অন্তর শক্ত হইয়া যায়। আর হারাম খাদ্যের বেলায় তো কথাই নাই।

(২) মন্দ লোকের সাহচর্য।

(৩) কৃত গোনাহ সমূহ ভুলিয়া যাওয়া।

(৪) পার্থিব আশা আকাংক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া।

উপদেশঃ প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির উচিত পার্থিব আশা আকাংক্ষা হ্রাস করিয়া পরকালের চিন্তায় লাগিয়া যাওয়া। কেননা কেউ তো জানেনা যে, কোন্ সময় পরপারের ডাক আসিয়া পড়িবে, আর সে খালি হাতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। যে শ্বাসটি এখন গ্রহণ করিয়াছে- ইহার পরবর্তী শ্বাস গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা বা এখন যে কদম উঠাইয়াছে উহার পরবর্তী কদম উঠাইতে পারিবে কিনা তাহা তো কেহই জানে না।

মুমিনের ছয়টি পবিত্র গুণ

প্রত্যেক মুমিনের উচিত সে যেন নিজের মধ্যে ছয়টি গুণ সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করে। ফলে সে ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করিতে পারিব।

(১) ইলমে দ্বীন হাসিল করা। ইহার দ্বারা ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করিবার যোগ্যতা অর্জিত হয়।

(২) এমন ব্যক্তিকে বন্ধু ও সাথী হিসাবে গ্রহণ করা। যে সৎ কাজের আদেশ করে আর মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে।

(৩) শত্রুকে চেনা যাহাতে তাহার ক্ষতি থেকে বাঁচিয়া থাকা যায়। সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হইল শয়তান।

(৪) চিন্তা-ফিকির করার যোগ্যতা অর্জন করা। যাহাতে আল্লাহর নিদর্শন দেখিয়া দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

(৫) সৃষ্টির সাথে ইনসাফ করা। যাহাতে কিয়ামতের দিন কেহ অধিকার দাবী করিয়া শত্রু না হইয়া দাঁড়ায়।

(৬) মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া। যাহাতে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় খালি হাতে এবং আফসোসের হাত ঘসিয়া ঘসিয়া না যাইতে হয়। আল্লাহ পাক বলেন-

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

অর্থ ঃ পাথেয় গ্রহণ কর। আর উত্তম পাথেয় হইতেছে (তাকওয়া)।

বান্দার নিজস্ব সম্পদ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরায়ে তাকাছুরের

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

অর্থ ঃ আধিক্যের লোভ তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এমনকি তোমরা কবর পর্যন্ত উপনীত হও।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন- মানুষ বলে, আমার সম্পদ আমার সম্পদ। অথচ সে যাহা আহার করিয়াছে, পরিধান করিয়া পুরানো করিয়াছে আর দান করিয়া আল্লাহর কাছে জমা করিয়াছে, এই তিন প্রকার সম্পদ ব্যতীত তাহার সম্পদ আর কোথায়?

পাঁচটি হেকমতপূর্ণ কথা

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন যে- তিনি তৌরাত গ্রন্থে পাঁচটি কথা লিখিত দেখিয়াছেন।

(১) অল্পে তুষ্টির মধ্যে ধনশীলতা রহিয়াছে।

(২) নির্জনবাসের মধ্যে শান্তি রহিয়াছে।

(৩) প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জনের মধ্যে রহিয়াছে প্রকৃত মুক্তি।

(৪) আল্লাহ প্রেম, আকর্ষণীয় সকল কিছু পরিহারের মধ্যে।

(৫) দীর্ঘ জীবনের সুখ শান্তি নিহিত রহিয়াছে ক্ষণস্থায়ী জীবনে ধৈর্য ধারণের মধ্যে।

আখেরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা বলিলেনঃ হে আয়েশা! যদি আখেরাতে আমার কাছে পৌছিতে এবং আমার কাছে থাকিতে চাও, তাহা হইলে পার্থিব জীবনে মুসাফিরের পাথেয় পরিমাণ সম্পদ তোমার জন্য যথেষ্ট হওয়া চাই। সম্পদশালীর সাহচর্য হইতে দূরে থাকিও। কোন কাপড়ে তালি লাগানোর পূর্বে পরিধান বর্জন করিও না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার দোয়া করিলেনঃ হে আল্লাহ! আমাকে যে ভালবাসে তাহাকে এফাফ ও কাফাফ দান কর? এফাফ অর্থ পবিত্রতা। কাফাফ অর্থ প্রয়োজন মত রুজি।

দুনিয়ার প্রতি মহব্বত দুঃশ্চিন্তার কারণ

হযরত হাসান বিন আলী রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপদেশ বাণীর উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন- দুনিয়ার প্রতি আসক্তি চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধি করে, আর অনাসক্তি দেহ মনের প্রশান্তির কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেন যে, আমি তোমাদের দারিদ্রতা সম্বন্ধে এত বেশী ভয় পাই, না যত ভয় তোমাদের বিত্তশালীতা সম্পর্কে পাই, যাহাতে তোমাদের পার্থিব সম্পদ অর্জিত হইতে থাকে আর তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় অহংকারে লিপ্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাও। অতঃপর তিনি বলেনঃ এই উম্মতের পুর্ববর্তী লোকেরা পার্থিব বর্জন এবং বিশ্বাসের দ্বারা সংশোধন হইত। আর পরবর্তী লোকেরা কৃপণতা ও পার্থিব আশা-আকাংক্ষার দ্বারা ধ্বংস হইবে।

ধৈর্য ধারণের তিনটি বিশেষ পুরস্কার

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক মজলিসে দরিদ্রের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি আগমন করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, সাবাস! তোমাকে ধন্যবাদ আর যাহাদের পক্ষ থেকে আগমন করিয়াছ তাহাদিগকেও ধন্যবাদ। আল্লাহ পাক তোমাকে এবং তাহাদিগকে ভালবাসেন। আগত দরিদ্র ব্যক্তিটি বলিল- আমি দরিদ্রদের পক্ষ থেকে আপনার কাছে একটি কথা পৌছাইয়া দিবার জন্য আগমন করিয়াছি। দরিদ্ররা বলে যে, সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাহাদের ধন দৌলতের দ্বারা আমাদের থেকে অনেক আগে চলিয়া গিয়াছে। কারণ তাহারা ধন দৌলত থাকার কারণে হজ্জ, দান প্রভৃতি করিয়া উচ্চ মর্যাদা অর্জন করিয়াছে। আর আমরা তো এই সব কিছু হইতে বঞ্চিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- তুমি দরিদ্রদের কাছে আমার এই উপদেশ বাণীটি পৌছাইয়া দিও। "যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং আল্লাহ পাকের কছে এই অবস্থার বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখ তাহা হইলে তোমাদের জন্য তিনটি বিশেষ পুরস্কার রহিয়াছে, যাহাতে সম্পদশালীদের কোন অংশ নাই।"

(১)জান্নাতে লাল ইয়াকুত পাথরের প্রস্তুত অট্টালিকা, অন্যান্য জান্নাতীরা ইহার দিকে এমনভাবে দেখিতে থাকিবে যেমন ভাবে মানুষ আকাশের নক্ষত্ররাজির দিকে দেখিতে থাকে। অর্থাৎ খুব উচ্চ অট্টালিকা। দরিদ্র নবী, দরিদ্র শহীদ এবং দরিদ্র মুমিন ব্যতীত অন্য কেহ ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(২) দরিদ্র, সম্পদশালীর পাঁচ শত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হযরত সুলায়মান (আঃ) অন্যান্য নবীগণের চল্লিশ বৎসর পর জান্নাতে প্রবেশ করিবেন। তাঁহার জান্নাতে প্রবেশের বিলম্বের কারণ হইল বাদশাহী।

(৩) দরিদ্র এবং সম্পদশালী উভয় যদি এখলাসের কলেমায়ে সুয়াম পাঠ করে, তাহা হইলে সওয়াব লাভের দিক দিয়া সম্পদশালী দরিদ্রের সমকক্ষ হইবে না। যদি সম্পদশালী ব্যক্তি ইহার সাথে দশ হাজার দেরহাম দানও করে। সর্ব প্রকার নেক কাজেই এই তারতম্য থাকিবে। আগত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপদেশ বাণী দরিদ্রদের কাছে পৌছাইয়া দেওয়ার পর তাহারা আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

কলেমায়ে সুয়াম

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অসিয়ত

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাতটি বিষয়ে অসিয়ত করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন যে, এইগুলি কখনও পরিত্যাগ করিবে না-

(১) দরিদ্র মিসকীনদের ভালবাসা এবং তাহাদের নৈকট্য লাভ কর।

(২) নিজ অপেক্ষা ছোট এবং কম মর্যাদা সম্পন্নের দিকে দেখা, ইহা দ্বারা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তৌফিক হয়।

ফায়দাঃ অবশ্য পার্থিবতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে সর্বদা নিজ অপেক্ষা উত্তম ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নের দিকে দেখিতে হইবে, যাহাতে অধিক নেক কাজ করিবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

(৩) সর্বাবস্থায় আত্মীয়দের সাথে আত্মীয় সুলভ ব্যবহার করিবে। যদিও কোন আত্মীয় তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চায় তবুও।

ফায়দাঃ যাহারা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চায় তাহাদের সাথে আত্মীয় সুলভ ব্যবহার করাই তো প্রকৃত পক্ষে সৎব্যবহার। لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অধিক সংখ্যায় পাঠ করিতে থাক। (এই দোয়াটি নেক কাজের খাজানা)।

(৫) কখনও কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা না চাওয়া (দেখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের মান সম্মানের প্রতি কতটুকু চিন্তা করিয়াছেন)।

(৬) আল্লাহর কোন আদেশ পালন করিতে গিয়া কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার ভয় না করা (আল্লাহ ওয়ালাদের এইটাই বৈশিষ্ট্য।)

(৭) সর্বদা এবং সর্বাবস্থায় হক কথা বলা, যদিও তাহা যত তিক্ত হউক না কেন? (এইটাই উত্তম জিহাদ)।

সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুম বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই উপদেশ প্রাপ্তির পর হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু-এর অবস্থা এমন হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি হয়ত সওয়ার হইয়া চলিতেছেন আর হাত হইতে কোন কারণে বেত্র পতিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও বেত্রটি উঠাইয়া দিতে বলিতেন না। বরং তিনি সওয়ারী হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন এবং নিজেই বেত্র উঠাইয়া লইতেন।

ফিরিশতাদের সন্দেহ এবং ইহার উত্তর

একদা ফিরিশতাগণ আল্লাহ পাককে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদের জন্য পার্থিব নেয়ামতের দরজা খুলিয়া দিয়াছেন আর বিপদাপদের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (অথচ তাহারা আপনার শত্রু) আর মুসলমানদের জন্য পার্থিব নেয়ামত সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন ও একের পর এক তাহাদের প্রতি বিপদাপদ অবতীর্ণ হইতে থাকে (অথচ তাহারা আপনার অনুগত)। আপনার এইরূপ হেকমতের মধ্যে কি রহস্য রহিয়াছে? আল্লাহ পাক বলিলেন- কিয়ামতের দিনে কাফেরদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি আর মুমিনদের জন্য নির্ধারিত নেয়ামতের প্রতি একটু দৃষ্টি ফিরাও (তারপর প্রশ্ন কর)। ফিরিশতাগণ উভয় দিক তদন্ত করিলেন, অতঃপর বলিতে লাগিলেন হে পরোয়ারদিগার। আখেরাতে শাস্তির তুলনায়, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই নয়। অনুরূপভাবে জান্নাতের নেয়ামত সমূহ দেখার পর, পার্থিব দুঃখ কষ্টের অনুভূতি পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না।

আল্লাহর কাছে দুনিয়াদারের মর্যাদা

দুই জাহানের গৌরব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- অধিক ধন সম্পদ সঞ্চয়কারী ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ঘৃণিত আর অধিক দান খয়রাতকারী আল্লাহর কাছে প্রিয়।

উপদেশঃ যে ব্যক্তি সর্বদা ধন সম্পদের লোভে লিপ্ত, অধিক অর্থ উপার্জনের ফিকিরে লাগিয়া থাকে, আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। এইরূপ ব্যক্তি যদি জান্নাত লাভ করে তাহা হইলে দরিদ্র ব্যক্তিদের সমমর্যাদা কখনও পাইবে না। আর যদি জাহান্নামে যায় তাহা হইলে সে জাহান্নামের একবারে নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করিবে। অবশ্য এমন মুসলমান যে সর্বদা আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করে, সে উপরোল্লেখিত ব্যক্তি হইতে ব্যতিক্রম। কারণ সে স্বীয় সম্পদের খারাপ ফলাফল হইতে বাঁচিয়া থাকে।

শয়তানের দাবীঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ শয়তান বলে যে, মালদার সফলতা লাভ করিতে পারে না। কেননা আমি তাহাকে তিনটি কার্যের মধ্যে, যে কোন একটি কার্যে অবশ্যই আটকাইয়া রাখি।

(১) দুনিয়া এবং ইহার ধন সম্পদ তাহার দৃষ্টিতে এত সুন্দর করিয়া তুলিয়া ধরি যে, সে সম্পদের হক আদায় করার ব্যাপারেও গড়িমসি করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে।

(২) তাহার জন্য সম্পদ উপার্জন করার রাস্তা সহজ করিয়া দেই (যাহাতে সম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে অবৈধ স্থানে অপচয় করা তাহার জন্য মুশকিল না হয়)।

(৩) তাহার অন্তর সম্পদের প্রতি অগাধ ভালবাসার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেই (যাহাতে হালাল হারামের পার্থক্য না করে সম্পদ উপার্জনে লিপ্ত হইয়া পড়ে)।

ব্যবসা অগ্রগণ্য না ইবাদত?

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর রিসালাত প্রকাশিত হওয়ার সময় আমি ব্যবসায়ী ছিলাম। ঈমান গ্রহণ করার পরে ব্যবসা এবং ইবাদত উভয় কাজ এক সাথে চালাইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু এক সাথে উভয় কার্য সম্পাদন করা খুব কঠিন হইয়া পড়িল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, কোন একটি কার্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতঃপর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া ইবাদতে আত্মনিয়োগ করিলাম। আল্লাহর শোকর-আজ আমি আমার সিদ্ধান্তের ফলে অস্থিরতা মুক্ত। এখন আমার অন্তরে এতটুকু বাসনাও হয় না যে, মসজিদের সংলগ্ন আমার একটি দোকান থাকুক। আর আমি ওয়াক্ত মোতাবেক জামাতের সাথে নামাজ পড়িয়া অবশিষ্ট সময় দোকানদারী করি। যদিও প্রতিদিন আমার চল্লিশ দিনার লাভ হয়। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল যে, আপনার এমন অবস্থা কেন সৃষ্টি হইয়াছে? তিনি উত্তর দিলেন-আখেরাতে হিসাবের ভয়ে।

ব্যাখ্যাঃ হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু- এর উল্লেখিত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তাহার পরিপূর্ণ ঈমান এবং আখেরাতে হিসাবের ভয় মোতাবেক এই সিদ্ধান্ত বহু উচ্চ পর্যায়ের।কিন্তু সকলের পক্ষে তাহার অনুকরণ সম্ভব নহে। ব্যবসা শুধু বৈধই নয় বরং শরীয়তের নীতি মোতাবেক ব্যবসা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও বটে। বিভিন্ন হাদীছে শরীয়ত সম্মত ব্যবসায়ের ফজীলত বর্ণিত হইয়াছে। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

اَنَاوَالتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ

অর্থঃ আমি এবং ঈমানদার শরীয়ত মোতাবেক ব্যবসায়ী জান্নাতে এত নিকটে অবস্থান করিব, আমার এই দুইটি আঙ্গুল একে অপরের যত নিকটে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বলার সময় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী একসাথ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। ইবাদত করা মানুষের জন্য ফরয। অনুরূপভাবে হালাল রুজি উপার্জন করাও ফরয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসাকে উচ্চ পর্যায়ের উত্তম ও অগ্রগণ্য কার্য বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন। ইবাদতের সময় ইবাদত করিয়া অবশিষ্ট সময় শরীয়ত সম্মত পন্থায় ব্যবসা করিয়া হালাল জীবিকা অর্জন করা, এমন ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম, যে ইবাদত করার পর উদর পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়াইতে হয় এবং শুধু দান সদকার উপর ভিত্তি করিয়া জীবন যাপন করিতে হয়। আর এখানে ব্যবসার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা ঐ ব্যবসা যাহা শরীয়তের বিধি নিয়ম বহির্ভূত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুইটি বিশেষত্ব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- দারিদ্রতা জাগতিক জীবনে কষ্টের কারণ ও আখেরাতের জীবনে আনন্দের কারণ। আর ধনসম্পদ জাগতিক জীবনে আনন্দের কারণ কিন্তু আখেরাতের জীবনে কষ্টের কারণ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন- প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বিশেষত্ব থাকে

কিন্তু আমার বিশেষত্ব হইল দুইটি- (১) দারিদ্রতা (২) জিহাদ।

যে ব্যক্তি উল্লেখিত বিশেষত্বদ্বয় পছন্দ করিয়াছে, সে আমাকে ভালবাসিয়াছে। আর যে ব্যক্তি এই দুইটি খারাপ জানিয়াছে, সে আমাকে ঘৃনা করিয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজে সম্পদশালী হইলেও যেন দারিদ্রতা ও দরিদ্রদের ভালবাসে। কারণ দরিদ্রকে ভালবাসার মধ্যে বিশ্ব প্রতিপালকের প্রিয়জনের ভালবাসা নিহিত রহিয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দরিদ্রদের ভালবাসার ও তাহাদের সাহচর্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

একদা উয়াইনা বিন হুসাইন ফাযারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে উপস্থিত হইল। উয়াইনা স্বীয় সম্প্রদায়ের নেতা ছিল। ঘটনা চক্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দরবারে তখন দরিদ্র সাহাবাগণের মধ্যে হযরত সালমান ফারসী, হযরত সুহায়ব রুমী, হযরত বিলাল হাবশী রাদিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তখন তাহারা ময়লা ও ঘর্মযুক্ত কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া উয়াইনা বলিলঃ আমাদের মর্তবা উচ্চ পর্যায়ের। আমাদের আগমনের সময় তাহাদিগকে সরাইয়া দিন। তাহাদের পরিহিত কাপড়ের কারণে তাহাদের কাছে বসা আমরা পছন্দ করিনা। তখন তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَاتَعْدُ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ وَّاتَّبَعَ هَوٰاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا -

অর্থঃ আপনি নিজেকে ঐ সকল লোকদের সাথে রাখুন যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করিবার জন্য সকাল-সন্ধ্যা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকে। জাগতিক জীবনের চাকচিক্যের দিকে দৃষ্টি দিয়া আপনার চোখ তাহাদের থেকে সরাইয়া নিবেন না। আর এমন ব্যক্তির কথা মানিবেন না, যাহার অন্তরকে আমার যিকির থেকে গাফেল করিয়া রাখিয়াছে। সে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

দরিদ্র এবং গরীবদের স্থান

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন কোন কোন বান্দার সামনে এইভাবে ওযর পেশ করিবেন, যে ভাবে আজ তোমরা একে অপরের কাছে ওযর পেশ কর। আল্লাহ পাক এক দরিদ্র ব্যক্তিকে বলিবেন, আমি তোমাকে দুনিয়াতে গরীব করিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহার কারণ ইহা ছিলনা যে, তুমি আমার দৃষ্টিতে ঘৃণিত ছিলে। বরং উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতে তোমার মর্যাদা উচ্চ করা এবং তোমাকে এক বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা। অনেক মানুষ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সারিতে দাড়াইয়া আছে তুমি সেখানে

যাও, যাহারা তোমাকে দুনিয়াতে সাহায্য সহযোগীতা করিয়াছিল তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া জান্নাতে লইয়া যাও। তখন সে ব্যক্তি অনেক লোককে জাহান্নামীদের সারি হইতে বাহির করিয়া জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইবে।

দুনিয়াতে দারিদ্রতার কষ্টের বিনিময়ে দরিদ্রলোক যে সম্মান লাভ করিবে-ইহাই সে সম্মান। এইজন্য রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দরিদ্রদিগকে খুব ভালবাস, তাহাদের কাছে অনেক বড় সম্পদ রহিয়াছে। উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ সম্পদটি কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন-কিয়ামতের দিনে দরিদ্রদিগকে বলা হইবে, যে ব্যক্তি তোমাকে রুটির একটি টুকরা এবং এক ঢোক পানিও দিয়াছে, তাহাকে তোমার সাথে জান্নাতে লইয়া যাও।

দরিদ্রের পাঁচটি বিশেষত্ব

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, হাদীছ সমূহে দরিদ্রের পাঁচটি বিশেষত্ব বর্ণিত হইয়াছে-

(১) দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যেক আমলে, সম্পদশালী অপেক্ষা অধিক সওয়াব লাভ করিবে। যদিও উভয়ের আমল এক পর্যায়ের হয়।

(২) দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্রতার কারণে যখন তাহার কোন আকাংক্ষা পুরা করিতে না পারে, তখনই ইহার বিনিময়ে সে প্রতিদান লাভ করে। কিন্তু শর্ত হইল ধৈর্য ধারণ করা।

(৩) দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদশালীর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। যদিও আমলের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান।

(৪) আখেরাতে দরিদ্র ব্যক্তির হিসাব হালকা হইবে। ধন সম্পদের ক্ষেত্রে তো দরিদ্রের প্রশ্নই উঠেনা।

(৫) কিয়ামতের দিনে সম্পদশালী অপেক্ষা দরিদ্র কম লজ্জিত হইবে। তখন সম্পদশালী বলিবে-হায়। যদি আমি গরীব হইতাম।

এক লক্ষ অপেক্ষা উত্তম এক পয়সা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ কখনও এক দেরহাম দান করা এক লক্ষ দেরহাম দান করা অপেক্ষা উত্তম হয়।

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিভাবে হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এক সম্পদশালী তাহার অঢেল সম্পদ হইতে একলক্ষ দেরহাম দান করে। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্যক্তির কাছে মাত্র দুই দেরহাম থাকে আর সে তাহা হইতে এক দেরহাম আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়া ফেলে। এই ধরনের এক দেরহাম একলক্ষ দেরহাম অপেক্ষা উত্তম।

আকাংক্ষা পূর্ণ না হওয়ার বিনিময়ে সওয়াব

একদা সাহাবাগণ রাদিআল্লাহু আনহুম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আরয করিলেন- কোন কোন সময় আমরা হয়ত একটি বিষয়ের

আকাংক্ষা করি, কিন্তু টাকা পয়সা না থাকার কারণে আমরা ঐ বিষয়টি অর্জন করিতে পারি না। এই জন্য কি আল্লাহর কাছে কোন সওয়াবের আশা করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয়ই! ইহার বিনিময়ে সওয়াব হইবে না তো কিসের বিনিময়ে সওয়াব হইবে?

হযরত যেহাক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-কোন ব্যক্তি বাজারে যাওয়ার পর কোন বস্তু দেখিয়া খাওয়ার আকাংক্ষা জাগিয়াছে, কিন্তু পকেট খালি বলিয়া ক্রয় করিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় সওয়াব পাওয়ার আশা করিয়া ধৈর্য ধারণ করিয়াছে। এমন ব্যক্তি এক লক্ষ্য দেরহাম দান করার সওয়াব অপেক্ষাও অধিক সওয়াব লাভ করিবে।

কুরআন পকে দরিদ্র ব্যক্তির প্রশংসা

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, নিম্নলিখিত আয়াত থেকে দরিদ্র ব্যক্তির প্রশংসা বুঝা যায়।

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ -

অর্থাৎ- নামায পড়, যাকাত প্রদান কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক দরিদ্রের হক যাকাতকে নিজের হক নামাযের সাথে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে দারিদ্র ব্যক্তির মর্যাদার কথা পরিস্কার ভাবে বুঝা যায়।

দরিদ্রদের বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক তুলনা

কেহ বলিয়াছেন যে, সম্পদশালীর জন্য দরিদ্র ব্যক্তি ধোপা, ডাক্তার, ডাকপিয়ন, রক্ষক ও সুপারিশকারী স্বরূপ।

(১) সম্পদশালীর জন্য দরিদ্র ব্যক্তি ধোপা এই হিসাবে যে, সম্পদশালী দরিদ্র ব্যক্তিকে দান খয়রাত করে। ফলে তাহার ধন সম্পদ পবিত্র হয়। যেন দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদশালীকে ধৌত করে পাক সাফ করে।

(২) ডাক্তার এই হিসাবে যে, দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করার দ্বারা সম্পদশালী রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে। আর ডাক্তার তো রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থা করে।

(৩) ডাক পিয়ন এই হিসাবে যে, সম্পদশালী দরিদ্রকে দান করার মাধ্যমে নিজেদের মৃত আত্মীয় স্বজনের কাছে সওয়াব প্রেরণ করে। যদি দরিদ্র ব্যক্তি না থাকিত তাহা হইলে কাহার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিদের নিকট সওয়াব প্রেরণ করিত।

(৪) রক্ষক এই হিসাবে যে, সম্পদশালীদের দরিদ্রকে সদকা দেওয়ার পর দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদশালীর জন্য দোয়া করে, ফলে তাহার সম্পদের হেফাজত হয়।

(৫) সুপারিশকারী এই হিসাবে যে, হাশরের ময়দানে দরিদ্র ব্যক্তি তাহার সম্পদশালী দাতার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করিবে। এই জন্য সম্পদশালীদের দরিদ্র ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দরিদ্র ব্যক্তির নিন্দাকারী অভিশপ্ত

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদশালীকে তাহার সম্পদের কারণে সম্মান করে আর দরিদ্র ব্যক্তিকে তাহার দারিদ্রতার কারণে সুনজরে দেখেনা সে অভিশপ্ত।

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু-এর উক্তি

ঃহযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমরা আমাদের সম্পদশালী ভাইদের সাথে ইনসাফ করি না, কেননা খানাপিনা এবং পোষাক পরিধান করার দিক দিয়া তো আমরা তাদের সমান। শুধু এই সব বস্তুর প্রকারের মধ্যে পার্থক্য। অতিরিক্ত সম্পদ তাহারাও ব্যবহার করিতে পারে না অবশ্য তাহারা তাহা দেখিতে পায় যাহা আমরাও তো দেখিতে পাই। তবে উক্ত বস্তুর তাহাদের পরিপূর্ণ অধিকার থাকে, যাহা আমাদের একেবারেই থাকে না। কিন্তু কিয়ামতের দিনে তাহাদের থেকে এই সম্পদের হিসাব লওয়া হইবে অথচ আমরা হিসাব থেকে নিরাপদ থাকিব।

দরিদ্র এবং সম্পদশালীর পছন্দনীয় তিনটি কথা

হযরত শকীক যাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন -দরিদ্র ব্যক্তি নিজের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করিয়াছে, তাহা হইতেছে-

(১) নফসের শান্তি। (২) ব্যস্ততা মুক্ত অন্তর।
(৩) কিয়ামতের দিনের হালকা হিসাব।
আর সম্পদশালী নিজের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করিয়াছে-
(১) নফসের কষ্ট (পরিশ্রম)। (২) ব্যস্ত অন্তর। (৩) কিয়ামতের দিনে শক্ত হিসাব।

সম্পদের স্বল্পতা পার্থিব জীবনে আরাম ও মনের শান্তি এবং পরকালে হিসাবের সাবলীলতার কারণ হয়। সম্পদের আধিক্য পার্থিব জীবনে কষ্ট পরিশ্রম, অন্তরের অস্থিরতা ও ব্যস্ততার এবং পরকালের হিসাবের কাঠিন্যতার কারণ।

চারটি কর্ম ব্যতীত চারটি দাবী অর্থহীন

হাতেম যাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি চারটি বিষয়ের দাবী করে সে মিথ্যুক।

(১)আল্লাহর প্রেমের দাবী করে কিন্তু আল্লাহ পাক যে সব কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকে না।

(২)জান্নাতে যাওয়ার জন্য তো দাবী করে। কিন্তু ইহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে না এবং আল্লাহর অনুগত হয় না।

(৩) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার দাবী করে কিন্তু তাঁহার সুন্নত অনুযায়ী আমল করার এবং তাঁহার গুণাবলী অর্জন করার পক্ষপাতি নহে।

(৪) জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের আকাংক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু ফকীর মিসকীনকে ভালবাসা হইতে অনেক দূরে রাখে।

এমন চারটি কাজ যাহা কল্যাণ থেকে দুরে রাখে

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি কার্য পাওয়া যাইবে সে সর্ব প্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

(১) অধীনস্থ লোকদের জুলুম অত্যাচার করা। (২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।
(৩) গরীব ও দরিদ্রদেরকে ছোট জানা। (৪) ফকীর মিসকীনকে লজ্জা দেওয়া।

দারিদ্রতা পছন্দনীয় বিষয়

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- খবরদার! অভাব অনটনের কারণে কখনও হারাম মালের দিকে ঝুকিয়া পড়িবে না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এই দোয়া করিতে দেখিয়াছি- হে আল্লাহ! অভাব অনটন থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু দিবেন। আমার হাশর যেন ফকীরের সাথে হয়।

মাল এবং হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা

কাদেসিয়া বিজয়ের পর সেখান থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল হযরত ওমর (রাদিঃ) এর সামনে আনয়ন করা হইল। তিনি মাল উলট পালট করিতেছিলেন আর কাঁদিতেছিলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ রাদিআল্লাহু আনহু আরয করিলেন! ইয়া আমীরুল মুমিনীন! এখন তো দুঃখ করার সময় নয় বরং খুশী ও আনন্দের সময়। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন, হ্যাঁ। কিন্তু যে জাতির কাছে মাল সম্পদ আসে সে জাতির মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা ধন সম্পদের অপরিহার্য ফল যাহা দিনরাত দেখা যাইতেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটা ফেতনা রহিয়াছে; আর আমার উম্মতের জন্য ফেতনা হইতেছে ধন-সম্পদ। তিনি আরও বলিয়াছেন, ফকীর ও দরিদ্র ব্যক্তিরা হইল আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয় বান্দা, এইজন্য অধিকাংশ নবীগণ সম্পদশালী ছিলেন না।

হাদীস সমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلاَ فِىْ غَنَمٍ فَاَنْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى
الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ (ترمذى)

(১) অর্থ ঃ দুইটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ, ছাগলের জন্য ততটুকু বিপজ্জনক নহে; সম্পদ ও পদের লোভ দ্বীনের জন্য যতটুকু বিপজ্জনক। (তিরমিযী)

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اِثْنَانِ اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى
الْعُمُرِ - متفق عليه)

(২) অর্থ ঃ মানুষ বৃদ্ধ হইতে থাকে আর তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় জওয়ান

হইতে থাকে- (ক) সম্পদের লোভ (খ) অধিক বয়সের লোভ। (বোখারী, মুসলিম)।

لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِىْ اِثْنَيْنِ فِىْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ(متفق عليه)

(৩) অর্থ ঃ বৃদ্ধলোকের মন দুইটি বিষয়ে সর্বদা জওয়ান থাকে। (১) দুনিয়ার মহব্বত। (২) লম্বা আশা। (বোখারী, মুসলিম)

اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلٰى امْرِءٍ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتّٰى بَلَّغَهُ سِتِّيْنَ سَنَةً (بخارى)

(৪) অর্থ ঃ যে ব্যক্তির বয়স আল্লাহ পাক ষাট বৎসরে পৌছাইয়া দিয়াছেন, তাহার ওযর আল্লাহ পাক কবুল করেন না।

ব্যাখ্যাঃ যৌবন বয়সে মানুষ মনে করিয়া থাকে যে বার্ধক্য তো এখনও বহু দূরে। বার্ধক্যের নিদর্শন দেখা দিলে তাওবা করিয়া লইব। যখন বয়স ষাট বৎসর হইয়া গেল তখন তাহার ওযর পেশ করার মত কোন সুযোগ অবশিষ্ট রহিলনা। যাহার কারণে সে তাওবা করা বিলম্ব করিতে পারে। তখন সাথে সাথে তওবা করার দিকে তাহার মনোযোগ দেওয়া দরকার।

দুনিয়া ত্যাগ করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি পরকালকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক তাহার বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল কার্যগুলোকে সুশৃঙ্খল ও সুন্দর করিয়া দেন আর তাহার অন্তরে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টি করিয়া দেন। দুনিয়া অপদস্থ হইয়া তাহার পায়ের উপর পড়ে। আর যে ব্যক্তি ইহকালকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাহার কার্যগুলোকে বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং অভাব অনটন তাহার জন্য লিখিয়া দেওয়া হয়। তাহার ভাগ্যে যতটুকু লিখা হইয়াছে দুনিয়ার ততটুকুই সে পায়।

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন-রোম ও পারস্যের অধিপতিরা কি সুখে জীবন যাপন করিতেছে অথচ তাহারা আল্লাহর দুশমন। আর দুই জাহানের সর্দার বিশ্ব প্রতিপালকের প্রিয়জনের এই অবস্থা যে, চাটাইয়ের উপর বিছানোর জন্য কোন কাপড় পর্যন্ত নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ ওমর! তাহাদিগকে পার্থিব জীবনেই সমস্ত নেয়ামত দিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর আমাদের জন্য জান্নাতে সমস্ত নেয়ামত জমা রাখা হইয়াছে।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু যাহা বিপজ্জনক বলে মনে করেন

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি তোমাদের সম্পর্কে দুইটি বিষয় বিপজ্জনক বলিয়া মনে করি।

(১) আশা আকাক্ষা বৃদ্ধি পাওয়া। (২) কু প্রবৃত্তির অনুকরণ।

ব্যাখ্যাঃ আশা আকাংক্ষার বৃদ্ধি আখেরাত ভূলিয়া থাকার আর কুপ্রবৃত্তির অনুকরণ সত্যপথ হইতে বঞ্চিত থাকার কারণ। দুনিয়া তোমার পিছনে আর আখেরাত তোমাদের সামনে রহিয়াছে। আজ আমল করার সময় কিন্তু আজ হিসাব দেওয়ার সময় নয়। আর কাল হিসাব দেওয়ার সময় কিন্তু আমল করার সময় নহে। যাহা কিছু করার আজই করিয়া লও। আগামীকাল কোন কিছু করিতে পারিবে না।

প্রত্যেক মানুষই দুনিয়াতে মুসাফির

সহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতরী রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহর রাস্তায় খুব খরচ করিতেন। তাহার মাতা ও ভগ্নি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহমতুল্লাহি আলাইহি -এর কাছে বলিলেন যে, আপনি সহলকে একটু বুঝাইয়া দিন। অন্যথায় তো একদিন সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া পড়িবে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারক রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত সহল বিন আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলাইহিকে এই ব্যাপারে কিছু বলিলেন। হযরত সহল উত্তর দিলেন- হযরত! যদি কোন ব্যক্তি মদিনা পরিত্যাগ করিয়া রেসতাক নামক স্থানে বসবাসের ইচ্ছা করে আর তথায় জমিজমাও ক্রয় করিয়া লয়। অতঃপর সেখানে চলিয়া যাওয়ার সময় কি কিছু মালপত্র মদিনায় রাখিয়া যাইবে, না সব কিছু সাথে লইয়া যাইবে। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার কি মত, যে অতিসত্ত্বর দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়া আখেরাতের দিকে সফর করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে?

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়া এবং ইহার অস্থায়ী সুখ ভোগের জন্য ব্যয় করা সম্পদ, পরিতাপ ও লজ্জার কারণ হইবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করা সম্পদ, আনন্দ ও সম্মানের কারণ হইবে। যে দুনিয়ার সামান্য জিন্দিগীতে প্রয়োজন মাফিক রুজীর উপর সন্তুষ্ট থাকে, দুনিয়ার সামান্য নেয়ামতের জন্য নিজের মুল্যবান জীবন নষ্ট না করে, সে হইল প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান।

দুনিয়া ও আখেরাতের হাকিকত

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এমতাবস্থায় এক সুন্দর সুঠাম দেহ বিশিষ্ট ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভূষণ পরিহিত এক ব্যক্তি আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবার পর জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুনিয়ার হাকিকত বর্ণনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ দুনিয়া ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের তুল্য। অতঃপর সে ব্যক্তি আখেরাতের হাকিকত জিজ্ঞাসা করিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আখেরাত চিরস্থায়ী, তথায়

একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর অপর দল জাহান্নামে। সে জিজ্ঞাসা করিল জান্নাত কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- জান্নাত হইল দুনিয়াতে কৃত নেক আমলের বিনিময়। (জান্নাত ঐ ব্যক্তিই লাভ করিবে, যে জান্নাত পাওয়ার আশায় দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে)। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, জাহান্নাম কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ জাহান্নাম হইল দুনিয়ায় কৃত বদ আমলের বিনিময়। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল, এই উম্মতের উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যে দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগত হইয়া থাকে। আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল- আচ্ছা আমাকে বলুন যে, মানুষ দুনিয়াতে কিভাবে জীবন যাপন করিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ এমন ভাবে জীবন যাপন করিবে, যেমন কোন ব্যক্তি স্বীয় কাফেলা হারাইয়া ফেলার পর কাফেলা অনুসন্ধান করিতেছে। এমন ব্যক্তি তো স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকে।

আগন্তুক আবার জিজ্ঞাসা করিল, দুনিয়া কি পরিমাণ সময় টিকিয়া থাকিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ কাফেলা হারাইয়া ফেলার পর পুনরায় কাফেলা পাইতে যতক্ষণ সময়ের প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ সময়। আগন্তুক বলিল- দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে কতটুকু সময়ের দুরত্ব রহিয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ চোখের পলক ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ের দুরত্ব রহিয়াছে। এই সকল প্রশ্ন করিবার পর ঐ ব্যক্তি চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তিনি জিবরাইল (আঃ) তোমাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতের হাকিকত বুঝানোর উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। যাহাতে তোমরা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হইয়া আখেরাতের প্রতি ঝুকিয়া পড়। ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খুব আশ্চর্য বোধ হয় যে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখার পর দুনিয়ার জন্য কাজ করে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কিভাবে আল্লাহর দোস্ত হইলেন?

হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- আপনাকে আল্লাহ পাক কোন কথার ভিত্তিতে স্বীয় দোস্ত হিসাবে গ্রহণ করিলেন? হযরত ইবরাহীম (আঃ) উত্তর দিলেন, তিনটি কারণে-

(১) যখনই আমাকে দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তখনই ঐ বিষয়টি গ্রহণ করিয়াছি যাহাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন।

(২) আল্লাহ পাক আমাকে রিযিক প্রদানের ওয়াদা করিয়াছেন। তাই আমি রিযিক উপার্জনের ব্যাপারটি কখনও গুরুত্ব প্রদান করি নাই।

(৩) মেহমান ব্যতীত কখনও খানা খাই নাই।

চারটি বিষয় অন্তর সতেজ রাখে

কোন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, চারটি বিষয়ের দ্বারা অন্তর সতেজ থাকে- (১) ইলম (২)রাজী থাকা (৩) অল্পে তুষ্টি (৪) পার্থিবতা পরিত্যাগ

ইলম- অবশিস্ট তিনটি বিষয় উপার্জনের দিকে এবং ইহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার দিকে পথ প্রদর্শন করে।

রাজী থাকা- বান্দার জন্য আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকার গুণের মাধ্যমে বান্দা খুব সহজে পরবর্তী গুণগুলির দিকে পৌছাইয়া যায়।

অল্পে তুষ্টি- অল্পে তুষ্ট থাকা আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি রাজী থাকারই ফল। আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি রাজী থাকার পর অল্পে তুষ্ট থাকার গুণ অর্জিত হয়।

পার্থিবতা পরিত্যাগ- অল্পে তুষ্ট থাকার পর পার্থিবতা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। পার্থিবতা পরিত্যাগ করার তিনটি স্তর রহিয়াছে-

প্রথম স্তর- দুনিয়ার পরিচয় লাভ করিয়া পরিত্যাগ করা।

দ্বিতীয় স্তর- প্রভুর সেবা অতঃপর তাহার প্রতি আদব রক্ষা করা।

তৃতীয় স্তর- আখেরাতের আসক্তি। অতঃপর আখেরাতের অনুসন্ধান।

হেকমতের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী চারটি বিষয়

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-অন্তরে হেকমত (বিজ্ঞতা) আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়। যাহার অন্তরে চারটি বিষয় রহিয়াছে, তাহার অন্তরে হেকমত স্থায়ী হয় না।

(১) পার্থিবতার দিকে আসক্তি। (২) আগামীকালের চিন্তা।

(৩) কোন মানুষের প্রতি হিংসা। (৪) নেতৃত্বের লোভ।

অতঃপর তিনি বলেন- প্রত্যেক বুদ্ধিমানের তিনটি কার্য্য অবশ্যই করা উচিত।

(১) দুনিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করার পূর্বে দুনিয়াকে তাহার পরিত্যাগ করা।

(২) কবরে প্রবেশ করার পূবে কবরের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

(৩) স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে তাহাকে সন্তুষ্ট করা।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু -এর বাণী

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে ছয়টি গুণ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে- সে জান্নাতে প্রবেশ করার, আর জাহান্নাম হইতে বাঁচিবার চেষ্টা পরিপূর্ণ করিয়াছে।

(১) আল্লাহর পরিচয় লাভ করিয়া তাহার ইবাদতে লাগিয়া গিয়াছে।
(২) শয়তানকে চিনিতে পারিয়া তাহার বিরোধিতায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।
(৩) সত্য বুঝিতে পারিয়া ইহার অনুসরণে লাগিয়া গিয়াছে।
(৪) বাতিলের হাকীকত বুঝিয়াছে। আর ইহা হইতে পরিপূর্ণভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে।
(৫) দুনিয়াকে চিনিয়াছে, আর ইহা পরিত্যাগ করিয়াছে।
(৬) আখেরাতের চিন্তায় ও অনুসন্ধানে লিপ্ত রহিয়াছে।

বদবখতীর (দুর্ভাগ্যের) চারটি নিদর্শন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুকে বলিলেন যে, দুর্ভাগ্যের নিদর্শন চারটি।

(১) চোখের অশ্রুপাত বন্ধ হইয়া যাওয়া। (২) দিল (অন্তর) শক্ত হইয়া যাওয়া। (৩) ধন সম্পদের মহব্বত। (৪) আশা-আকাংক্ষার বৃদ্ধি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন যে, যদি দুনিয়ার মর্যাদা আল্লাহর কাছে মাছির পালকের সমানও হইত, তাহা হইলে কাফেররা এক ঢোক পানিও পাইত না।

দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা

হযরত আব্দুর রহমান বিন ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তখন কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি ছিল। প্রত্যুষে এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা ও খরকুটা ফেলার স্থানের নিকটে ফজরের নামায আদায় করিলাম। সেখানে তিনি একটি আধামরা ছাগলের বাচ্চা দেখিতে পাইলেন। ছাগল ছানার চামড়ায় পোকা ধরিয়াছিল। তিনি তাহা দেখিয়াই সওয়ারী থামাইয়া দিলেন আর সাহাবাদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন- দেখ! এই সম্প্রদায়ের লোকজনের কাছে এই ছাগল ছানাটি কত ঘৃণার পাত্র। অথচ ছাগল ছানা তাহাদের প্রিয় সম্পদ। অতঃপর তিনি বলিলেন- যে রবের হাতে আমার জীবন ঐ রবের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, দুনিয়া আল্লাহ পাকের কাছে এই ছাগল ছানা অপেক্ষা অধিকতর নিন্দিত ও ঘৃণিত।

মুমিনের জেলখানা আর কাফেরের বেহেশত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দুনিয়া মুমিনের জেলখানা, কবর তাহার দুর্গ, জান্নাত হইল তাহার বাসস্থান। পক্ষান্তরে দুনিয়া কাফেরের জন্য জান্নাত, কবর জেলখানা আর জাহান্নাম তাহার বাসস্থান।

ব্যাখ্যাঃ দুনিয়াতে মুমিন ব্যক্তি যতই সুখে জীবন যাপন করুক না কেন ইনতিকালের সময়, জান্নাতে তাহার বাসস্থান এবং ইহার নেয়ামত সমূহ দেখিয়া দুনিয়া জেলখানা বলিয়া মনে করিবে। আর কাফের দুনিয়াতে অশেষ কষ্টে ও অভাবে জীবন যাপন করিবার পরও জাহান্নামের তুলনায় দুনিয়াকে বেহেশত মনে করিবে।

শস্যদানা জান্নাতে আর তুষ জাহান্নামে

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন- দুনিয়া আল্লাহ পাকের শস্য ক্ষেত্র, মানুষ হইল বীজ, আর মৃত্যু কাঁচি। মালিকুল মওত হইলেন শস্য কর্তন কারী। কবর কর্তিত শস্য রাখার স্থান, আর হাশরের ময়দান শস্য মাড়ানোর স্থান। জান্নাত আর জাহান্নাম গুদাম। শস্য দানাগুলি জান্নাতে রাখা হইবে। আর তুষ জাহান্নামে রাখা হইবে।

হযরত লোকমান স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন- হে বৎস! দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র। অগণিত মানুষ ইহাতে ডুবিয়া রহিয়াছে। তুমি আল্লাহর ভয়কে নিজের জন্য জাহাজ বানাইয়া লও। (যাহাতে ডুবিয়া যাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাও আর গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পার)।

আমলের নৌকা কত মজবুত

সমুদ্রতুল্য দুনিয়াতে নেক আমল হইল নৌকা তুল্য। আর তাওয়াক্কুল এই নৌকার ছাদ। আল্লাহর কিতাব হইল পথ প্রদর্শক। কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হইতে বাঁচিয়া থাকা নৌকার রশি। মৃত্যু সমুদ্রের তীর। হাশরের ময়দান গন্তব্য স্থান। আর আল্লাহ পাক হইলেন, এই নৌকার মালিক।

এই দুনিয়া কত কুশ্রী?

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে এক বুড়ীর আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে। ইহার মাথার কেশ আধা পাকা হইবে। চক্ষুদ্বয় নীল বর্ণের। আর দাঁতগুলো মুখের বাহিরে আসিয়া পড়িবে। এত অধিক কুশ্রী আকার ধারণ করিবে যে ইহাকে যে ব্যক্তি দেখিতে পাইবে সেই ঘৃণা করিতে থাকিবে। তখন দুনিয়া মানুষের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে। (কিন্তু মানুষ তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিবেনা) তখন লোকজনকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, এইটা কে? তোমরা চিনিতে পারিয়াছ কি?

লোকজন বলিবে- হে প্রভু! আমরা ইহা চিনি না। তখন তাহাদেরকে বলা হইবে যে, এইটাই তোমাদের প্রিয় দুনিয়া। যাহা লইয়া তোমরা অহংকার করিতে আর পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করিতে। অতঃপর দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দুনিয়া বলিবে- হে আল্লাহ! আমার বন্ধুরা এবং আমাকে যাহারা ভালবাসিত তাহারা কোথায়? তখন তাহাদেরকেও ইহার সাথে দিয়া দেওয়া হইবে।

সতকর্তা

শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে না। বরং দুনিয়া পুজারীদের লজ্জিত করিবার জন্য ইহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন মুর্তি পুজারীদের লজ্জা দানের উদ্দেশ্যে মুর্তিগুলো জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। অতএব বুদ্ধিমান লোকদের উচিত এখান থেকে দুনিয়াকে বুঝিয়া লওয়া যেন শুধু প্রয়োজন মাফিক দুনিয়া ব্যবহার করে আর অবশিষ্ট সময় ও শক্তি যেন আখেরাত সুন্দর করার জন্য ব্যয় করে। দুনিয়ার সাথে অন্তর যেন এতটুকু না লাগায় যাহা আখেরাত ভুলাইয়া দেয়।

আল্লাহ পাকের এমন কতক বুদ্ধিমান বান্দা রহিয়াছেন, যাহারা ফেতনার ভয়ে দুনিয়া বর্জন করিয়াছেন। তাহারা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিয়াছেন যে, ইহা জীবিত মানুষের ঘর নহে। তাহারা দুনিয়াকে গভীর সমুদ্র মনে করিয়াছেন। আর নেক আমলকে নৌকা বলিয়া মনে করিয়াছেন।

তোমাদের ব্যাপারে আশ্চর্য

হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন- তোমাদের ব্যাপারে আশ্চর্য্য হইলাম যে তোমরা দুনিয়া অর্জনের জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছ। অথচ তোমাদের কিসমতে যে রিযিক বন্টিত হইয়াছে, তাহা যে কোন অবস্থায় তোমাদের কাছে পৌছিবে। আর

আখেরাতের জন্য সামান্য পরিশ্রমও করিতেছ না। অথচ আমলের পরিশ্রম ব্যতীত সেখানে রিযিক মিলিবে না।

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ফল

হযরত আবু উবায়দা রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ফলে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

(১) এমন ব্যস্ততা যাহা কখনও শেষ হয় না। (প্রত্যেক ব্যবসায়ীর এই সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রহিয়াছে)।

(২) এমন আশা আকাংক্ষা যাহার শেষ নাই। (এই ধরনের আশা আকাংক্ষা পূরণ হওয়ার পূর্বেই আকাংক্ষাকারী কবরে চলিয়া যায়।)

(৩) এমন লোভ লালসা যাহা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। (ইহা এমন এক প্রকার লোভ যাহা মানুষকে এমনভাবে বরবাদ করে যে, শেষ পর্যন্ত তাহাকে বেকার করিয়া ছাড়ে)।

অনুসন্ধানকারী ও উদ্দেশ্য

দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই, অনুসন্ধানকারীও হয় আবার উদ্দেশ্যও হয়। যে ব্যক্তি আখেরাতকে স্বীয় উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করে তখন দুনিয়া তাহাকে অনুসন্ধান করিতে থাকে। এমনকি অপমানিত ও অপদস্থ হইয়া তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়ে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করে- তখন আখেরাত তাহার অনুসন্ধানকারী হইয়া এই ফিকিরে লাগিয়া যায় যে, সে কখন সুযোগ পাইবে আর মৃত্যুর মাধ্যমে তাহাকে চুরমার করিয়া দিবে।

কত বিস্ময়কর এই কথা

আবু হাযেম বলিতেন- আমি দুনিয়াকে দুইভাবে বিভক্ত পাইয়াছি। একভাগ এমন যাহা আমার জন্য, যে কোন অবস্থায় তাহা আমার কাছে পৌছিবে। অন্য কাহারো কাছে যাইতে পারিবেনা।

দ্বিতীয়ভাগ এমন যাহা আমার জন্য নয়, অন্যের জন্য। আমি কোন প্রকারে তাহা লাভ করিতে পারিবনা। এই ভাগ যাহার জন্য নির্ধারিত সেই উহা লাভ করিবে। এখন বল- আমি ইহাদের মধ্যে কোনটির জন্য আমার জীবণ ব্যয় করিব?

অনুরূপভাবে আমাকে দুইটি জিনিষ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদের দুইটি পর্যায়। জিনিষ দুইটি আমার আগেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অথবা আমি এইগুলো অন্যের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

এখন বল! ইহাদের মধ্যে কোন জিনিষগুলোর জন্য আমি স্বীয় প্রতিপালকের অবাধ্য হইব।

ইহার কি কোন উদাহরণ হইতে পারে?

হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু অসুস্থ ছিলেন। হযরত সা'দ

রাদিআল্লাহু আনহু তাহাকে দেখিবার জন্য গেলেন। তাহাকে দেখিয়া হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু কাঁদিতে লাগিলেন।

হযরত সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু ভাবিয়াছিলেন যে, হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু মৃত্যুর ভয়ে কাঁদিতেছেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-আপনি কাঁদিতেছেন কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- মৃত্যুর ভয়ে বা দুনিয়ার লোভে কাঁদিতেছি না বরং আমি এই জন্য কাঁদিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকলকে মুসাফিরের ন্যায় জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়াছেন। আর আমার আশে পাশে অনেক মাল সম্পদ বিদ্যমান রহিয়াছে। (সুতরাং কিয়ামতের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সামনে কিভাবে মুখ দেখাইব?) তখন তাঁহার কাছে (কাপড় ধৌত করিবার) একটি টব, একটি বড় পেয়ালা এবং একটি বদনা ছিল।

হযরত সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু তাঁহার কথা শুনিয়া খুব প্রভাবান্বিত হইলেন আর বলিলেন- আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন- বিশেষ করিয়া তিন স্থানে আল্লাহর নাম স্মরণ করিবেন।

(১) কোন কার্যের বিচার নিয়ত করার সময়।

(২) বিচার করার সময় (যাহাতে ইনসাফের সাথে বিচার করিতে পারেন।)

(৩) কসম পুরা করিবার সময়। (যাহাতে কসম ভঙ্গ করার সুযোগ না হয়।)

দুনিয়া ত্যাগী কে?

কোন এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সর্বাপেক্ষা অধিক দুনিয়া ত্যাগী কে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যে ব্যক্তি কবরস্থানকে এবং নিজে জরাজীর্ণ হওয়াকে ভুলিয়া না যায়। দুনিয়ায় অতিরিক্ত সাজ সৌন্দর্য পরিত্যাগ করে। আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়। নিজকে মৃতদের মধ্য গণ্য করে।

চারটি বিষয় কোথায় পাওয়া যায়?

একজন বিজ্ঞ লোক বলেন- আমি চারটি বিষয় চারস্থানে অনুসন্ধান করিয়াছি। কিন্তু পাই নাই বরং অন্য স্থানে পাইয়াছি।

(১) মুখাপেক্ষীহীনতা সম্পদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু সবর ও ধৈর্য ধারনের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইয়াছি।

(২) সম্পদের প্রাচুর্যের মধ্যে শান্তি অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু সম্পদের স্বল্পতার মধ্যে তাহা পাইয়াছি।

(৩) মাখলুকের কাছে সম্মান ও মর্যাদা অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তাকওয়ার মধ্যে পাইয়াছি।

(৪) পানাহারের দ্রব্যে নেয়ামত তালাশ করিয়াছি কিন্তু সেদিক থেকে চোখ বন্ধ করার মধ্যে এবং ইসলামের মধ্যে পাইয়াছি।

দুনিয়ার ফিকির এবং তিন শাস্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে ঘুম থেকে এই অবস্থায় জাগ্রত হয় যে, তাহার উপর দুনিয়া অর্জনের চিন্তা প্রাধান্য থাকে। শাস্তি হিসাবে তিনটি অবস্থা তাহার জন্য অপরিহার্য করিয়া দেওয়া হয়।

(১)এমন চিন্তা যাহা কখনও শেষ হইবে না।

(২) এমন ব্যস্ততা যাহা থেকে কখনও অবসর পাইবে না।

(৩) অভাব অনটন।

খুব মুল্যবান একটি উক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলিতেন-প্রত্যেক ব্যক্তিই সকাল বেলা মেহমান হয় এবং তাহার সম্পদ তাহার হাতে আমানত স্বরূপ থাকে। মেহমানকে তো অবশ্যই চলিয়া যাইতে হইবে আর যে কোন অবস্থায় তাহার হাতে রক্ষিত আমানতও ফেরত দিতে হইবে।

নেকী-বদীর চাবি

ফুযাইল বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- সমুদয় অপকৃষ্টতাকে একটি ঘরে রাখিয়া তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তালা খোলার চাবি হইল দুনিয়ার মহব্বত। অনুরূপভাবে সমুদয় মঙ্গল ও কল্যাণ অন্য একটি ঘরে রাখিয়া তালাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তালা খোলার চাবি হইল দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি।

মানুষ কত ভুল চিন্তা করে

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বাণী বর্ণনা করেন- আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি আমার মুমিন বান্দার জন্য সম্পদের দরজা খুলিয়া দেই, তখন সে খুব খুশী হয়। অথচ তাহার খবর নাই যে, এই সম্পদের প্রাচুর্য তাহাকে আমার থেকে দূর করিয়া দেয়। আবার যখন মুমিন বান্দার সম্পদ হ্রাস করিয়া দেই- তখন সে চিন্তা যুক্ত হইয়া পড়ে, অথচ তাহার এই অবস্থা তাহাকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দেয়।

কে হালকা আর কে ভারী?

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু-এর হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- হে আবু যর! তোমাদের সম্মুখে একটি ঘাটি রহিয়াছে, যাহা অতিক্রম করা খুব কষ্ট। সেই ঘাটি ঐ ব্যক্তিই অতিক্রম করিতে পারিবে যে হালকা হয়। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কাছে আজকের খাদ্য মওজুদ আছে কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- আগামীকালের তিনি

বলিলেন- হ্যাঁ। আগামীকালেরও আছে।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- আগামী পরশু দিনেরও ব্যবস্থা আছে? তিনি বলিলেন, না। পরশু দিনের ব্যবস্থা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তুমি হালকা। যদি পরশুদিনের খাদ্যও তোমার কাছে মওজুদ থাকিত, তাহা হইলে তুমি ভারী বলিয়া গণ্য হইতে।

বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণের ফযীলত

সারগর্ভ মুলক কথা

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেনঃ হে বৎস! আমি কি তোমাকে এমন সব কথা শিক্ষা দিব, যাহা দ্বারা তুমি লাভবান হইবে?

(১) আল্লাহর (অর্থাৎ তাঁহার দ্বীন ও তাঁহার প্রদত্ত আহকামের) হেফাজত করিও তিনি তোমাকে হেফাজত করিবেন। তুমি সর্বদা তাহাকে (সাহায্যের জন্য) নিজের সম্মুখে পাইবে।

(২) সুখী ও বিপদমুক্ত থাকা অবস্থায় তাহাকে স্মরণ করিও। তাহা হইলে অস্থিরতা ও বিপদগ্রস্থ অবস্থায় তিনি তোমাকে স্মরণ করিবেন।

(৩) শুধু তাঁহার কাছেই প্রার্থনা কর। শুধু তাঁহার কাছে সাহায্য চাও। যাহা কিছু হইবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া কলম শুস্ক হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ পাক তোমার তকদীরে যাহা লিখেন নাই, যদি সমগ্র বিশ্ব একত্রিক হইয়া তোমাকে এই ব্যাপারে কোন উপকার করিতে ইচ্ছা করে বা তোমার কোন ক্ষতি করিতে ইচ্ছা করে, তখন সমগ্র বিশ্ব অক্ষম হইয়া পড়িবে।

(৪) আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী হও। আর এই কথা জানিয়া রাখ যে, অপছন্দ বিষয় সমূহের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করিবার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।

ধৈর্যের পর সাহায্য আসে। কষ্টের পর সুখ আসে। আর অভাবের পর স্বাচ্ছন্দ্যতা আগমন করে।

দুই এবং দুই আরও এক

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হে মানুষ! আমার নিকট হইতে পাঁচটি কথা শিক্ষা করিয়া লও। দুই এবং দুই অতঃপর আরও একটি-

(১) খবরদার! তোমাদের প্রত্যেকে যেন শুধু পাপ কার্য থেকে ভয় পায়।

(২) আল্লাহ পাক ব্যতীত যেন অন্য কাহারো নিকট হইতে কোন কিছু পাওয়ার আশা না করে।

(৩) অজ্ঞ ব্যক্তি ইলেম শিক্ষা করিতে যেন লজ্জিত না হয়।

(৪) যখন কাহারও নিকট কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় আর সে তাহা জানে না।

তখন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি এই কথা বলিতে যেন লজ্জাবোধ না করে যে, আমি জানি না।

(৫) ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, সমুদয় কার্যের তুলনায় ধৈর্য ধারণের মর্যাদা এমন যেমন সমস্ত দেহের তুলনায় মাথার মর্যাদা।

ফকীহ কে?

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- তোমরা কি জান যে, ফকীহ কে?

যে অন্যকে আল্লাহর রহমত (অনুগ্রহ) থেকে নিরাশ করে না এবং তাঁহার আযাব থেকে কাহাকেও অভয় দেয় না আর মানুষের সামনে আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে সুন্দর রূপ দেয় না- সে ব্যক্তিই হইল বাস্তবিক পক্ষে ফকীহ। আল্লাহ পাক যতক্ষণ পর্যন্ত ফয়সালা না করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার আল্লাহ প্রেমিকও জান্নাতে যাইতে পারিবেন না, আর গোনাহগারও জাহান্নামে যাইবে না।

'উম্মতের সর্বোত্তম লোকটিও আল্লাহর আযাব থেকে অভয় হইতে পারে না, আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিটিও তাহার রহমত থেকে নিরাশ হইতে পারে না।'

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ -

'ধ্বংসে নিপতিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় থাকে না। আর কাফের ব্যতীত অন্য কেহ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।'

বিপদাপদ খারাপ বলিয়া ধারণা করিও না

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ধন সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে আর আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- ঐ বান্দার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই যে বিপদাপদে পতিত হয় নাই। যদি আল্লাহ পাক কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাহাকে বিভিন্ন বিপদাপদ ও অস্থিরতায় লিপ্ত করিয়া দেন যাহাতে সে ইহাতে ধৈর্য ধারণ করিয়া উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে। হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি শাসনকর্তার অত্যাচারে মারা যায় সে শহীদ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহ পাক কোন কোন বান্দাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতে ইচ্ছা করেন- কিন্তু তাহার আমলের মধ্যে ত্রুটি থাকার কারণে সে ঐ মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে না। তখন আল্লাহ পাক তাহাকে দৈহিক বিপদাপদে ও কষ্টে জড়িত করিয়া দেন, যাহাতে সে ব্যক্তি ইহাতে ধৈর্যধারণ করিয়া ঐ মর্যাদা অর্জন করিতে পারে।

দৈহিক কষ্ট ও রহমত

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ -

অর্থ ঃ যে ব্যাক্তি বদ আমল করিবে তাহাকে উহার শাস্তি দেওয়া হইবে।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর খুশী হওয়ার সুযোগ কোথায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তোমরা কি কখনও অসুস্থ হওনা? তোমাদের কি কোন বিপদাপদ আসে না? তোমরা কি কখনও বিষন্ন হওনা? এই সকল কষ্টের বিনিময়েও আল্লাহ পাক বান্দার গোনাহ মাফ করিয়া দেন (অর্থাৎ এই সকল কষ্ট ও বদ আমলের শাস্তি)।

এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক আমার প্রতি এমন এক আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন- যাহা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে তাহা অপেক্ষাও উত্তম। মহান আল্লাহ পাক বান্দাকে দুই বার (অর্থাৎ দুনিয়াতে ও পরকালে) শাস্তি দেওয়া, তাঁহার শানের পরিপন্থী।

বিপদাপদের অবস্থায় হতবুদ্ধি হইবে না।

হযরত খাব্বাব বিন আরত রাদিআল্লাহু আনহু একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহের ছায়াতে বসিয়াছিলেন। (তিনি হাটুদ্বয় খাড়া করিয়া, হাটু আর পিঠ চাদর দ্বারা বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন। কারণ এই ধরনের বসা অধিক আরামদায়ক হয় আর ইহাতে বিনয়ও অধিক প্রকাশ পায়)। তিনি তথায় আসিয়াই বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সাহায্যের দোয়া করেন না? (যাহাতে মক্কার কাফেরদের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?) এই কথা শ্রবণ করার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোজা হইয়া বসিলেন, তখন তাহার মুখমন্ডল লাল হইয়া গিয়াছিল, তিনি বলিলেনঃ তবে কি তোমাদের জানা নাই যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে কি পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হইয়াছে? মাটিতে গর্ত খনন করিয়া মানুষকে সেই গর্তে পুতিয়া রাখা হইত। আর করাত দ্বারা তাহাকে টুকরা করিয়া দেওয়া হইত। এতদ্বসত্বেও দ্বীন সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে কোনরকম পিছটান বা নমনীয়তা সৃষ্টি হইত না।

সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ জান্নাতের দিকে সর্ব প্রথম ঐ সকল লোকদিগকে আহবান করা হইবে যাহারা সুখে দুঃখে উভয় অবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিত।

ফায়দাঃ বান্দার সর্ব প্রকার বিপদাপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা উচিত। আর এই কথা বুঝা উচিত যে, এখন সে যে কষ্টে পতিত হইয়াছে- তাহা পরকালের কষ্ট অপেক্ষা অনেক কম। আল্লাহ পাক জাগতিক জীবনের কষ্ট দ্বারা পরকালীন কষ্ট দূরীভূত করেন। সুতরাং সে যেন ইহার বিনিময়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। যদি ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়, তাহা হইলে কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে, যে কষ্ট দিয়াছিল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরূপে ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন। সেদিকে যেন দৃষ্টিপাত করে।

কাফেরদের জন্য বদদোয়া করা

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহর নিকটে নামায পড়িতেছিলেন। আবু জেহেল তাহার সাথী সঙ্গীসহ তথায় বসিয়াছিল। পার্শ্বেই একস্থানে একটি উটের নাড়ীভূড়ি পড়িয়াছিল। আবু জেহেল বলিল- মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সিজদা করিবেন তখন কে এই নাড়ীভূড়ি গুলি তাহার কোমরের উপর রাখিয়া আসিতে পারিবে? এক বদবখত উঠিল এবং এই কার্যটি করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাড়ীভূড়ির বোঝার চাপে সিজদা থেকে উঠিবার শক্তি পাইতেছিলেন না। এই অবস্থা দেখিয়া এই বদবখতেরা হাসিতেছিল।

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম যে, যদি আমার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমি তাহা সরাইয়া দিতাম। এমতাবস্থায় কেহ হয়তোবা হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহাকে, এই সম্পর্কে অবগত করিয়াছিল। তিনি দৌড়াইয়া আসিলেন এবং নাড়ীভূড়ি সরাইলেন আর কাফেরদের গালমন্দ করিলেন। নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বদবখতগুলির জন্য বদদোয়া করিলেন। বদদোয়া শুনিয়া কাফেররা ভয় পাইল এবং হাসাহাসি বন্ধ করিয়া দিল। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন যাহাদের নাম ধরিয়া ধরিয়া বদদোয়া করিয়াছিলেন- আমি তাহাদের সকলকেই বদরের যুদ্ধে লাশ হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

পার্থিব জীবনের কষ্ট এবং গোনাহ মাফ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- কোন নবী আল্লাহ পাককে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি আপনার অনুগত মুমিন বান্দাগিগকে পার্থিব ধনসম্পদ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, আর বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে নাফরমান কাফের ও মুশরিকদের অগণিত নেয়ামত দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ হইতেও হেফাজত করিয়াছেন। (এ সব কিছুর পিছনে কি রহস্য রহিয়াছে?)

আল্লাহপাক বলেন- বান্দাও আমার, আবার বিপদাপদও আমিই প্রদান করি। (যাহাকে ইচ্ছা বিপদে নিমজ্জিত করি আবার যাহাকে ইচ্ছা বিপদ থেকে পরিত্রাণ দেই।)

মুমিন বান্দাদিগকে পার্থিব ধন সম্পদ হইতে বঞ্চিত করি এবং তাহাদেরকে বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদে লিপ্ত করি- যাহাতে ইহা দুনিয়াতেই তাহাদের গোনাহের জন্য কাফ্ফারা হইয়া যায় এবং পরকালে তাহাদের সৎ কর্মের পুরাপুরি বিনিময় লাভ করে। আর কাফেরদেরকে পার্থিব নিয়ামত সমূহ দান করি ও তাহাদেরকে

বিপদাপদ মুক্ত রাখি, যাহাতে কিয়ামতের দিনে তাহাদের কুফুরীর ও বদ আমলের পুরাপুরি শাস্তি দেওয়া যায়।

হায়! যদি আমাদের দেহও কেচি দ্বারা কাটা হইত

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যখন আল্লাহ পাক কোন বান্দার মঙ্গল করিতে এবং তাহাকে অমঙ্গল ও অকল্যাণ হইতে বাঁচাইতে ইচ্ছা করেন। তখন তিনি তাহাকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদে ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত করেন।

বান্দা যখন দোয়া করার সময় "ইয়া আল্লাহ" বলে। তখন ফিরিশতাগণ বলেন যে- এই আওয়াজ তো আমাদের পরিচিত। অতঃপর বান্দা যখন দ্বিতীয়বার আল্লাহকে আহবান করে, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে উত্তর আসে আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করিব। তুমি যাহা চাহিবে- আমি তোমাকে তাহাই প্রদান করিব। অথবা তাহা না দিয়া উহার বিনিময়ে তোমাকে কোন বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিব এবং তোমার জন্য আমার কাছে এমন বিষয় জমা করিয়া রাখিব যাহা তোমার প্রার্থনীয় বিষয় অপেক্ষা অনেক উত্তম। কিয়ামতের দিনে নেককারদের আমল মাপিয়া ফয়সালা করা হইবে আর তাহাদের আমলের বিনিময় দেওয়া হইবে। অতঃপর বিপদাপদ ও কষ্টক্লেশ সহ্য করনে ওয়ালাদিগকে আহবান করা হইবে। দুনিয়াতে তাহাদের উপর যেভাবে বিপদাপদের বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছিল, অনুরূপভাবে এখন তাহাদের উপর রহমতের বৃষ্টি হইতে থাকিবে।

হিসাব নিকাশ ব্যতীত তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হইবে। দুনিয়াতে যাহারা সুখী জীবন যাপন করিতেছিল, তাহারা তখন তাহাদের অবস্থা দেখিয়া আকাংক্ষা করিতে থাকিবে যে, হায়! যদি আমার শরীরও কেচি দিয়া কাটা হইত!

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

অর্থঃ ধৈর্যধারণকারীদিগকে অগণিত প্রতিদান ও সওয়াব প্রদান করা হইবে।

চার প্রকারের মোকাবিলায় অপর চার প্রকার

কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক চার প্রকার লোককে অপর চার প্রকার লোকের বিরুদ্ধে দলীল হিসাবে খাড়া করিবেন।

(১) সম্পদশালীদের মোকাবিলায় হযরত সুলায়মান (আঃ) কে উপস্থিত করা হইবে। কোন সম্পদশালী যখন ওযর পেশ করিতে থাকিবে যে, দুনিয়াতে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততার কারণে সে আল্লাহ পাকের ইবাদত করার সুযোগ পায় নাই। তখন তাহাকে বলা হইবে (তুমি মিথ্যুক)। সুলায়মান (আঃ) তোমার অপেক্ষা অধিক সম্পদশালী ছিলেন। কিন্তু তাহার সম্পদ এবং শাসন কার্যের দায়িত্ব তাহাকে আমার ইবাদত থেকে বিরত রাখিতে পারে নাই।

(২) দাসদের মোকাবিলায় হযরত ইউসুফ (আঃ) কে উপস্থিত করা হইবে। দাস বলিবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দুনিয়াতে যাহার দাস বানাইয়াছিলেন, তাহার দাস হিসাবে থাকার কারণে আমি আপনার ইবাদত করিবার সুযোগ পাই নাই। তাহাকে বলা হইবে- তুমি মিথ্যা বলিতেছ। যদি দাসত্ব ইবাদতের পথে

প্রতিবন্ধক হয়? তাহা হইলে ইউসুফ (আঃ) ও তো মিশরে দাস অবস্থায় ছিলেন। তাহার দাসত্ব কেন আমার ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধক হয় নাই।

(৩) দরিদ্রদের মোকাবিলায় হযরত ঈসা (আঃ) কে উপস্থিত করা হইবে। দরিদ্র ব্যক্তি, বলিবে- হে আল্লাহ! আমি কিভাবে আপনার ইবাদত করিব, আপনি তো আমাকে দরিদ্র বানাইয়াছেন। এই দারিদ্রতা না আমাকে দুনিয়াতে কিছু করিতে দিল- না আখেরাতের জন্য কিছু করিতে পারিলাম। তাহাকে বলা হইবে যে, তোমার ওযর বাতিল। তুমি কি আমার বান্দা ঈসা (আঃ) অপেক্ষাও অধিক দরিদ্র ছিলে? তিনি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে আমার ইবাদত করিয়াছিলেন?

(৪) অসুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের মোকাবিলায় হযরত আইয়ুব (আঃ) কে উপস্থিত করা হইবে। রুগ্ন ব্যক্তি বলিবে- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এতগুলি রোগে জড়াইয়া দিয়াছিলেন যে, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তাহাকে বলা হইবে- তুমি মিথ্যুক। আইয়ুব (আঃ)- এর দিকে দেখ, তোমার রোগগুলি কি তাহার রোগ অপেক্ষাও অধিক মারাত্মক ছিল? তিনি তো অবর্ণনীয় কস্ট সহ্য করিয়াও আমার ইবাদত করিতেন। যদি ইবাদত করিবার জন্য তোমার ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে তোমার জন্যও কোন মুশকিল ব্যাপার ছিল না। অতঃপর সকলেই চুপ হইয়া যাইবে।

(উল্লিখিত ঘটনাতে এমন সব ব্যক্তিদের জন্য কত সুন্দর শিক্ষামূলক উপদেশ রহিয়াছে, যাহারা সাধারণ বাহানার দ্বারা ফরয পর্যন্ত ছাড়িয়া দেয়।)

স্ব স্ব পছন্দ

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- মানুষ রোগগ্রস্ত হইলে হতাশ ও ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়ে, আর আমি তাহা পছন্দ করি। যাহাতে আমার গোনাহ মাফ হয়।

মানুষ অভাব অনটনকে ভয় করে। আমি তাহা পছন্দ করি, (কারণ ইহার দ্বারা আমার মধ্যে নম্রতা সৃষ্টি হয়।)

সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে খারাপ মনে করে, কিন্তু আমার কাছে মৃত্যু প্রিয়। কারণ ইহার মাধ্যমেই প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ হয়।

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তির তিনটি গুণ অর্জিত হইয়াছে, তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জিত হইয়াছে।

(১) আল্লাহ পাকের ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।
(২) বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা।
(৩) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও দোয়া করা।

ব্যাখ্যাঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে উল্লিখিত গুণাবলী সাধারণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাদের প্রত্যেকটি সম্পদ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অফুরন্ত ভান্ডার।

হে আশেক! কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হও

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বালম্বি শুইয়া ছিলেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি কোন প্রকার অসুবিধা বোধ করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন -"হ্যাঁ, আমি ক্ষুধার্ত।"

লোকটি এই কথা শুনিয়া বিচলিত হইয়া সাথে সাথে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া অন্য এক ব্যক্তির জমি পানি দ্বারা ভিজাইয়া দেওয়ার মজদুরী গ্রহণ করিল। প্রতি বালতি পানি বহনের পারিশ্রমিক হিসাবে একটি একটি করিয়া খেজুর লাভ করিল। অবশেষে খেজুরগুলি লইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- সম্ভবতঃ তুমি আমার মহব্বতে এতটুকু করিয়াছ? সে জবাব দিল- হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শুধু আপনার মহব্বতেই এইরূপ করিয়াছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ তাহা হইলে, বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমাকে যে ব্যক্তি মহব্বত করে তাহার প্রতি বিপদাপদ এইভাবে আসিতে থাকে, যেভাবে পাহাড়ের উপর হইতে পানি গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

পার্থিব নেয়ামতের ধোকায় পড়িও না

হযরত ওকবা বিন আমের রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ "যদি তোমরা কোন ব্যক্তিকে এমন দেখ যে, আল্লাহ পাক তাহাকে স্বীয় পছন্দনীয় কোন কিছু দান করার পরও সে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহা হইলে বুঝিয়া নিবে যে, ইহা তাহার প্রতি আল্লাহর পুরস্কার নয় বরং আল্লাহ পাক তাহাকে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ঢিল দিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا
فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ -

অর্থঃ তাহাদিগকে যে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা যখন তাহারা ভূলিয়া গেল, তখন আমি তাহাদের জন্য সব কিছুর দরজা খুলিয়া দিলাম। এমন কি তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা পাইয়া যখন তাহারা খুশী হইয়া গেল, তখন অকস্মাৎ আমি তাহাদিগকে ধরিলাম। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল।

সওয়াবের খাযানা

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করিল যে- কোন্ ব্যক্তির প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক বিপদাপদ নামিয়া আসে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- নবীগণের প্রতি। অতঃপর নেককার ব্যক্তিদের প্রতি। অতঃপর ঐ সকল ব্যক্তিদের প্রতি যাহারা তাহাদের অধিকতর নিকটবর্তী হয়। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি যত অধিক পরহেজগার ও মুত্তাকী হইবে- সে ততোধিক বিপদাপদে পতিত হইবে)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন যে, চুপেচুপে কাহাকেও না জানাইয়া দান- সদকা করা আর বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করা হইল ছওয়াবের খাযানা।

নবীগণের এবং নেককারগণের পথ

হযরত ওহাব বিন মোনাব্বা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি কোন এক হাওয়ারীর গ্রন্থে এই কথা লিখিত পাইয়াছি যে, হে মানুষ! যদি তোমাদের প্রতি সাংঘাতিক বিপদ আসিতে থাকে, তাহা হইলে খুশী হও; কারণ ইহা নবীগণের ও নেককারগণের পথ। তোমাকে এই পথে চালানো হইতেছে।

আর যদি তোমরা সুখ সম্পদের অধিকারী হও তাহা হইলে ক্রন্দন করা উচিত। কেননা তোমাকে তাহাদের পথ হইতে হটানো হইয়াছে।

অভাব অনটন সত্বেও খুশী হওয়া

একদা হযরত ফাতাহ মুসলী রহমতুল্লাহি আলাইহি -এর পরিবার পরিজন খুব অভাব অনটনে পড়িয়াছিল। তখন তিনি আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করিতে শুরু করিলেন- হে আল্লাহ! যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, আমার কোন্ আমলের ফলে অভাব অনটনের এই নিয়ামত অর্জিত হইয়াছে- তাহা হইলে আমি ঐ আমলটি আরও অধিক করিতাম।

ব্যাখ্যাঃ তবে ইহার অর্থ এই নহে যে, অভাব অনটনের জন্য দোয়া করা ঠিক হবে। বরং সর্বদা সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের জন্য দোয়া করা উচিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিতে পাইলেন যে, এক ব্যক্তি সবরের জন্য দোয়া করিতেছে। তখন হুজুর তাহাকে বলিলেন- তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদাপদের প্রার্থনা করিতেছ। (কেননা সবর করার তখনই প্রয়োজন হয় যখন কোন বিপদ আসে)। আল্লাহর কাছে সুখ স্বাচ্ছন্দ প্রার্থনা কর। তবে যদি আল্লাহর পক্ষ হইতে কোনরূপ অভাব অনটন আসে বা কোন প্রকার রোগ শোক দ্বারা আক্রান্ত হও; তাহা হইলেও অস্থির হইও না এবং আপত্তি উত্থাপন করিও না, বরং এই আশায় খুশী থাক যে ইহার বিনিময়ে আল্লাহ পাক গোনাহ মাফ করিবেন এবং আখেরাতের নেয়ামত দান করিবেন।

জনৈকা বাহাদুর নারী

হযরত মুসলিম বিন ইয়াসার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি একদা বাহরাইন গিয়াছিলাম। সেখানে এক রমণী আমাকে দাওয়াত করিয়াছিল। রমণী সম্পদশালিণী ছিল, তাহার কয়েকটি পুত্র সন্তান ছিল এবং অনেক দাস-দাসী ছিল, কিন্তু তাহাকে চিন্তা মগ্ন দেখা যাইতেছিল। আমি চলিয়া আসার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে আমাকে বল; রমণী বলিল, আপনি পুনরায় এই এলাকায় আসিলে আমার এখানে অবস্থান করিবেন বলিয়া আশা রাখি। কয়েক বৎসর পর আমি পুনরায় ঐ এলাকায় গমন করিলাম। একদিন ঐ রমণীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তখন অবস্থার বিরাট পরিবর্তন অনুভব করিলাম। তাহার সন্তানদিগকে পাইলাম না এবং তাহার কোন দাস-দাসীও দেখিতে পাইলাম না। এমন কি তাহার ধন সম্পদের নিদর্শনও দেখা

যাইতেছিল না। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ ও নিঃস্ব অবস্থায়ও তাহাকে খুব আনন্দিত ও সুখী মনে হইতেছিল। আমি তাহার কাছে ইহার কারণ জানিতে চাহিলে সে বলিল- আপনি যাওয়ার পর আমার ব্যবসায়ের সমূদয় সম্পদ সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। আর স্থল পথে পরিচালিত ব্যবসায়ের সম্পদ সমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সন্তানাদি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। দারিদ্রতার চাপে দাস-দাসী পলায়ন করিয়াছে। আমি বলিলাম-আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায়ও তুমি কিভাবে খুশী থাকিতে পারিলে?

সে বলিল- প্রথমে আমি এই জন্য বিষন্ন ছিলাম যে, আমার ভয় হইতেছিল, না জানি আল্লাহ পাক আমার নেক কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়া দিয়াছেন কিনা? এখন সমস্ত বিষন্নতা দূরীভূত হইয়াছে, এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমার নেক কাজের বিনিময়ে আখেরাত পাইব। ইহাতেই আমি খুশী।

প্রত্যেক কষ্টই নিয়ামত

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন কোন এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু তাঁহার পরিচিতা এক রমণীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তাহার সাথে কথাবার্তা বলিলেন, অবশেষে রমণী চলিয়া যাইতেছিল আর উক্ত সাহাবী অপলক নেত্রে তাহার দিকে দেখিতেছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ একটি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল, ফলে সাহাবীর মুখমন্ডললের কোন অংশে সামান্য আঘাত লাগিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত হইয়া ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "আল্লাহ পাক যে বান্দার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন- দুনিয়াতেই তাহার গোনাহের শাস্তি দিয়া দেন।"

আশাপ্রদ আয়াত

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন- তোমাদিগকে কি এমন একটি আয়াতের কথা বলিব যাহা সর্বাধিক আশাপ্রদ? তাহারা বলিল- অবশ্যই বলুন। তখন তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন-

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ -

অর্থঃ তোমাদের উপর যে সমুদয় বিপদাপদ আসে; সে সব তোমাদের আমলের কারণে আসে। আর আল্লাহ পাক অনেক গুলো মাফও করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শোকপত্র

হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু- এর পুত্রের মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত শোকপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন-

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষ হইতে মুয়ায বিন জাবালের নামে-

আসসালামু আলাইকুম!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যিনি ব্যতীত কেহ মাবুদ নাই।

আম্মা বাদ!

আল্লাহ পাক তোমাকে এই কষ্টের বিনিময়ে মহান প্রতিদান দান করুন এবং

ইহাতে ধৈর্যধারণ করার ও শুকরিয়া আদায় করিবার তৌফিক দান করুন।

আমাদের জীবনে সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ এই সব কিছু আল্লাহ পাকের মোবারক দান এবং আমানত। আমরা এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত এই সব থেকে ফায়দা লাভ করি মাত্র। আর এক নির্ধারিত সময়ের পর এই আমানত ফিরাইয়া লওয়া হয়। এই সকল নিয়ামত লাভ করিবার সময় শুকরিয়া আদায় করা আর ফিরাইয়া নেওয়ার সময় ধৈর্যধারণ করা প্রতিটি মানুষের জন্য অপরিহার্য।

তোমার পুত্রও আল্লাহ পাকের আমানত হিসাবে তোমার কাছে ছিল। আল্লাহ পাক খুব সন্তুষ্টি ও খুশীর সাথে তোমাকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। আর এখন মহান প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া তাহা ফিরাইয়া লইয়াছেন।

হে মুয়ায! বিচলিত হইওনা! এমন যেন না হয় যে, তোমার কান্নাকাটি সওয়াবকে নষ্ট করিয়া দেয়, ইহার ফলে মৃত ব্যক্তিও ফিরিয়া আসিবেনা আবার তোমার দুঃখও লাঘব হইবে না। "তোমাকেও কাল মরিতে হইবে" এই কথা ভাবিয়া তোমার বিপদ হাল্কা করিবার চেষ্টা কর।

বিপদাপদের শেকায়েত করিবে না

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন-

* যে ব্যক্তি পার্থিব কোন ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়- সে যেন আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হইল।

* যে ব্যক্তি বিপদাপদের শেকায়েত করিল- সে যেন আল্লাহ পাকের শেকায়েত করিল।

যে ব্যক্তি সম্পদের লোভে কোন সম্পদশালীর সামনে বিনয়ী হইল- যেন সে আল্লাহ পাকের দ্বীনের দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করিল।

ব্যাখ্যাঃ বিনয় শুধু আল্লাহর জন্য হওয়া চাই। সম্পদের ন্যায়- ঘৃণিত বস্তুর জন্য কাহাকেও খোশামোদ করা চরম পর্যায়ের অপমান ইহার ফলে দ্বীন নষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করিয়াছে। আর (কুরআন মোতাবেক আমল না করার কারণে) দোজখে গিয়াছে। জানিয়া রাখিবে, আল্লাহ পাক তাহাকে স্বীয় রহমত হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যাঃ কুরআন মানুষকে দোযখ হইতে বাঁচাইয়া জান্নাতে প্রবিষ্ট করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সত্বেও যদি কেহ জাহান্নামে যায়, তাহা হইলে- তাহা কতই পরিতাপের বিষয় হইবে।

তৌরাতের চার লাইন

হযরত ওহাব বিন মোনাব্বা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি তৌরাতের মধ্যে চারটি লাইন দেখিয়াছি-

(১) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের কিতাব পাঠ করিয়াছে। অতঃপর ধারণা করে যে, তাহাকে মাফ করা হইবে না। সে আল্লাহর কিতাবের আয়াতের সাথে ঠাট্টা করিতেছে।

(২) যে ব্যক্তি তাহার উপর আপতিত বিপদের শেকায়াত করে- সে যেন আল্লাহরই শেকায়াত করে।

(৩) পার্থিব সম্পদ অর্জিত হয় নাই বলিয়া, যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় -সে যেন আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তুষ্ট হইল।

(৪) যে ব্যক্তি কোন সম্পদশালীর প্রতি ঝুকিয়া পড়িল- তাহার দ্বীনের দুই তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়া গেল।

ব্যাখ্যাঃ আজকাল মানুষের অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, সাধারণ ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি সকলের অন্তর থেকেই যেন দ্বীন ধ্বংস হওয়ার চিন্তা বিদূরিত হইয়া গিয়াছে।

সবরের সওয়াব বার বার পাওয়া যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- অতীতে কষ্ট পাইয়াছে- এমন কোন কষ্টের কথা মনে করিয়া যখন কোন মুসলমান "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করে- তখন সে ঐ পরিমাণ সওয়াব লাভ করে যে পরিমাণ সওয়াব, সেক্ষেত্রে পাঠ করিবার সময় লাভ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যাঃ এই ভাবে যতবার একই কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া সবর করিবে ততবারই সওয়াব পাইবে।

হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু আনহু -এর এক সুন্দর অভ্যাস

হযরত ওসমান গণী রাদিআল্লাহু আনহু -এর এক অভ্যাস ছিল যে- কোন ঘরে কোন শিশু জন্ম লাভ করিলে, তিনি সপ্তম দিনেই তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতেন। কোন এক ব্যক্তি তাহার এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন- আমি এইরূপ করি যাহাতে আমার অন্তরে শিশুর জন্য মহব্বত সৃষ্টি হয়। অতঃপর যদি শিশুটি মারা যায়- তাহা হইলে আমি অধিক সওয়াব লাভ করিতে পারি।

ব্যাখ্যাঃ যত অধিক আদরের জিনিস নষ্ট হয় আর তাহার উপর ধৈর্যধারণ করা যায় তখন তত অধিক সওয়াব লাভ হইবে।

শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্তনা দেওয়া সুন্নত

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- জনৈক ব্যক্তি একটি শিশু কোলে লইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিশে উপস্থিত হইতেন। হঠাৎ করিয়া ঐ ব্যক্তি, মজলিশে উপস্থিত হওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কয়েকদিন পর্যন্ত মজলিশে অনুপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অবস্থা জানিতে চাহিলেন, উপস্থিত লোকজনদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন- তাহার শিশুটি মারা গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তাহা হইলে সে আমাদিগকে অবগত করিলনা কেন? তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য যাওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কাছে পৌছিয়া তাহাকে খুব চিন্তিত দেখিতে

পাইলেন। ঐ ব্যক্তি বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি এই শিশুটিকে আমার বার্ধক্যের আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন- তাহার এই অকাল মৃত্যুতে তুমি সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য এই কথাটি কি যথেষ্ট নহে? কিয়ামতের দিনে যখন এই শিশুকে জান্নাতে লইয়া যাওয়ার জন্য বলা হইবে- তখন সে বলিবে, হে আল্লাহ! আমার পিতামাতা? তখন তাহাকে বলা হইবে- তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর, তখন সে বলিবে- পিতামাতা ব্যতীত জান্নাতে যাইব না। তখন হুকুম হইবে যে- ঠিক আছে! তোমার পিতামাতাকেও সাথে লইয়া যাও। এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি (মৃত শিশুর পিতা) খুব খুশী হইলেন। আর তাহার সমূদয় চিন্তা দূরীভূত হইল।

ব্যাখ্যাঃ এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে- শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেওয়া সুন্নত।

শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদান করার আর অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়ার সওয়াব

হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের কাছে কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন-

(১) হে আল্লাহ! অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে গেলে কি পরিমাণ সওয়াব হয়? আল্লাহ পাক বলেন- অসুস্থ ব্যক্তিকে যে দেখিতে যায়, সে সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় গোনাহ থেকে মুক্ত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে উল্লেখিত গোনাহ দ্বারা ছগীরা গোনাহ বুঝানো হইয়াছে। অধিকন্তু এই ফল লাভ করিবার জন্য শর্ত হইতেছে- শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া।

(২) জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করিলে কি পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। আল্লাহ পাক বলেন- কাহারও জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করিয়াছে এমন ব্যক্তি যখন ইনতিকাল করে, তখন তাহার জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য এমন কতকগুলি ফিরিশতা প্রেরণ করা হয় যাহারা পতাকা বহন করিয়া কবর পর্যন্ত অতঃপর হাশর পর্যন্ত যায়।

(৩) শোক সন্তপ্ত ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিলে কি পরিমাণ সওয়াব হয়। আল্লাহ পাক বলেন- তাহাকে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নীচে স্থান দেওয়া হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ এখলাছ ব্যতীত এই সওয়াব পাওয়া যায় না।

দুই ঢোক, দুই ফোটা আর দুই কদম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- দুইটি ঢোক আল্লাহ পাকের কাছে বড়ই প্রিয়-

(১) ক্রোধের ঢোক (২) সবরের ঢোক।

তাঁহার কাছে দুইটি ফোঁটাও অত্যধিক প্রিয়-

(১) জিহাদের ময়দানে রক্তের ফোঁটা।

(২) নির্জন রাত্রে শুধু আল্লাহর ভয়ে অশ্রুর যে ফোঁটাটি চোখ থেকে বাহির হয়।

অনুরূপভাবে আল্লাহর দৃষ্টিতে দুইটি কদম খুব পছন্দনীয়

(১) যে কদম ফরয নামাযের জন্য উঠায়।

(২) যে কদম কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার জন্য এবং কোন শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য উঠায়।

কাহারো মৃত্যুর পর সীমাতিরিক্ত ব্যথিত হইও না

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- হযরত সুলায়মান (আঃ) -এর পুত্র মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি খুব ব্যথিত হইলেন। এমতাবস্থায় দুই ফিরিশতা বিতর্ককারী হিসাবে তাহার সামনে উপস্থিত হইলেন। এক ফিরিশতা বাদী অপর ফিরিশতা বিবাদী। বাদী ফিরিশতা বলিলেন- আমি ক্ষেতের মধ্যে বীজ বপন করিয়াছি, আর সে ক্ষেতের উপর দিয়া পাড়াইয়া তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বিবাদী ফিরিশতা বলিলেন- হযরত! আমি সোজা পথ ধরিয়া চলিতেছিলাম, কিন্তু পথটি তাহার ক্ষেতের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। (অর্থাৎ সে রাস্তার মাঝখানে বীজ বপন করিয়া রাস্তাকে ক্ষেত বানাইয়াছে)। হযরত সুলায়মান (আঃ) বাদীকে বলিলেন- অপরাধ তো তোমারই। তুমি জনসাধারণের চলার পথকে কেন ক্ষেত বানাইয়াছ? তোমার কি খবর নাই যে- এই রাস্তা দিয়া সকল লোকজন চলাফেরা করে? ফিরিশতা তখন আরয করিলেন- হযরত! আপনি স্বীয় পুত্রের মৃত্যুর কারণে এত ব্যথিত কেন? আপনার কি এই কথার খবর নাই যে- মৃত্যু পরকালের পথ? তখন হযরত সুলায়মান (আঃ) আল্লাহর কাছে তাওবা করিলেন। অতঃপর আর কাহারো মৃত্যুর কারণে ব্যথিত হন নাই।

সবরের নমুনা

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু সফরে ছিলেন। তখন তাঁহার নিকট পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। তখন তিনি "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" পাঠ করিয়া বলিলেন- সে পর্দায় আবৃত একটি প্রাণী ছিল। আল্লাহ পাক তাহাকে ঢাকিয়া লইয়াছেন। সে একটি বোঝা স্বরূপ ছিল- আল্লাহ পাক তাহা হালকা করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ পাক আমাকে ইহার বিনিময় প্রদান করিবেন। অতঃপর দুই রাকাত নামায পড়িয়া বলিলেন- আল্লাহ পাক আমাকে যাহা করিবার হুকুম করিয়াছেন- আমি তদনুযায়ী আমল করিয়াছি। অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করিয়াছি আর নামায আদায় করিয়াছি।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ -

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! সবর এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।

যে কোন বিপদের সময় 'ইন্নালিল্লাহে' পাঠ কর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যদি জুতার ফিতাও ছিড়িয়া যায়- তাহা হইলেও ইন্নালিল্লাহ পড়। এইটাও একটি বিপদ, ইহার কারণেও সওয়াব লাভ হইবে।

'ইন্নালিল্লাহ' এর বরকত

হযরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি কোন বিপদে পতিত হইয়া 'ইন্নালিল্লাহে' পাঠ করে আর আল্লাহ পাকের কাছে ইহার বিনিময়ে সওয়াবের এবং উত্তম বিনিময়ের জন্য দোয়া করে, তাহা হইলে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাহাকে তাহা প্রদান করেন।

তিনি আরও বলেন- আমার স্বামী আবু সালমা রাদিআল্লাহু আনহু -এর ইনতিকাল হওয়ার পর আমি এই দোয়া পাঠ করি। কিন্তু মনে মনে চিন্তাও করিতে থাকি যে, আবু সালমা অপেক্ষা উত্তম আর কে হইতে পারেন? কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে এমন উত্তম বিনিময় দান করিলেন যাহা আমার কল্পনায়ও আসে নাই। অর্থাৎ দুই জাহানের বাদশাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে আমার বিবাহ হয়।

শুধু উম্মতে মুহাম্মদীয়া এই দোয়াটি লাভ করিয়াছে

হযরত সাঈদ বিন জুবায়র রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন" দোয়াটি শুধু উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে প্রদান করা হইয়াছে। যদি অন্য কাহাকেও প্রদান করা হইত- তাহা হইলে হযরত ইয়াকুব (আঃ) অবশ্য লাভ করিতেন। আর ইউসুফ (আঃ)- এর বিয়োগ ব্যথায় এই দোয়া يَا أَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ (হায় আফসোস ইউসুফের জন্য) পাঠ করিতেন না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্রন্দন

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তনয় হযরত ইবরাহীম রাদিআল্লাহু আনহু ইহধাম ত্যাগ করেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) ইহাতে আশ্চর্য হইয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনিও কাঁদিতেছেন? (আপনি তো আমাদিগকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- এই ধরনের ক্রন্দন করা নিষিদ্ধ নয়। বরং নিষিদ্ধ হইল উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করা, কাপড় ছিড়া, শরীরের উপর হাত দ্বারা পিটাইয়া চাপড়াইয়া ক্রন্দন করা। আঁখি অশ্রুসিক্ত হওয়া তো রহমত। যাহার অন্তর এতটুকু কোমল নয়, তাহার অন্তর তো রহমত থেকে সম্পূর্ণ খালি। যে কোন কষ্টে অন্তর ব্যথিত হইয়াই থাকে। নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াই থাকে। কিন্তু আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না- এমন কোন কথা মুখে উচ্চারণ না করা চাই।

আল্লাহ পাকের পাঁচটি নিয়ামত

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আল্লাহ পাক তোমাদের ভুল-ত্রুটি এবং এমন সব বিষয় মাফ করিয়া দিয়াছেন, যাহা আমল করিবার শক্তি তোমাদের নাই। তোমরা যেখানে অপারগ সেখানে হারামকেও হালাল করিয়া দিয়াছেন। আর পাঁচটি জিনিস তোমাদেরকে দান করিয়াছেন-

(১) আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহে দুনিয়া দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের কাছে দুনিয়া করজ লইতে চাহিয়াছেন। যদি তোমরা আল্লাহর চাহিদা মোতাবেক সন্তুষ্ট চিত্তে সম্পদ ব্যয় কর। তাহা হইলে দশগুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বিনিময় পাইবে। আর কেহ কেহ তো অগণিত বিনিময় পাইবে।

(২) তোমাদের হাত হইতে দুনিয়া ছিনাইয়া লইয়াছেন, যদিও তোমরা তাহা পছন্দ কর নাই। কিন্তু ধৈর্য ধারণের বিনিময় হিসাবে পরকালে অগণিত সওয়াব দান করিবেন।

(৩) অতঃপর শুকরিয়া আদায় করার বিনিময়ে অধিক নেয়ামত দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ -

অর্থঃ যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর; তাহা হইলে অবশ্যই নিয়ামত বাড়াইয়া দিব।

(৪) কোন ব্যক্তি যত বড় গোনাহ করুক না কেন-তাওবা করার ফলে তাহা মাফ হইয়া যায়। বরং তাওবাকারীকে আল্লাহ ভালবাসিতে শুরু করেন। আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

অর্থঃ আল্লাহ পাক তাওবাকারীকে আর পবিত্র লোকদিগকে ভালবাসেন।

(৫) আর এমন একটি জিনিস দান করিয়াছেন, যদি হযরত জিবরাইল এবং হযরত মিকাইলও তাহা পাইতেন- তাহা হইলে বহু বড় জিনিস পাইয়াছেন বলিয়া জানিতেন। তাহা হইল, এই ঘোষণা-

اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থঃ আমাকে ডাক অর্থাৎ আমার কাছে দোয়া কর তাহা হইলে আমি ডাকের উত্তর দিব অর্থাৎ দোয়া কবুল করিব।

বুদ্ধিমানের পরিচয়

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক রহমতুল্লাহি আলাইহি -এর পুত্রের মৃত্যুর পর এক অগ্নি পুজক সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্য আগমন করিল। সে একটি বাক্য বলিল-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোবারকের কাছে বাক্যটি এত পছন্দ হইল যে, সাথে সাথে তিনি তাহা লিখিয়া লইলেন। বাক্যটি হইল-

বুদ্ধিমান হইল এমন ব্যক্তি, যে একটি কার্য আজই সম্পাদন করিল যাহা মুর্খ ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, কিন্তু সময় পার হইয়া যাওয়ার পর বাধ্য হইয়া করে।

সবর তিন প্রকার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা প্রদানকারী, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির সমান সমান সওয়াব পায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন যে, সবর তিন প্রকার-

(১) ইবাদতের ক্ষেত্রে সবর- ইবাদত করিতে যে কষ্ট হয়, সে কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা।

(২) বিপদের সময় সবর- বিপদাপদের কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা।

(৩) গোনাহের ক্ষেত্রে সবর- গোনাহ পরিত্যাগ করার সময় যে কষ্ট হয়, সে কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা।

অতঃপর বলেন-গোনাহের ক্ষেত্রে সবর করিলে তিনশত, ইবাদতের ক্ষেত্রে সবর করিলে ছয়শত আর বিপদাপদের সময় সবর করিলে নয়শত দরজা হাসিল হয়।

ধৈর্য ধারণ করা সহজ করিবার তদবীর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি বিপদে পতিত হয় (আর বিপদে ধৈর্য ধারণ করা মুশকিল হইয়া পড়ে)। সে যেন আমার প্রতি আপতিত বিপদাপদ স্মরণ করে। (ফলে তাহার বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হইয়া যাইবে)।

এক কিতাবের ছয় লাইন

(১) যে ব্যক্তি পার্থিব ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হয়- সে যেন, আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়।

(২) যে ব্যক্তি তাহার উপর আপতিত বিপদের শেকায়াত করে- যেন সে, আল্লাহর শেকায়াত করিল।

(৩) যে ব্যক্তি তাহার রিযিক কোথায় থেকে আসে- তাহা খেয়াল রাখেনা (অর্থাৎ হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করেনা) আল্লাহ পাক তাহাকে কোন দরজা দিয়া জাহান্নামে প্রবিষ্ট করিবেন- যেন সে এই কথা চিন্তাও করেনা।

(৪) যে ব্যক্তি গোনাহ করিয়াও হাসে; সে কাঁদিতে কাঁদিতে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

(৫) যাহার মধ্যে কামভাবের প্রাধান্য থাকে (আর তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টায় লাগিয়া থাকে)। তাহার অন্তর হইতে পরকালের ভয় বাহির হইয়া যায়।

(৬) যে ব্যক্তি সম্পদের লোভে কোন সম্পদশালীর খোশামোদ করে, সে সর্বদা মুখাপেক্ষী থাকিবে।

হাদীছসমূহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ لَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (مسلم)

মুমিনদের ব্যাপার বড়ই বিস্ময়কর! তাহার প্রত্যেকটি কর্ম-ই মঙ্গলময়। মুমিন ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য ইহা হইতে পারে না- যদি তাহার সুখ সম্পদ লাভ হয়, তাহা হইলে শুকরিয়া আদায় করে। আর যদি অভাব অনটনে পড়ে, তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ করে। উভয়টি তাহার ক্ষেত্রে মঙ্গলময়। -মুসলিম

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ -

আল্লাহ পাক যাহার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাহাকে বিপদাপদে পতিত করেন। -'বোখারী'

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (متفق عليه)

যে ব্যক্তি প্যাঁচ দিয়া অন্যকে হারাইয়া দেয়, সে প্রকৃত পক্ষে পালোয়ান নহে বরং প্রকৃত পক্ষে পালোয়ান হইল ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারে। -'বোখারী, মুসলিম'

পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করার ফজিলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ উত্তম পয়সা হইতেছে তাহা, যাহা পরিবারের লোকদের জন্য অথবা জিহাদের উদ্দেশ্যে বাহন ক্রয় করিবার জন্য অথবা আল্লাহর রাস্তায় সাথীদের জন্য ব্যয় করা হয়।

ব্যাখ্যা ঃ পরিবারের লোকদেরকে প্রথমে উল্লেখ করার দ্বারা তাহাদের প্রাধান্য বুঝা যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ যে ব্যক্তি স্বীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানাদির ভরণ পোষণের উদ্দেশ্যে উপার্জন করিতে মেহনত করে, তাহার অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে হইতে পারে?

তিন প্রকার করজ আল্লাহ পাক মাফ করাইয়া দিবেন

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু হযরত সাবেত আল বুনানী -এর কাছে বর্ণনা করেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে শুনিয়াছি- যে ব্যক্তি তিনটি কার্যের জন্য করজ করে আর আদায় করার পূর্বেই মারা যায়। আল্লাহ পাক তাহার করের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, (অর্থাৎ করয দাতাকে রাজী করাইয়া মাফ করাইয়া দিবেন)।

(১) যে ব্যক্তি নিজকে গোনাহের কার্য হইতে রক্ষা করার জন্য বিবাহ করিল। আর এই ব্যাপারে মানুষের নিকট হইতে করজ গ্রহণ করিল। কিন্তু করজ আদায় করিতে পারে নাই।

(২) জিহাদ ইত্যাদি কার্যে মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবার জন্য করজ লইয়াছে, কিন্তু আদায় করিবার পূর্বেই মারা গিয়াছে।

(৩) কোন দরিদ্র ব্যক্তির কাফন দাফনে খরচ করিবার জন্য করজ করিয়াছে। কিন্তু আদায় করিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু আসিয়া পড়িয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ এই ফজিলত লাভ করিতে হইলে, করজ করিবার পূর্বে আদায় করিবার নিয়তে করয করা শর্ত।

হযরত সাবেত আল বুনানী রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি থেকে এই কথাগুলি বর্ণনা করিয়া বলেন- হযত বার্ধক্যের

কারণে হযরত আনাস -এর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একথা উল্লেখ করা হয় নাই, যাহা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাহা হইল, যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবারের লোকদের জন্য (বাধ্য হইয়া) করজ করিয়াছে, আর (আদায় করার চেষ্টা করা সত্বেও) আদায় করিতে পারে নাই। তাহার ও করজ দাতার মধ্যে কিয়ামতের দিন ঝগড়া হইবে না।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ পাক অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। যদি কোন ব্যক্তি এই খেয়ালে স্বীয় সন্তানাদির জন্য করজ করে যে, মাফ তো হইয়াই যাইবে। আদায় করিবার নিয়ত না থাকে অথবা বিনা প্রয়োজনে করজ করে, তাহা হইলে মাফ পাওয়ার আশা করা যায় না।

ফিরিশতাদের দোয়া

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমানে এমন দুইটি ফিরিশতা রহিয়াছে, যাহাদের কার্য হইতেছে শুধু দোয়া করা।

এই ফিরিশতা বলেন- হে আল্লাহ! যাহারা খরচ করে তাহাদের বিনিময় প্রদান করুন। অপর ফিরিশতা বলেন- হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করুন।

নিয়তের উপর নির্ভরশীল

হযরত মাকহুল রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত পাতা হইতে বাঁচিয়া থাকার উদ্দেশ্যে, পরিবারের লোকজনের প্রতি তাহার দায়িত্ব পালন করিবার উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করিবার উদ্দেশ্যে ধন সম্পদ উপার্জন করে; কিয়ামতের দিন তাহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে (তবে হালাল হারামের খেয়াল রাখা জরুরী)।

আর যে ব্যক্তি সম্পদশালী হওয়ার ও সম্পদের গর্ব করিবার খেয়ালে ধনসম্পদ উপার্জন করে (যদিও হালাল উপার্জন হয়)। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাহার প্রতি নারাজ হইবেন।

দুনিয়ার উদাহরণ

হযরত আবু কাবশা আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার উদাহরণ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন- চার ব্যক্তি, তন্মধ্যে-প্রথম ব্যক্তিকে ইলম ও সম্পদ উভয় দান করা হইয়াছে। সে তাহার ইলম মোতাবেক সম্পদ খরচ করিতেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শুধু ইলম দান করা হইয়াছে। কিন্তু সে নিয়ত করে যে, যদি আল্লাহ তাহাকে সম্পদ দান করেন, তাহা হইলে ঐ আলেম সম্পদশালীর ন্যায় খরচ করিবে। এই ব্যক্তিদ্বয় সওয়াব লাভ করার দিক দিয়া সমান সমান (একজন আমলের কারণে অপর জন নিয়তের কারণে)।

তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্পদ দান করা হইয়াছে, আর সে সম্পদের হক আদায় করে নাই, শরীয়ত পরিপন্থী স্থানে সম্পদ খরচ করে।

চতুর্থ ব্যক্তিকে ইলমও দান করা হয় নাই আবার সম্পদও দান করা হয় নাই। সে সম্পদশালীর আরাম আয়েশ ও বিলাসিতা দেখিয়া মনে মনে আকাংক্ষা করে যে, যদি তাহার সম্পদ থাকিত তাহা হইলে সেও ঐ সম্পদশালীর ন্যায় আরাম আয়েশ ও বিলাসিতায় জীবন যাপন করিত। তাহারা উভয়ই আযাব পাওয়ার দিক দিয়া সমান।

কাহারা জান্নাতে থাকিবে

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইরশাদ নকল করেন, জান্নাত একটি স্বচ্ছ পরিস্কার বালাখানা। ইহার অভ্যন্তরে থাকিয়া বাহিরে আর বাহিরে থাকিয়া অভ্যন্তর ভাগ দেখা যায়। কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার মধ্যে কাহারা থাকিবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ

(১) যে আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে আহার করায়।

(২) যে হাসিমুখে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে।

(৩) যে সর্বদা রোযা রাখে।

(৪) যে সালাম দেওয়া লওয়ার নীতিটি ব্যাপক করে।

(৫) রাত্রের যে অংশে সাধারণ লোক ঘুমাইয়া থাকে, তখন যে নামায পড়ে, (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামায পাঠকারী)।

উপস্থিত সাহাবাগণ আরয করিলেন -ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এই সমুদয় আমল তো খুব কঠিন। সুতরাং এই মর্যাদা কিভাবে অর্জন করা সম্ভব হইবে? অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলিলেন-

(১) আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে আহার করানেওয়ালা ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় পরিবারের লোকদের (ভরণ পোষণের) জন্য খরচ করে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(২) কলেমাটি উত্তম বাক্যের অন্তর্ভূক্ত।

(৩) যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে। যেন সে সর্বদা রোযা রাখে।

(৪) যে স্বীয় ভ্রাতাকে সালাম করে, সে সালাম দেওয়া লওয়ার নীতি ব্যাপক করিল-

(৫) যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করে, যেন সে সারা রাত্র ইবাদতে কাটায়। (আল্লাহর ইবাদত করেনা এমন ব্যক্তি ও অমুসলমানরা তখন নিদ্রামগ্ন থাকে।)

নামাযী দাসের মুখ মন্ডলের উপর মারিবে না

হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু একদা তাহার এক দাসের মুখমন্ডলের উপর থাপ্পর মারিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন-নামাযীদের মুখমন্ডলের উপর মারিবেনা। তোমরা যাহা আহার কর আর

পরিধান কর, তোমাদের দাস দাসীদের তাহাই আহার ও পরিধান করাও।

ব্যাখ্যাঃ ভদ্র এবং দ্বীনদার লোক যাহারা নিজেদের চাকর বাকরের সাথে খারাপ আচরণ করে, তাহাদের এই হাদীছ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

খারাপ ধারণা সর্বদাই ভুল

এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় স্ত্রীর নিকট পানি চাহিলেন। তাহার স্ত্রী দাসীকে পানি আনিতে বলিলেন। দাসীর উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল। সাহাবীর স্ত্রী দাসী সম্পর্কে খারাপ ধারণা করিলেন আর তাহাকে অপবাদ দিলেন। সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় স্ত্রীকে বলিলেন-তোমার ধারণা প্রমাণ করিবার জন্য চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর। অন্যথায় কিয়ামতের দিনে তোমাকে অপবাদ দেওয়ার অপরাধের শাস্তি দেওয়া হইবে। স্ত্রী সাথে সাথে দাসীটিকে মুক্ত করিয়া দিলেন। যাহাতে তাহার মুক্তিদান তাহার খারাপ ধারণার গোনাহের কাফফারা হইয়া যায়।

ব্যাখাঃ আজকাল আমরা কি পরিমাণ খারাপ ধারণা পোষণ করার মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছি, চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কর্মচারীর সামর্থ্য মোতাবেক তাহাকে খাটাও

হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তোমাদের ভ্রাতাদিগকে আল্লাহ পাক তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন (অর্থাৎ দাসদাসী বানাইয়াছেন অথবা চাকর হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন)। সুতরাং তোমরা যাহা আহার কর ও পরিধান কর, তাহাদিগকে তাহাই আহার করাও আর পরিধান করাও। সামর্থ্যের অতিরিক্ত কার্য তাহাদের দ্বারা করাইওনা। যদি কখনও সামর্থ্যের অতিরিক্ত কার্য করানোর প্রয়োজন পড়ে তাহা হইলে তাহার কার্যে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে নিজেও কাজে লাগিয়া যাও।

নোটঃ বর্তমান যুগে চাকর চাকরানী দ্বারা জানোয়ারের ন্যায় কাজ করানো হয়। কাজ করার সময় তাহার অবস্থা যাহাই হউক না কেন জালেম মালিক তাহা অনুভব করিতে চায় না। সে যেন জানিয়া রাখে যে, একদিন অবশ্যই তাহার আচরনের ভালমন্দ ফয়সালা হইবে।

খারাপ আচরণের শাস্তি

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ দাস দাসীর সাথে খারাপ আচরণকারী জান্নাতে যাইবে না। তাহাদের সাথে সন্তানসুলভ আচরণ কর। নিজেরা যাহা আহার কর, তাহাদেরকে তাহাই আহার করাও, (চাকর চাকরানীরও একই হুকুম)। যে দাস নামায পড়ে, সে তোমাদের ভ্রাতা। উপস্থিত সাহাবাদের একজন জিজ্ঞাসা করিলেন- একদিনে, দাস দাসীকে কতবার ক্ষমা করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন সত্তর বার।

জানোয়ারের সাথেও সদাচরণ কর

একদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি উট বাধা রহিয়াছে, সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসার সময় উটটি ঐ স্থানেই বাধা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। উটের মালিককে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- আজ ইহাকে আহার্য দেও নাই? মালিক বলিলেন-না! ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- কিয়ামতের দিন এই উট তোমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিবে (তখন তুমি কি উত্তর দিবে?)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সতর্কীকরণ

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ হে মানুষ! তোমরা দাস দাসীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যাহা আহার কর আর পরিধান কর, তাহাদিগকে তাহাই আহার করাও আর পরিধান করাও। তাহাদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত কার্য তাহাদের দ্বারা করাইওনা। তাহারা তো তোমাদের ন্যায়ই মানুষ। খবরদার! যে ব্যক্তি স্বীয় দাসদাসীর সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে; কিয়ামতের দিন অভিযুক্ত হইয়া তাহাকে হিসাবের জন্য দাঁড়াইতে হইবে। তখন আল্লাহ পাক বিচারক হইবেন।

হযরত আওন বিন আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহি আলইহি -এর দাস যখন তাহার অবাধ্য হইত তখন তিনি বলিতেন- তুমি তোমার মনিবের কত সাদৃশ্য!

তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করে

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিন ব্যক্তি (তাঁহার আমলের) দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করে।

১। যে ব্যক্তি স্বীয় দাসীকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছে অতঃপর মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

২। যে আহলে কিতাব (অর্থাৎ ইহুদী বা খৃষ্টান) মুসলমান হইয়া গিয়াছে।

৩। যে দাস বা দাসী জাগতিক মনিবের অনুগত থাকার সাথে সাথে আল্লাহর হুকুমও পালন করিয়াছে।

রুটির টুকরা আর মাগফিরাত

একদা হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু দেখিতে পাইলেন যে, এক টুকরা রুটি মাটিতে পড়িয়া আছে। তখন তিনি স্বীয় দাসকে বলিলেন- রুটির টুকরাটি পরিস্কার করিয়া রাখিয়া দাও। সন্ধ্যায় ইফতার করিবার সময় দাসের কাছে রুটির টুকরাটি চাহিলেন। সে বলিল-আমি তাহা খাইয়া ফেলিয়াছি।

হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন -যা! তুই আযাদ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি

পড়িয়া থাকা রুটির টুকরা উঠাইয়া খাইয়া ফেলে;তাহা তাহার পেটে পৌছিবার পূর্বেই আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দেন। আল্লাহ পাক যাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন আমি তাহাকে কিভাবে দাস বানাইয়া রাখিতে পারি?

ব্যাখ্যাঃ উল্লিখিত ঘটনা থেকে দাসদাসীদের সাথে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কিরূপ ব্যবহার করিতেন উহা আঁচ করা যায়। সামান্য পয়সার বিনিময়ে রাখা চাকর চাকরানীর সাথে বর্তমানে কিরূপ আচরন করা হইয়া থাকে একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। তাহাদিগকে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহাদের দ্বারা কঠিন থেকে কঠিনতর কার্য করানো হয়। সামান্য পরিমাণ ক্রটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে মনিব ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বর্ণনাতীত অপমান ও লাঞ্ছনা করিয়া থাকে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের আহার করাইয়া অতিরিক্ত কিছু আহার্য বাঁচিয়া থাকিলে তাহা আহার করিতে দেয়, ফাটা ছিড়া কাপড় পরিধান করিতে দেয়, তারপরও মনে করিয়া থাকে যে, তাহারা তাহাদের প্রতি খুব অনুগ্রহ করিতেছে। তাহারা ঐ গ্লাসে পানিও পান করিতে পারে না- যে গ্লাসে ঘরের মালিক ও তাহার সন্তানাদিরা পানি পান করিয়া থাকে। আর তাহাদের সাথে এক দস্তরখানায় বসিয়া আহার করার তো কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং ঐ দিনকে স্মরণ করা উচিত, যে দিন সকলে হাকীকী মালিক আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াইয়া নিজেদের প্রতিটি কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হইবে। চাকর চাকরানী মনিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হইল যে- মানুষ তো এই আকাংক্ষা পোষণ করিয়া থাকে যে, বিশ্বের প্রতিপালক তাহার সাথে সম্মান ও ইযযতের আচরণ করুক। কিন্তু সে মাত্র কয়েক পয়সার অহংকারে পড়িয়া নিজেদের চাকর চাকরানীর সাথে দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইয়াতীমের প্রতি সদ্ব্যবহার করা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি অনুগ্রহ ও স্নেহের মন লইয়া কোন ইয়াতীমের মাথার উপর হাত বুলায় তখন ইয়াতীমের মাথার প্রতিটি কেশের পরিবর্তে তাহাকে সওয়াব দেওয়া হয়, এবং গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। আর তাহার মর্যাদা এক স্তর উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়। তিনি আরও ইরশাদ করেন-কোন ইয়াতীম খানাপিনার ক্ষেত্রে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি তাহাকে নিজের সাথে খানাপিনায় শরীক করে তাহার জন্য বেহেশত অপরিহার্য হইয়া যায়। তবে যদি সে ব্যক্তি শিরক ইত্যাদি পাপে লিপ্ত হইয়া নিজেই বেহেশত থেকে বঞ্চিত হইয়া যায় তাহা হইতেছে পৃথক কথা।

সবর এবং জান্নাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ

১। যে ব্যক্তি অন্ধ হইয়া যায়, আর সে ইহার উপর সবর করে।

২। অনুরূপভাবে তিনটি কন্যাকে শিস্টাচার শিক্ষা দেয় অতঃপর তাহাদিগকে বিবাহ দেয়।

৩। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ মারা গেলে, সে সবর করে তাহা হইলে সে

ব্যক্তির জন্য জান্নাত অপরিহার্য হইয়া যায়। উপস্থিত এক গ্রাম্য সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করিলেন-ইয়া রাসুলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাহার দুইটি কন্যা থাকে? তবুও কি এই মর্যাদা লাভ করিবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- তবুও এই মর্যাদা লাভ করিবে।

ইয়াতীম এবং অন্তরের বিনম্রতা

এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে স্বীয় অন্তরের কাঠিন্যতার কথা জানাইলেন (অর্থাৎ তাহার অন্তর বিনম্র হয় না)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলাও, তাহাকে আহার করাও, তোমার অন্তর নরম হইয়া যাইবে।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি কত সুন্দর কথা বলিয়াছেন?

যাহার ঘরে ইয়াতীম রহিয়াছে, তাহার জন্য শুভসংবাদও রহিয়াছে আবার দুঃসংবাদও রহিয়াছে। যাহারা ইয়াতীমের কদর করিয়াছে তাহার প্রতি সদাচরণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে শুভসংবাদ। আর যাহারা ইয়াতীমের সাথে সদাচরণ করে নাই- তাহাদের জন্য রহিয়াছে ধ্বংস।

ইয়াতীমকে মারিবে না

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে জানিতে চাহিলেন যে, সে কোন্ কোন্ বিষয়ে ইয়াতীমকে মারিতে পরিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- যে যে বিষয়ে তুমি স্বীয় সন্তানকে মারিতে পার (অর্থাৎ ইলম ও আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য)।

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- জ্ঞান ও শিস্টাচার শিক্ষা দেওয়ার অবস্থায় (প্রয়োজন বশতঃ) ইয়াতীমকে মারধর করা যায়। তবে খুব অতীব প্রয়োজন ব্যতীত তাহাকে মারধর না করা উচিত। কেননা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে- যখন কোন ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে মারধর করে তখন তাহার ক্রন্দনের কারণে আল্লাহর পাকের আরশ হেলিতে তাকে। আল্লাহ পাক ফিরিশতাদিগকে বলিত থাকেন- এই শিশুকে কে কাঁদাইয়াছে? তাহার পিতাকে আমি মাটির নীচে লুকাইয়া রাখিয়াছি। ফিরিশতাগণ বলেন যে, তাহারা এই ব্যাপারে অবগত নহেন। তখন আল্লাহ পাক বলেনঃ হে ফিরিশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোন ইয়াতীমকে আহার করায় কিয়ামতের দিনে আমি তাহাকে খুশী করিব (এই জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্নেহে ইয়াতীমদের মাথায় হাত বুলাইতেন) আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ) কে বলিয়াছেন- ইয়াতীমের ক্ষেত্রে স্নেহ পরায়ন পিতার ন্যায় হইয়া যাও।

কন্যাদের সাথে নম্র আচরণ কর

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে- রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি বাজার হইতে কোন ভাল জিনিস খরিদ করিয়া স্বীয় শিশু সন্তানদের খাওয়ায়, ইহাতে সে সদকা করার সওয়াব লাভ করে। অতঃপর তিনি আরও বলিয়াছেন- প্রথমে কন্যাদের খাওয়ান উচিত। আল্লাহ পাকও কন্যাদের প্রতি নরম আচরণ করিয়া থাকেন। এমন পিতা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আল্লাহর ভয়ে কাঁদিতেছে আর আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন।

যে ব্যক্তি কন্যাদের খুশী করিবে-আল্লাহ পাক তাহাকে ঐ দিন খুশী করিবেন যে দিন সকলে চিন্তাযুক্ত থাকিবে, (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন)।

ব্যাখ্যাঃ ইহার অর্থ এই নহে, যে পুত্র সন্তানদের খুশী করিতে হইবেনা। বরং ইহার অর্থ হইতেছে-কন্যাদের সাথে অপেক্ষাকৃত অধিক নরম আচরণ করা উচিত।

দুইটি হাদীছ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল পাশাপাশি মিলাইয়া বলেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا

অর্থঃ আমি এবং ইয়াতীমকে লালন পালনকারী জান্নাতে এইভাবে থাকিব।

خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسِنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ (ابن ماجه)

অর্থঃ মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ঘর হইতেছে এমন ঘর যাহাতে ইয়াতীম রহিয়াছে এবং তাহার প্রতি সদাচরণ করা হয়। আর সর্বাপেক্ষা খারাপ ঘর হইতেছে এমন ঘর যাহাতে ইয়াতীম রহিয়াছে এবং তাহার প্রতি খারাপ আচরণ করা হয়)।

ব্যভিচার আর ইহার অনিষ্টতা

ব্যভিচার (যিনা) সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অশ্লীল কার্য। প্রতিটি নির্মল স্বভাবের মানুষ ইহা ঘৃণা করিয়া থাকে। মুসলমান ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলিয়া নির্মল স্বভাবের অধিকারী। সুতরাং তাহাকে এই ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক কার্য হইতে দূরে থাকা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ পাক বলেন-

لَاتَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

অর্থঃ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কার্য সমুহের নিকটবর্তী হইওনা।

অত্র আয়াতে প্রকাশ্য অশ্লীল কার্য বলিয়া যিনা (ব্যভিচারের) কথা আর অপ্রকাশ্য অশ্লীল কার্য বলিয়া চুম্বন, কুদৃষ্টি এবং অবৈধ স্পর্শ প্রভৃতির কথা বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ পাক আরও বলেন-

وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً ط

অর্থঃ যিনার নিকটবর্তীও হইও না। ইহা অশ্লীল কার্য ও খুবই খারাপ পন্থা।

অত্র আয়াতে যিনাকে অশ্লীল কার্য বলা হইয়াছে। এই জন্যই ইহা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য জোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। খারাপ পন্থা বলিয়া এমন রাস্তা বুঝানো হইয়াছে, যাহা জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। চোখ, হাত প্রভৃতির কোন কোন কার্যকেও হাদীসে পাকে যিনা বলা হইয়াছে।

اَلْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ -

অর্থঃ হাতও যিনা করে আবার চোখও যিনা করে।

কোন গায়েরে মুহরেম নারীর দিকে শরীয়ত অনুমোদিত কোন প্রয়োজন ব্যতীত কামভাব লইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বা তাহাকে স্পর্শ করা যিনা (অর্থাৎ যিনার দিকে ধাবিত হওয়ার কারণ)। এই প্রকারের কার্যের মাধ্যমে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য কুরআন পাকে এই কার্য হইতে দূরে থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কুরআন পাকে রহিয়াছে- "আপনি মুসলমান পুরুষদিগকে বলিয়া দিন যেন তাহারা নিজেদের দৃষ্টি নীচের দিকে রাখে এবং লজ্জা স্থান হেফাজত করে। আর মুসলমান নারীদিগকে বলিয়া দিন যেন তাহারা নিজেদের দৃষ্টি নীচের দিকে রাখে আর লজ্জাস্থান হেফাজত করে।" মুসলমান নর-নারী উভয়ের দৃষ্টি নীচের দিকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কারণ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতার প্রভাবে অন্তর ঝুকিয়া পড়ে। ফলে সে অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে। যিনা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক গোনাহ, কারণ ইহার দ্বারা মুসলমানের ইয্যত সম্মানের পর্দা নষ্ট হইয়া যায় আর বংশ পরিচয় সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়ে।

হযরত জাফর বিন আবু তালেব রাদিআল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও কখনও যিনা করেন নাই। তিনি বলিতেন, আমার কেহ অসম্মান করিবে-ইহা আমার সহ্য হইবে না। সুতরাং আমি কিভাবে অন্যকে অসম্মান করিতে পারি?

যিনার ছয়টি অপকারিতা

এক সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- যিনা হইতে দূরে থাক। ইহার ছয়টি অপকারিতা রহিয়াছে, তিনটি দুনিয়াতে আর তিনটি পরকালে।

দুনিয়ার তিনটি অপকারিতা

১। ইহার ফলে রোযী রোজগারের বরকত চলিয়া যায়।
২। যিনাকার সর্ব প্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত থাকে।
৩। জনসাধারণের দৃষ্টিতে ঘৃণিত ও অভিশপ্ত বিবেচিত হয়।

পরকালের তিনটি অপকারিতা

১। ইহার কারণে আল্লাহ পাক নারাজ হন। আর যাহার উপর আল্লাহ পাক নারাজ হন তাহার বাসস্থান কোথায় হইবে?

২। যিনার কারণে যিনাকারী থেকে পরকালে শক্ত হিসাব লওয়া হইবে।

৩। যিনাকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

জাহান্নামের অবস্থার সামান্য বিবরণ

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাইল (আঃ) -কে বলিলেন- 'হে জিবরাইল (আঃ)! জাহান্নামের অগ্নির অবস্থার সামান্য বিবরণ পেশ করুন।'

হযরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- জাহান্নামের অগ্নি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এবং সম্পূর্ণ অন্ধকার। যদি একটি সুচাগ্র পরিমাণ অগ্নিও দুনিয়াতে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দুনিয়া এবং ইহার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত কিছু জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। যদি জাহান্নামীদের পরিধেয় কাপড় ভূপৃষ্ঠ ও আকাশের মধ্যবর্তী স্থানে লটকাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত কাপড়ের দুর্গন্ধে সমুদয় দুনিয়াবাসী মরিয়া যাইবে। আর যদি জাহান্নামের জাক্কুম বৃক্ষের এক ফোঁটা রসও দুনিয়াতে পতিত হয় তাহা হইলে মানুষের জীবন ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়িবে। জাহান্নামে উনিশ জন ফিরিশতা নিযুক্ত রহিয়াছে, কুরআন পাকে তাহাদের আলোচনা আসিয়াছে। যদি তাহাদের মধ্যে এক ফিরিশতাও দুনিয়াতে প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার ভয়ানক রূপ দেখিয়া কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারিবে না।

কুরআন পাকে জাহান্নামীদের যে জিঞ্জিরের আলোচনা আসিয়াছে, তন্মধ্যে যদি একটি জিঞ্জিরও দুনিয়াতে ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পাহাড় পর্যন্ত ইহার দাহিকা শক্তি ও ওজন সহ্য করিতে পারিবে না। এতটুকু শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ ঠিক আছে জিবরাইল! আর নয় (অর্থাৎ আর অধিক শ্রবণ করিবার ক্ষমতা নাই।) এই সকল অবস্থা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রন্দন করিতেছিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জিবরাইল (আঃ)ও কাঁদিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ জিবরাইল! আপনিও কাঁদিতেছেন। অথচ আপনি আল্লাহ পাকের নিকটতম ফিরিশতা। হযরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- যদি আল্লাহ পাক আমাকেও এই মর্যাদা থেকে চ্যুত করিয়া দেন তখন কে উহা রক্ষা করিতে পারিবে?

ফায়দাঃ হযরত জিবরাইল (আঃ), অন্যান্য সমস্ত ফিরিশতা অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল ও সম্মানিত হইবার পরও আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিতেছিলেন। সুতরাং আমাদের ন্যায় নাফরমান ও পাপী বান্দাদের নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

হে মানুষ! নিজেদের জীবন, মালামাল ও সুখ সম্পদের খেয়ালে পড়িয়া ধোকা খাইবেনা। দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস ধ্বংসশীল নশ্বর। তোমার জীবন ব্যবস্থা তো দূরের কথা তুমি নিজেই চিরস্থায়ী নও। আল্লাহ পাকের আযাব খুবই শক্ত। যিনা

করা হইতে দূরে থাক। এই কার্য আল্লাহ পাকের ক্রোধ প্রজ্বলিত করে। যদি আল্লাহ পাক ক্রোধান্বিত হইয়া পড়েন তাহা হইলে এমন কে আছে যে, তাহা থামাইতে পারে?

সর্বাধিক মারাত্মক যিনা

সর্বাধিক মারাত্মক যিনা হইতেছে, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর লজ্জা-শরমের কারণে কাহাকেও তালাকের বিষয়টি অবগত না করাইয়া এবং তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে পৃথক না করিয়া তাহাকে লইয়া পূর্বের ন্যায় জীবন যাপন করিতে থাকা।

এ ধরনের ঘটনা একটা দুইটা নহে বরং প্রতিদিনই হইতেছে। এখন তো মানুষ এতটুকুও সাহস পাইয়া ফেলিয়াছে যে, বার বার স্ত্রী তালাক দেওয়ার পরও কোন না কোনভাবে ভেজাল ফতোয়া আনাইয়া তাহার স্ত্রী নয়, এমন নারীকেও স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। এই সকল লোক দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লজ্জা শরমকে ভয় করে অথচ কিয়ামতের দিনে লজ্জার কথা চিন্তা করে না। ঐ দিন তো সমস্ত সৃষ্টির সামনে তাহাদের সমুদয় গোপন বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

হে আমার ভ্রাতাগণ! কিয়ামতের দিনের ভয়ানক ও মর্মন্তুদ আযাবকে ভয় কর। নিজেদের বদ আমল বিশেষ করিয়া যিনা হইতে বাঁচিয়া থাক। আর এখন পর্যন্ত যে সকল পাপ কার্য করিয়াছ, উহার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আল্লাহর দরবারে তাওবা কর। এই ব্যাপারে সামান্যও বিলম্ব করিওনা। তুমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, তুমি অবশ্যই আল্লাহর আযাবের মোকাবিলা করিতে পারিবেনা। তাওবার দরজা খোলা রহিয়াছে। যদি তুমি খালেছ অন্তরে তাওবা কর, তাহা হইলে আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহর রহমত তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এখনও সুযোগ রহিয়াছে। যাহা কিছু করার করিয়া লও। আগামীকাল মৃত্যু আসিবে। তখন লজ্জিত হইয়া তাওবা করিতে ইচ্ছা করিবে, কিন্তু তখন তো তাওবার দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। তখনকার লজ্জিত হওয়া আদৌ তোমার কাজে আসিবেনা।

যিনা এবং মহামারী

হযরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- যখন দেখিবেন তলোয়ার কোষ থেকে বাহির হইয়া আসিয়াছে। আর মানুষ পরস্পরে খুনাখুনী করিতে লাগিয়াছে (অর্থাৎ যখন ঝগড়া বিবাদ ও খুনাখুনি ব্যাপক প্রসার লাভ করে)। তখন বুঝিবে যে, তাহাদের মধ্যে আল্লাহর হুকুম নষ্ট হইতেছে। আর যখন দেখিবে যে বৃষ্টি কম হইতেছে, প্রয়োজন মোতাবেক বৃষ্টি হইতেছে না তখন বুঝিবে যে- মানুষ যাকাত প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছে (অর্থাৎ যাকাত না দেওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়)। আর যখন দেখিবে যে- মহামারী দেখা দিয়াছে তখন বুঝিবে যে, যিনা ব্যাপক প্রসার লাভ করিয়াছে।

ফায়দাঃ বর্তমানে তো উল্লিখিত সবগুলো বিষয়ই ব্যাপক প্রসার লাভ করিতেছে। এইজন্য ইহাদের পরিণামও ভয়ানক আকারে প্রকাশ পাইতেছে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

দুইটি হাদীছ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الزِّنَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالسَّنَةِ وَمَامِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَا اِلاَّ اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ (احمد)

অর্থঃ যে সম্প্রদায়ে যিনার প্রচলন হয়, ঐ সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর যে সম্প্রদায়ে সুদের প্রচলন হয় ঐ সম্প্রদায়কে আতঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। (আহমদ)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

لاَ يَخْلُوَنَّ اَحَدُكُمْ بِاِمْرَأَةٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ

অর্থঃ তোমাদের কেহ কখনো কোন নারীর সাথে একাকী থাকিবেনা। তবে তাহারা মাহরেম নারীর সাথে থাকিতে পারে। (বোখারী, মুসলিম)

ফায়দাঃ গায়রে মহরেম বা পর নারীর সাথে একাকী থাকিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা এমন অবস্থায় অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হইয়া যাওয়ার আশংকা রহিয়াছে। শয়তান এমন সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

সুদের নিন্দা

মারাত্মক খারাপ কার্যগুলোর মধ্যে সুদের লেনদেনও অন্তর্ভূক্ত। এই খারাপ কার্যটি বর্তমানে এমনভাবে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে যে, মানুষের অন্তর থেকে সুদ খারাপ হওয়ার অনুভূতি পর্যন্ত মিটিয়া গিয়াছে। দুনিয়া এবং আখেরাতে সুদের শাস্তি বড়ই মর্মন্তুদ।

যেন দংশন না করে

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমি মেরাযের রাত্রে সপ্তম আকাশের উপর বজ্রের আওয়াজ ও গর্জন শ্রবণ করি এবং বিজলীর চমক দেখিতে পাই। আর দেখিতে পাই যে- কতগুলি লোকের পেট ঘরের ন্যায় বড় বড়। এইগুলি সাপ বিচ্ছু দ্বারা পরিপূর্ণ। বাহির থেকে পেটের ভিতরের সবকিছু দেখা যাইতেছিল। আমি জিবরাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাহারা কেমন লোক? তিনি বলিলেন- তাহারা হইতেছে সুদখোর।

সুদ এবং ধ্বংস

কেহ বলিয়াছেন- যে শহরে যিনা হইতে থাকে আর সুদের প্রচলন হয়, সে শহর ধ্বংস হইয়া যায়।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি (ব্যবসা সংক্রান্ত) শরয়ী মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা করা ব্যতীত ব্যবসা করে, সে সুদে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই জন্যই হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলিতেন- যে ব্যক্তি, মাসআলা মাসায়েল অবগত নয়, সে যেন আমাদের বাজারে বেচাকেনা না করে।

চারটি ধ্বংসাত্মক কার্য

হযরত আব্দুর রহমান বিন সাবেত রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যে সকল জনপদে চারটি বিষয় ব্যাপক প্রসার লাভ করে, সে সকল জনপদ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

১। মাপে কম দেওয়া। ২। ওজনে কম দেওয়া। ৩। যিনা করা। ৪। সুদ খাওয়া।

যিনা ব্যাপক হওয়ার দ্বারা মহামারী প্রসার লাভ করে। মাপে ও ওজনে কম দেওয়ার ফলে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়। সুদের প্রচলনের ফলে হত্যা ও খুনাখুনীর বাজার গরম হইয়া যায়।

ব্যাখ্যাঃ উল্লিখিত কার্যগুলোর মধ্যে কোনটি এমন আছে, যাহা আজ আমাদের সমাজে পাওয়া যায় না? উপরোল্লেখিত হাদীছ ও উক্তি থেকে খুব ভাল ভাবে বুঝা যায় যে, ব্যবসা সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা করা ব্যবসায়ীদের জন্য কত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ? কিন্তু আজ শতকরা নিরানব্বই জন এমনকি তদপেক্ষাও অধিক ব্যবসায়ী এমন রহিয়াছে, যাহারা মাসআলা মাসায়েলও শিক্ষা করেনা, আবার শিক্ষা করার গুরুত্বের অনুভূতিও তাহাদের নাই। আফসোস! শত আফসোস! কেহ কেহ তো শরয়ী আহকাম শিক্ষা করা হইতে দূরে থাকিতে চায়। আর বলে যে, আহকাম শিক্ষা করিবার পর হালাল হারামের প্যাঁচে পড়িয়া সম্পদ উপার্জন করা দুষ্কর হইয়া পড়িবে। কোন কোন জালেম তো মুখে এতটুকু পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না যে-মওলবীগণ হালাল-হারামের প্যাঁচ করিয়া আমাদিগকে উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখিতে চায়। দুনিয়া আজ কোথায় থেকে কোথায় পৌছিয়া গিয়াছে? যাহারা এই ধরনের ধারণা রাখে বা এই ধরনের কথা বলে তাহাদের জন্য বড়ই আফসোস! তাহাদের এতটুকুও খবর নাই যে, তাহাদিগকে কাল কিয়ামতের দিনে বিশ্ব প্রতিপালকের আদালতে দন্ডায়মান হইতে হইবে। যেখানে ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের নিক্তি কায়েম করা হইবে। কুরআন পাকে তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ . وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ . اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থঃ এমন সকল ওজনকারীদের জন্য ধ্বংস যাহারা মাপিয়া লওয়ার সময় পরিপূর্ণভাবে মাপিয়া লয়, আর যখন অন্যকে মাপিয়া বা ওজন করিয়া দেয় তখন কম দেয়। তবে কি তাহারা জানেনা যে, তাহাদিগকে এমন এক বিচারের দিনে উত্থিত করা হইবে, যেদিন সমস্ত লোক বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হইবে।

কয়েকটি হাদীছঃ

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَ شَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

অর্থঃ সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের চুক্তি লিখক এবং সুদের ব্যাপারে সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি আল্লাহ পাক অভিশাপ বর্ষণ করেন, আর বলেন- গোনাহের ক্ষেত্রে তাহারা সকলে সমান। (মুসলিম শরীফ)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبٰوا يَاْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلٰثِيْنَ زِنْيَةً (احمد)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জানিয়া বুঝিয়া এক দেরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া ছত্রিশ বার যিনা অপেক্ষা খারাপ। (আহমদ)

وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهِ (احمد)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন- যাহার শরীর হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তাহার জন্য অগ্নিই উপযুক্ত।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَاْخُذْ هَدِيَّةً (بخارى)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- যখন কোন ব্যক্তি অপরকে করয দেয়, তখন সে তাহার হাদিয়া কবুল করিবেনা। (বোখারী)

গোনাহ

তৌরাত গ্রন্থের দশ অধ্যায়

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ) কে যে গ্রন্থ (তৌরাত) দান করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নোক্ত দশটি আয়াতও ছিল-

১। হে মুসা! আমার সাথে কাহাকেও শরীক করিবে না। 'অগ্নি মুশরিকদের মুখমণ্ডল ভস্ম করিয়া দিবে' আমার এই কথা অবশ্যই কার্যকর হইবে।

২। আমার এবং তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় করিতে থাক। ফলে আমি তোমাকে বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে হেফাজত করিব এবং দীর্ঘায়ু দান করিয়া আরামদায়ক জীবন ব্যবস্থা দান করিব। অধিকন্তু তুমি যে সকল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিবে তদপেক্ষা উত্তম আরও অধিক নিয়ামত প্রদান করিব।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

অর্থঃ যদি শুকরিয়া আদায় কর তাহা হইলে আরও অধিক নিয়ামত প্রদান করিব।

৩। কাহাকেও নাহক হত্যা করিবেনা অন্যথায় তোমাদের জন্য আসমান ও যমীন সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে। আর তোমরা জাহান্নামের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। আমার নামে মিথ্যা ও গোনাহের কার্যের কসম খাইবে না। যে ব্যক্তি আমার এবং আমার নামের ইয্যত করেনা, আমি তাহাকে পবিত্র করিনা।

৫। আমি স্বীয় অনুগ্রহে অন্যান্যদিগকে যে নিয়ামত প্রদান করিয়াছি- তৎসম্বন্ধে কখনও ঈর্ষা করিবেনা। ঈর্ষাকারী আমার নিয়ামতের শত্রু। আমার বন্টনের প্রতি অসন্তুষ্ট, আমার ফয়সালা অমান্যকারী। যে ব্যক্তি আমার সাথে এইরূপ আচরণ করে, তাহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

৬। যে কথা ভালভাবে শুন নাই, দেখ নাই বা বুঝ নাই এবং অন্তরে তাহা দৃঢ় বিশ্বাস কর নাই কখনও এমন কথার সাক্ষ্য দিবে না। অন্যথায় কিয়ামতের দিনে আমি এ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব।

৭। কখনও চুরি করিবে না। (বিশেষ করিয়া) স্বীয় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করিবেনা। অন্যথায় এই আমলের অপকৃষ্টতার কারণে আমি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত থেকে বঞ্চিত রাখিব, আর তোমাদের জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করিয়া দিব।

ফায়দাঃ যিনা সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বদা হারাম। কিন্তু এখানে বিশেষ করিয়া প্রতিবেশীর স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা প্রতিবেশী নিকটে বসবাস করে বলিয়া তাহার স্ত্রীর সাথে যিনা করিবার সম্ভাবনা অধিক রহিয়াছে।

৮। যে যে বিষয় নিজের জন্য পছন্দ কর- অপরের জন্যও তাহা পছন্দ করিও। (এটাই হইতেছে- ঈমান ও আখলাকের মাপকাঠি)

৯। আমাকে ব্যতীত অন্য কাহারো উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ করিবেনা। আমার নামে এবং খালেছভাবে আমার জন্য যে কুরবানী করা হয়, আমি সে কুরবানীই পছন্দ করি।

ফায়দাঃ পশু যবেহ করা ইবাদত, আর ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য জায়েয নাই।

১০। নিজকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে শনিবারে আমার ইবাদতে নিয়োজিত করিবে।

ফায়দাঃ উম্মতে মুহাম্মদিয়ার জন্য শুক্রবার হইল বরকতের দিন। অনুরূপভাবে হযরত মুসা (আঃ) -এর জন্য বরকতময় ও ঈদের দিন ছিল শনিবার।

কামেল মুমিন

বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ (কামেল) মুমিন ঐ ব্যক্তি, যাহার থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ বিপদমুক্ত থাকে (অর্থাৎ অন্য ব্যক্তিরা তাহাদের জীবন এবং ধন সম্পদ সম্পর্কে তাহার পক্ষ থেকে আশংকামুক্ত থাকে)।

* (কামেল) মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যাহার হাত ও মুখ থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে (অর্থাৎ সে কাহাকেও কষ্ট দেয়না)।

* মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ক্ষেত্রে স্বীয় প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করে (অর্থাৎ স্বীয় প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে।)।

মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে গোনাহ হইতে নেক কাজের দিকে আর অবাধ্যতা হইতে আনুগত্যের দিকে আসে।

ব্যাখ্যাঃ হিজরতের অর্থ হইল, একস্থান ছাড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাওয়া। কিন্তু খারাপ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ভাল অবস্থার দিকে যাওয়াকেও হিজরত বলা হয়।

অল্পে তুষ্ট থাক

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত এইভাবে কর, যেন তোমরা তাহাকে দেখিতেছ। নিজকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। (যাহাতে অন্তর হইতে জাগতিক আকাংক্ষা দূরীভূত করা সহজতর হয়)। স্মরণ রাখ; মুখাপেক্ষীতা দূর করে এমন সামান্য সম্পদ, ইবাদতে অমনোযোগীতা সৃষ্টি করে অধিক সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। খুব ভালভাবে জানিয়া রাখ যে, নেক কার্য পুরানো ও জীর্ণশীর্ণ হয় না, (যে ইহার সওয়াব কম পাওয়া যাইবে অথবা আদৌ পাওয়া যাইবে না)। আর আল্লাহ পাক গোনাহের কথা ভূলিয়া যান না (যে আখেরাতে আযাব থেকে বাঁচিয়া যাইতে পারিবে)।

আল্লাহ পাক গায়েব জানেন, তিনি প্রত্যেক আমল সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত আছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় আমল অনুযায়ী বিনিময় পাইবে।

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا -

অর্থঃ যদি তুমি নেক কাজ কর, তাহা হইলে নিজের জন্যই করিবে। আর যদি বদ আমল কর; তাহা হইলে উহার শাস্তি তোমার উপরই পতিত হইবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টান্ত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমার আর তোমাদের দৃষ্টান্ত হইল, যেমন- কোন ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছে আর পতঙ্গ উড়িয়া গিয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিতেছে। সেখানে একব্যক্তি বসিয়া বসিয়া পতঙ্গগুলোকে অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া হইতে বিরত রাখিয়া, অগ্নির দাহন থেকে বাঁচাইতেছে। তোমরা জাহান্নামের অগ্নির দিকে লাফাইয়া চলিতেছ আর আমি তোমাদিগকে ধরিয়া অগ্নি হইতে বাঁচাইতেছি।

ফায়দাঃ পতঙ্গ অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার সময়, যেন অন্ধ হইয়া ঝাঁপ দেয়, আর জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়। অনুরূপভাবে মানুষ কুপ্রবৃত্তির ফাঁদে পড়িয়া যেন অন্ধ হইয়া জাহান্নামের অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়।

পাঁচটি কারণ এবং তাওবা

কেহ বলিয়াছেন- পাঁচটি কারণে হযরত আদম (আঃ) -এর তাওবা কবুল

হইয়াছিল, আর পাঁচ কারণেই শয়তানের তাওবা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

আদমের তাওবা কবুল হওয়ার পাঁচটি কারণ

১। আদম (আঃ) স্বীয় গোনাহের কথা স্বীকার করিয়াছিলেন।
২। গোনাহের কারণে লজ্জিত হইয়াছিলেন।
৩। তাড়াতাড়ি তাওবা করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।
৪। নিজকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিয়াছিলেন।
৫। আল্লাহ পাকের রহমত হইতে নিরাশ হন নাই (তাওবা কবুল হওয়ার জন্য উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী)।

শয়তানের তাওবা কবুল না হওয়ার কারণ সমূহ

১। শয়তান স্বীয় গোনাহের কথা স্বীকার করে নাই। (বরং শেষ পর্যন্তও অহংকার করিয়া বলিতেছিল যে, সে আদম অপেক্ষা উত্তম)।
২। স্বীয় কর্ম সম্পর্কে লজ্জিত হয় নাই।
৩। নিজকে তিরস্কার ও ভৎর্সনা করে নাই। (বরং তাহার অহংকার এইপথে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল)।
৪। তাওবা করার জন্য তাড়াতাড়ি করে নাই (বরং আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিশপ্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছিল)।
৫। আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল। (এই ধরনের অহংকারী ও অভিশপ্তের ভাগ্যে রহমত হইতে নিরাশ হওয়া ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে?)।

বড়দের কথাও বড়

হযরত ইবরাহীম আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিতেন- খোদা না খাস্তা আল্লাহর অনুগত থাকার কারণে যদিও জাহান্নামে যাইতে হয় তবুও আল্লাহর অনুগত থাকা, তাঁহার অবাধ্য হওয়া অপেক্ষা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আবার তাহার অবাধ্য হওয়ার ফলে যদিও জান্নাত লাভ হয় তথাপি মালিকের অবাধ্যতার লজ্জা তো সর্বদাই থাকিবে যাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন আযাব। আর যদি সারা জীবন আল্লাহর অনুগত থাকি, তখন যদিও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হই, তাহা হইলে জাহান্নামের আযাবের কষ্ট তো অবশ্যই হইবে কিন্তু মালিকের অবাধ্যতার লজ্জা তো হইবে না। যাহা জাহান্নামের অগ্নির শাস্তি অপেক্ষা কঠিনতর শাস্তি। অধিকন্তু জাহান্নাম হইতে বাহির হওয়ার আশা তো অবশ্যই রহিয়াছে।

যৌবন কাল আর এই অবস্থা

হযরত মালেক বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি কোথাও যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে উতবা নামক এক যুবককে দেখিতে পাইলেন যে, সে একটি পুরাতন জামা পরিহিত অবস্থায় বিষন্ন বদনে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছে। তখন প্রচন্ড শীত থাকা সত্ত্বেও তাহার শরীর থেকে ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন- হে বৎসা! কাঁদিতেছ কেন? আর এত শীত থাকা সত্ত্বেও তোমার শরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে কিভাবে? উতবা বলিল হযরত!

এই স্থানে আমি একটি গোনাহ করিয়াছিলাম, এখানে আসার পর সে গোনাহ্টির কথা স্মরণ হইল।

ফায়দাঃ এই ব্যক্তির আল্লাহর ভয় এবং হায়া-শরম এত অধিক ছিল যে, সে এই কারণে ঘর্মাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কত বেশী হায়াদার ছিল অথচ আমরা এত বেহায়া হইয়া গিয়াছি যে, প্রতিদিন হাজারো গোনাহ করার পরও আনন্দ উল্লাসে চলাফেরা করিতেছি।

স্বীয় আমলের হিসাব নিকাশ কর

মাকহুল শামী রহমতুল্লাহি বলেন-রাত্রে বিছানায় শয়ন করিবার পূর্বে স্বীয় আমলের হিসাব নিকাশ কর। হিসাব নিকাশের ফলে যদি বুঝা যায় যে, আজ নেককার্য অধিক করিয়াছ। তাহা হইলে এই জন্য আল্লাহ শোকরিয়া আদায় কর। আর যদি গোনাহের তালিকা লম্বা হইয়া যায়, তাহা হইলে শয়ন করিতে করিতেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। যদি এইরূপ না কর, তাহা হইলে তুমি এমন এক ব্যবসায়ীর সদৃশ্য হইলে, যে চিন্তা ফিকির করা ব্যতীত বেহিসাব ব্যয় করে, আর হঠাৎ করিয়া একদিন দেখিল যে, সে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। আর তখন তাহার কিছু করার থাকে না।

প্রিয়জনের সাথে গাদ্দারী করিবে না

হযরত ওমর বিন ইয়াযীদ বলেন- ভাই! যথা সম্ভব স্বীয় প্রিয়জনের সাথে গাদ্দারী ও প্রতারণা করিওনা। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- হযরত! প্রিয়জনের সাথে কি কেহ গাদ্দারী করিতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন- হ্যাঁ, পারে। তোমার কাছে তো তুমি নিজে অত্যধিক প্রিয়। কিন্তু ইহা সত্বেও তুমি পাপ কার্যে লিপ্ত হও। তবে কি ইহা নিজের সাথে তোমার গাদ্দারী নয়?

এক উত্তম উপদেশ

জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গকে বলিল, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। বুযুর্গ বলিলেন- স্বীয় প্রতিপালক, তাঁহার মাখলুক এবং নিজের প্রতি জুলুম করিবেনা।

প্রতিপালকের প্রতি জুলুম হইল- তাঁহার বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে ছাড়িয়া অন্যের ইবাদতে লাগিয়া যাওয়া।

ব্যাখ্যাঃ ইহা হইল শিরক। আর মাখলুকের প্রতি জুলুম হইল- তাহাদের দোষত্রুটিগুলি মানুষের কাছে প্রকাশ করিয়া দেওয়া। কুরআন পাকে শিরককে বড় গোনাহ বলা হইয়াছে-

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ـ

মাখলুকের প্রতি জুলুম হইল- তাহাদের দোষত্রুটিগুলি মানুষের কাছে প্রকাশ করিয়া দেওয়া।

ব্যাখ্যাঃ যাহা বর্তমানে আমাদের মজলিশ সমূহের শোভা বলিয়া বিবেচিত হয়। নিজের প্রতি জুলুম হইল- আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনে অলসতা করা।

আমাদের আসলাফ (পূর্ববর্তীগণ) কি পরিমাণ মোত্তাকী ছিলেন

একদা খমস বিন হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- একটি গোনাহের কারণে আমি চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছি। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহা কিরকম গোনাহ, যাহার কারণে আপনি এত অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন? তিনি বলিলেন, একদা আমার এক বন্ধু আগমন করিয়াছিলেন। আমরা উভয়ে মিলিয়া বাজার হইতে মাছ খরিদ করিয়া রন্ধন করিয়া আহার করিলাম। আহার সমাপান্তে হাত ধৌত করিবার সময় আমি আমার এক প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত, তাহার ঘরের দেয়াল হইতে সামান্য মাটি লইয়াছিলাম। এই কারণে ক্রন্দন করিতেছি।

প্রশ্নকারী তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন যে, এমন একটি ক্ষুদ্র গোনাহের জন্য আপনার এই অবস্থা হইয়াছে? তখন খমস বিন হাসান বলিলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ মানুষ যে গোনাহটি ক্ষুদ্র মনে করে (অর্থাৎ সাধারণ মনে করিয়া তওবা ও এস্তেগফার করার চিন্তা করেনা) আল্লাহ পাকের কাছে তাহা বড় গোনাহ, আর যে গোনাহকে মানুষ বড় মনে করে আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে তাহা অতি ক্ষুদ্র গোনাহ।

ফায়দাঃ মানুষ যে গোনাহটি বড় এবং ধ্বংসাত্মক মনে করে নিঃসন্দেহে সে গোনাহের জন্য তাওবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করায় লাগিয়া যায়। ফলে গোনাহটি ক্ষুদ্র হইয়া যায়, এমন কি গোনাহ নিঃশেষ হইয়া যায়। কোন সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহু- এর বাণী-

لَاصَغِيْرَةَ مَعَ الْاِصْرَارِ وَلَا كَبِيْرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ

গোনাহ করায় অবিচল থাকিলে গোনাহ ছগিরা থাকে না অর্থাৎ গোনাহ কবীরায় পরিণত হয়। আর ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিলে কোন গোনাহ কবীরা থাকে না।

আওয়াম বিন হাওশাব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- গোনাহ করার পর চারটি বিষয় গোনাহ করা অপেক্ষাও বিপজ্জনক (১) গোনাহ ক্ষুদ্র মনে করা। (২) উক্ত গোনাহ করায় লাগিয়া থাকা। (৩) গোনাহ করিয়া খুশী হওয়া। (৪) গোনাহের হালতে থাকা, তাওবা না করা।

গোনাহের দশটি খারাপী

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- হে আমার ভ্রাতাগণ। নিম্নোক্ত আয়াতের কারণে তোমরা যেন ধোকা না খাও। আয়াতটি হইল-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

অর্থঃ যে ব্যক্তি একটি নেকী লইয়া আসিবে, সে উহার দশ গুণ সওয়াব লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি গোনাহ লইয়া আসিবে, শুধু উহার সমান বিনিময়ই পাইবে এবং তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

কেননা অত্র আয়াতে ঐ ব্যক্তিকে দশ গুণ সওয়াব প্রদানের সুসংবাদ দেওয়া

হইয়াছে, যে কিয়ামতের দিন স্বীয় নেক আমল সহ পৌঁছিতে পারে। আমল করা তো সহজ, কিন্তু হাশরের ময়দান পর্যন্ত আমল লইয়া যাওয়া কষ্টকর। (যে আমল কবুল হইয়াছে, ঐ আমলই হাশরের ময়দান পর্যন্ত পৌঁছিবে। আর আমল কবুল হইয়াছে কিনা এই সম্পর্কে কাহারো কোন খবর নাই)। যদিও আয়াতের মধ্যে এক গোনাহের মাত্র একটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটি গোনাহের মধ্যে দশটি করিয়া খারাপী রহিয়াছে। যেমন-

(১) সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টি। (২) শয়তানের খুশী (৩) জান্নাত হইতে দূর হওয়া। (৪) জাহান্নামের নিকটবর্তী হওয়া। (৫) নিজের ব্যাপারে সীমালংঘন। (৬) ইহার কারণে অন্তর অপবিত্র হইয়া যাওয়া। (অথচ আল্লাহ পাক অন্তর পবিত্র বানাইয়াছেন।) (৭) হেফাজতকারী ফিরিশতাদের কষ্ট দেওয়া। (৮) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কারণে বিষন্ন হওয়া, (উম্মতের গোনাহ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করানো হয়, আর তিনি ইহাতে বিষন্ন হন।) (৯) রাত্র অথবা দিবসে, তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা (কিয়ামতের দিনে গোনাহ করার স্থান ও সময় গোনহগারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে)। (১০) সৃষ্টির সাথে খেয়ানত করা।

ব্যাখ্যাঃ মানুষের সাথে খেয়ানত এইভাবে হইল যে, গোনাহ করার কারণে গোনাহগার বিশ্বাস যোগ্যতা হারাইয়া ফেলে। ফলে তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

সুতরাং যাহার পক্ষে সে সাক্ষ্য দিতে পারিত, অবশ্যই তাহার হক নষ্ট হইয়া গেল। অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে খেয়ানত এইভাবে হইল যে, তাহার গোনাহের পরিণামে আল্লাহর রহমত কম অবতীর্ণ হয়। ফলে সমস্ত সৃষ্টি এমনকি জড়পদার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ ও সর্বাপেক্ষা বড় জালেম

কেহ বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি নেক ও সৎ কার্যের ক্ষেত্রে নিজের সাথে কৃপণতা করে সে হইল সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নাফরমানী করিয়া নিজের প্রতি জুলুম করে, সে হইল সর্বাপেক্ষা বড় জালেম।

মারেফাতের বাতি যেন নির্বাপিত না হয়

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি- হে মানুষ! গোনাহ করিওনা। কেননা গোনাহ অমঙ্গলজনক। ইহা একটি মারাত্মক পাথরের ন্যায়। যাহা আনুগত্যের বিশুদ্ধতার হেফাজতকারী প্রাচীর ভাঙ্গিয়া খান খান করিয়া দেয়। সুতরাং গোনাহ এই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর আনুগত্যের মধ্যে কুপ্রবৃত্তির বাতাস মিশ্রিত করিয়া মারেফাতের বাতি নির্বাপিত করিয়া দেয়।

ইলম প্রভাবহীন কেন

জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করিল- আমরা তো অনেক জ্ঞান গর্ভ কথা শ্রবণ করিয়া থাকি কিন্তু ইহাতে লাভবান হইতে পারি না। ইহার কারণ কি? বুযুর্গ বলিলেন, তোমাদের মধ্যে পাঁচটি ত্রুটি রহিয়াছে, যাহার কারণে তোমরা এই নিয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিতেছ।

(১) আল্লাহপাকের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর না।
(২) গোনাহ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা কর না।
(৩) যতটুকু জান- তাহার উপর আমল কর না।
(৪) নেককার মানুষের সংস্পর্শে বস কিন্তু তাহাদের অনুসরণ কর না।
(৫) মৃত ব্যক্তিদের দাফন করিবার সময় উপদেশ লাভ কর না।

পাঁচজন ফিরিশতার ঘোষণা

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমার পিতা আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইরশাদ বর্ণনা, প্রতি দিন পাঁচজন ফিরিশতা আসমান হইতে অবতরণ করিয়া ঘোষণা দিতে থাকে-

প্রথম ফিরিশতা বলে- যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত ফরয আহকাম সমূহ পালন না করে, সে আল্লাহর রহমত হইতে বাহির হইয়া যায়।

দ্বিতীয় ফিরিশতা বলে- যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নত সমূহ আদায় না করিবে, সে তাঁহার শাফায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিবে।
তৃতীয় ফিরিশতা বলে- যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে, তাহার আমল প্রত্যাখ্যান করিয়া দেওয়া হইবে।
চতুর্থ ফিরিশতা মৃত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিয়া বলে- হে কবরবাসী! তোমরা কিসের উপর ঈর্ষা কর, আর কিসের কারণে লজ্জিত হও। মৃত ব্যক্তিরা উত্তর দেয়, আমরা এই বিষয়ে লজ্জিত যে, আমরা স্বীয় জীবন নষ্ট করিয়াছি ও আখেরাতের জন্য প্রস্তুত হই নাই। আর ঐ সকল ব্যক্তিদের উপর ঈর্ষা করি যাহারা এখনও জীবিত আছে। কেননা তাহাদের ইবাদত, তিলাওয়াত, যিকির করার এবং দরূদ পাঠ করার সুযোগ রহিয়াছে। আমরা এইসব কিছু হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

পঞ্চম ফিরিশতা বলে- হে মানুষ! আল্লাহ পাকের ক্রোধও আছে, আবার তিনি সাজাও প্রদান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধ ও সাজার ভয় করে। তাহার উহা হইতে বাঁচিবার উপায় অবলম্বন করা দরকার। সে যেন স্বীয় গোনাহ সমূহ হইতে তাওবা করে। হে মানুষ! আমরা তো তোমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছি কিন্তু তোমরা আকাংক্ষী হইতে পার নাই। আমরা তোমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছি কিন্তু তোমরা আল্লাহর ক্রোধকে ভয় কর নাই। আল্লাহকে ভয় করে এমন ব্যক্তি, নিস্পাপ শিশু, পশু, আর ইবাদতকারী বৃদ্ধলোক যদি দুনিয়াতে অবস্থান না করিত, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করা হইত।

জ্ঞানগর্ভ উক্তি

(১) একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে বলিলেন- হে আয়েশা! ছোট ছোট গোনাহ হইতেও খুব সতর্ক থাক। আল্লাহ পাকের দরবারে এই গুলি সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে।
(২) কেহ বলিয়াছেন- ছোট গোনাহের দৃষ্টান্ত হইতেছে। যেমন- কোন ব্যক্তি

ছোট ছোট শুকনা লাকড়ি একত্রিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। এই অগ্নিও ছাড়াইয়া পড়িয়া বহু বড় ধ্বংস টানিয়া আনিতে পারে।

(৩) যে ব্যক্তি নেকী বপন করিবে সে নিরাপদে থাকিবে। (তাওরাত)

(৪) যে ব্যক্তি পাপ বপন করিবে- সে অপমানিত ও লজ্জিত হইবে। (ইঞ্জিল)

(৫) কোন এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করিল- নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আপনি কাহাকে অধিক পছন্দ করেন। অধিক গোনাহ যে করে তাহাকে? না যে অধিক নেকী করে তাহাকে? না যে কম গোনাহ করে তাহাকে? না যে কম নেকী করে তাহাকে? তিনি বলিলেন- যে ব্যক্তি কম গোনাহ করে সে আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

(৬) কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন- আমল তো প্রত্যেকেই করে- কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহ পরিত্যাগ করে সে হইল বুদ্ধিমান।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, নেকী করা আর পাপ বর্জন করা উভয়ের মধ্যে পাপ বর্জন করা উত্তম। কেননা নেকী লইয়া হাশরের ময়দান পর্যন্ত পৌছার শর্তারোপ করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন-

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا –

অর্থঃ যে ব্যক্তি নেকী লইয়া আগমন করিবে সে উহার দশগুণ বিনিময় লাভ করিবে।

কিন্তু গোনাহ করার জন্য কোনরূপ শর্তারোপ করা হয় নাই। আল্লাহ পাক বলেন-

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى –

অর্থঃ যে ব্যক্তি নিজকে প্রবৃত্তির চাহিদা হইতে বিরত রাখে তাহার ঠিকানা হইল জান্নাত।

নিঃস্ব কে?

একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন-বলতো নিঃস্ব কে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, যাহার কাছে টাকা পয়সা নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ না, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হইল ঐ ব্যক্তি, যে নামায, যাকাত ইত্যাদি সহ কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। কিন্তু দুনিয়াতে হয়তো কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও হয়তো অপবাদ দিয়াছে; কাহারো সম্পদ হরণ করিয়াছে, কাহাকেও হয়তো হত্যা করিয়াছে, কাহাকেও হয়তো মারধর করিয়াছে। এই সকল জুলুমের বিনিময়ে তাহার সমূদয় সওয়াব অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দিয়া দেওয়া হইবে। আর সে শূণ্য হাতে দাঁড়াইয়া থাকিবে। যদি মানুষের হক আদায় হওয়ার পূর্বে তাহার সওয়াব শেষ হইয়া যায়- তখন তাহাদের গোনাহ এই জালেমের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

অত্যাচারিতকে সাহায্য কর অন্যথায়

হযরত আবু মায়সারা রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- দাফন করার পর ফিরিশতা মৃত ব্যক্তিকে এত জোরে বেত্রাঘাত করে যে, বেত্রাঘাতের কারণে অগ্নির ঝলক পর্যন্ত দেখা যায়। মৃত ব্যক্তি এই বেত্রাঘাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ফিরিশতা বলেন, দুনিয়াতে তুমি এক অত্যাচারিতের নিকট দিয়া যাইতেছিলে- সে সাহায্য চাহিয়া তোমার কাছে ফরিয়াদ করিতেছিল। তোমার সামর্থ্য থাকা সত্বেও তুমি তাহাকে সাহায্য কর নাই। আর এই বেত্রাঘাত উহারই শাস্তি।

ব্যাখ্যাঃ অত্যাচারিতের সাহায্য না করার শাস্তিই যখন এই পরিমাণ- তাহা হইলে জালিমের শাস্তি কি পরিমাণ হইতে পারে?

মায়মুন বিন মেহরান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন- যদি তুমি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া থাক। আর ক্ষমা প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা থাকা সত্বেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পার নাই। তাহা হইলে প্রত্যেক নামাযের পর তাহার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাক। ইহার বরকতে সে জুলুম মাফ হইয়া যাইবে।

জালেমের সাহায্য করিবে না

হযরত ইবনে মাসউদ রাদি আল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি কোন জালেমের সাহায্য করিবে অথবা কোন মুসলমানের হক নষ্ট করার জন্য তাহাকে পথ দেখাইবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর গযবের উপযুক্ত হইবে এবং জুলুমের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপিবে।

সর্বাপেক্ষা বড় মূর্খ

একদা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হযরত আহনাফ বিন কায়স রাদিআল্লাহু আনহু- এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্বাপেক্ষা বড় মূর্খ কে? তিনি উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি পরকালকে স্বীয় জাগতিক জীবনের বিনিময়ে বিক্রি করে। হযরত ওমর রাদি আল্লাহু আনহু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন- তাহার অপেক্ষা বড় মূর্খ কে? হযরত আহনাফ বিন কায়স রাদিআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় পরকালকে অপরের জাগতিক বিনিময়ে বিক্রি করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষ দুনিয়াতে হারাম পন্থা ধন-সম্পদ উপার্জন করে ফলে তাহার পরকাল নষ্ট হয়। আর উপার্জিত সম্পদ যখন অপরের জন্য ছাড়িয়া মরিয়া যায়, যেন সে অন্যের জন্য সম্পদ উপার্জনের পিছনে নিজের পরকাল নষ্ট করিল।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু- এর উক্তি

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু- এর প্রসিদ্ধ উক্তি। তিনি বলিয়াছেন- আমি কাহারো প্রতি এহসানও করি নাই, আর কাহারো অনিষ্টও করি নাই। অন্যের প্রতি এহসান করা প্রকৃত পক্ষে নিজের প্রতিই এহসান করা। কেননা ইহার লাভ সে নিজেই ভোগ করিবে। অনুরূপভাবে যদি অন্যের প্রতি জুলুম করা হয়, তবে ইহার আযাব জুলুমকারীর উপরই আপতিত হয়, যেন সে নিজের প্রতিই জুলুম করিয়াছে। কুরআন পাকে বর্ণনা করা হইয়াছে-

من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها –

অর্থঃ যে নেক কাজ করিয়াছে- ইহার ফায়দা সে লাভ করিবে। আর যে বদ কাজ করিয়াছে ইহার পরিণাম তাহার উপর আসিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পরিমাণ সতর্ক ছিলেন

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- কোন এক মুহাজির কোন এক প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে একাকী সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। কিন্তু সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়ারীতে আরোহন করিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। তখন উক্ত সাহাবী সামনে আসিয়া সওয়ারীর লাগাম ধরিয়া আবেদন করিলেন- আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- এখন লাগাম ছাড়িয়া দাও। তোমার প্রয়োজন পূর্ণ হইয়া যাইবে। সাহাবী হাল ছাড়িলেন না। বার বার প্রয়োজনের কথা বলিতে চাহিলেন। তখন ফজরের নামাযের ওয়াক্ত প্রায় শেষ হইয়া যাইতেছিল। তাই রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া সরাইয়া দিলেন।

নামায সমাপনান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- এখনই আমি এক ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করিয়াছি। যদি সে এখানে থাকে তাহা হইলে যেন দাঁড়াইয়া যায়। সে সাহাবী ভয়ে ভয়ে খাড়া হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ কাছে আস! সাহাবী কাছে আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আমাকে বেত্রাঘাত করিয়া প্রতিশোধ লও। সাহাবী বলিলেন- আল্লাহর আশ্রয় চাহিতেছি। আমি কি স্বীয় মনিবকে বেত্রাঘাত করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- কোন অসুবিধা নাই। প্রতিশোধ গ্রহণ কর। সাহাবী পুণরায় একই উত্তর দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- ঠিক আছে। তাহা হইলে মাফ করিয়া দাও। তখন সাহাবী বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমি মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ লোকজন! আল্লাহকে ভয় কর। কাহারো প্রতি জুলুম করিওনা। যদি কেহ কোন মুমিনের প্রতি জুলুম করে তাহা হইলে কি..মতের দিন আল্লাহ তাহাকে শাস্তি দিবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন- কিয়ামতের দিন অত্যাচারিত ব্যক্তি সফল হইবে।

বান্দার হক

হযরত সুফিয়ান ছাওরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যদি তুমি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ কর যে, তুমি সত্তর বার আল্লাহর হক নষ্ট করিয়াছ। (অর্থাৎ তাহার নাফরমানী করিয়াছ)। তাহা হইলে তোমার এই অবস্থা বান্দার হক একবার নষ্ট করা অপেক্ষা উত্তম।

ফায়দাঃ আল্লাহর হকের তুলনায় বান্দার হক অধিকতর বিপজ্জনক। আল্লাহ পাক দয়ালু। আল্লাহর নিকট বান্দার গোনাহ আকাশের তারকার ন্যায় অসংখ্য হইলেও আবার সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হইলেও- গোনাহ মাফের আশা করা যায়। পক্ষান্তরে বান্দা কৃপণ। তাহার থেকে এতটুকু আশাও ক্ষীন যে, সে অন্যকে একটি হকও মাফ করিয়া দিবে।

ঋণের ব্যাপারে অমনোযোগী হইও না

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- ঋণী ব্যক্তি যতক্ষণ ঋণ পরিশোধ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত যয়তুনের তৈল বা উহা হইতেও কম মূল্যের সালন ব্যবহার করা তাহার জন্য উচিত নয়।

ব্যাখ্যাঃ নিজের প্রয়োজন পরিহার করিয়া বা কম করিয়া প্রথমে ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করা উচিত।

সৃষ্টির সেবা করার ফজিলত

ফুযায়ল বিন আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিতেন- কুরআন পাকের এক আয়াত হাযার বার তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উক্ত আয়াত একবার পাঠ করিয়া তদনুযায়ী আমল করা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

এক মুসলমানকে খুশী করা আর তাহাকে সাহায্য করা জীবন ভরিয়া ইবাদত করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।

দুনিয়া বর্জন করা আসমানের সকল ফিরিশতাদের সমান ইবাদত করা অপেক্ষা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।

হারাম এক পয়সা পরিত্যাগ করা একশত বার হজ্জ করা অপেক্ষা উত্তম। (যদিও হজ্জ হালাল উপার্জন দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে)।

জুলুম ঈমানের জন্য বিপজ্জনক

হযরত আবু বকর ওররাক রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- মানুষের উপর জুলুম করার কারণে অধিকাংশের অন্তর হইতে ঈমান বাহির হইয়া পড়ে। আবুল কাসেম হাকীমকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন কোন গোনাহ আছে কি? যাহার কারণে অন্তর হইতে ঈমান বাহির হইয়া যায়? তিনি উত্তর দিলেন এই ধরনের তিনটি গোনাহ রহিয়াছে।

(১) ইসলামের নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করা।

(২) ইসলাম মিটিয়া যাওয়াতে ভয় না করা।

(৩) মুসলমানের প্রতি জুলুম করা।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অসীয়ত

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তিনটি অসীয়ত করিয়াছেন-

(১) বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করিতে থাক। (ইহার দ্বারা কুপ্রবৃত্তির চাহিদাগুলি নিজে নিজেই মিটিয়া যায়) (২) সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিতে থাক। (ইহার ফলে নিয়ামত বৃদ্ধি পাইতে থাকে) (৩) সব সময় দোয়া করিতে থাক। (বলা যায় না- কখন দোয়া কবুল হইয়া যায়)

অতঃপর তিনটি কাজ থেকে বাঁচিয়া থাকিতে বলিলেন-

(১) কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করিবেনা। আর এই ব্যাপারে কাহাকেও সাহায্য করিবেনা। (ইহা খারাপ চরিত্রের পরিচায়ক)

(২) কখনও কাহারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবেনা। (কারণ যাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়, আল্লাহ পাক তাহাকে সাহায্য করেন)

(৩) কখনও কাহাকেও ধোকা দিবেনা। ধোকা দেওয়ার পরিণাম সর্বদা ধোকাবাজের উপর পতিত হয়)

গোমরাহীর তিন কারণ

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- মানুষ পথ ভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি কারণই যথেস্ট।

(১) কোন ব্যক্তি, যে সকল খারাপ কাজ নিজে করে, অন্যেরা সেই খারাপ কার্য করিলে, সে তাহাদের এই সকল কার্যের কারণে তাহাদের দোষ বর্ণনা করে। (আজকাল অন্যের দোষ বর্ণনাকারী প্রতিটি ব্যক্তি, যদি নিজের দোষের থলির প্রতি দেখে তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সেও লজ্জিত হইবে)।

(২) যখন কোন ব্যক্তি অন্যান্য লোকদের সমুদয় দোষক্রুটি দেখে অথচ সে সকল দোষক্রুটি তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকার পরও সে নিজের দোষক্রুটি দেখেনা। (আজকাল আমাদের অবস্থা ঠিক এইরূপ। অন্যের চোখের সামান্য ধুলি কণাও দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু স্বীয় চোখে বিদ্ধ তীরও দৃষ্টিগোচর হয় না।)

(৩) সাথীদের বেহুদা কষ্ট দেওয়া। (কোন কোন লোক শুধু অন্যকে কষ্ট দেওয়ায় আনন্দ পায়)।

কত শক্ত এই আযাব?

ইয়াযীদ বিন সামুরা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামের কোন কোন স্থান সমুদ্রের বেলাভূমির ন্যায় হইবে। ইহাতে উটের ন্যায় সাপ আর খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু থাকিবে। জাহান্নামীরা যখন তাহাদের আযাব হালকা করিয়া দেওয়ার জন্য আবদার করিবে তখন তাহাদিগকে উক্ত স্থানের দিকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। সেখানে পৌছার পরই সাপ-বিচ্ছু তাহাদিগকে দংশন করিতে থাকিবে। দংশন করিতে করিতে শরীরের সমুদয় চামড়া ঝাঁঝরা করিয়া ফেলিবে। অসহ্য হইয়া পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরিয়া যাওয়ার আবেদন করিবে। তখন তাহাদিগকে পুনরায় অগ্নিতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের শরীর খুজলি পাঁচড়ায় ভরিয়া যাইবে। তাহারা এমনভাবে চুলকাইতে থাকিবে যে শরীরের গোশত উঠিয়া গিয়া হাড় পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে কেহ জিজ্ঞসা করিবে- এই খুজলির কারণে তোমাদের কোন প্রকার কষ্ট হইতেছে কি? তাহারা জবাব দিবে যে- সীমাহীন কষ্ট হইতেছে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে- এই কষ্টের কারণ হইল তোমরা দুনিয়াতে মুমিনকে কষ্ট দিতে। আজ উহার মজা দেখ।

কয়েকটি হাদীছ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ (مسلم)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আল্লাহ পাক এমন বান্দাকে পছন্দ করেন, যে মুত্তাকী হয়। দুনিয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী হয় না এবং স্বখ্যাতি পছন্দ করেনা। (মুসলিম)

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَاَىُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ (احمد)

অর্থঃ জনৈক ব্যক্তি বলিল- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! উত্তম ব্যক্তি কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যে দীর্ঘায়ু পায় আর তাহার আমল ভাল হয়। সে ব্যক্তি আবার বলিল- নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- যে দীর্ঘায়ু পায় কিন্তু তাহার আমল খারাপ হয়। (আহমদ)

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ -

অর্থঃ বুদ্ধিমান হইল ঐ ব্যক্তি যে নিজকে চিনে এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে। বেওকুফ হইল ঐ ব্যক্তি যে কুপ্রবৃত্তির চাহিদা মত চলে আর আল্লাহ পাকের কাছে সুপ্রতিদানের আকাংক্ষা করে।

রহমত ও দয়ামায়া

রহম কর- তোমার প্রতি রহম করা হবে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- এক ব্যক্তি কোথাও যাইতেছিল। পথ চলা অবস্থায় সে পিপাসিত হইয়া পড়িল। তাই এক কূপের নিকট গিয়া পানি পান করিল। ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিতে পাইল যে, এক কুকুর অতিশয় তৃষ্ণার কারণে জিহবা বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া কাদা চাটিতেছিল। তাহার ধারণা হইল যে, কুকুরটিও তাহার ন্যায় পিপাসিত। তখন সে পুনরায় কূপের নিকট গিয়া স্বীয় মুজা দ্বারা পানি তুলিয়া কুকুরকে পান করাইল। তাহার এই আমলে সন্তুষ্ট হইয়া আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। উপস্থিত সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! জানোয়ারের সাথে সদাচরণ করারও সুপ্রতিদান পাওয়া যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ প্রতিটি জানোয়ারের সাথে সদাচরণ করার সুপ্রতিদান পাওয়া যায়।

ফায়দাঃ কুকুরের সাথে সদাচরণ করার বিনিময় যখন এইরূপ। তাহা হইলে মানুষের সাথে সদাচরণ করার বিনিময় কিরূপ হইতে পারে?

রহম দিল আর জান্নাত

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ যাহার অন্তরে রহম রহিয়াছে এমন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ জান্নাতে যাইবেনা। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আমাদের সকলের অন্তরেই তো রহম রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ অন্তরে রহম থাকার অর্থ ইহা নহে যে, শুধু নিজেদের জন্য রহম করা বরং সমস্ত মানুষের সাথে রহমত ও অনুগ্রহের আচরণ করা হইল অন্তরে রহমত থাকা।

ব্যাখ্যাঃ আমাদের যুগ তো এক আশ্চর্যজনক যুগ। এই যুগে তো ভাই-এর প্রতিও ভাই রহম করেনা।

কাহাকেও ভৎর্সনা করিওনা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন যে, যদি কাহাকেও কোন খারাপ আমলের শাস্তি পাওয়া অবস্থায় দেখিতে পাও; তাহা হইলে তাহাকে ভৎর্সনা করিওনা। তাহার বিরুদ্ধে শয়তানকে সহায়তা করিওনা। বরং এইরূপ বল-হে আল্লাহ! তাহার প্রতি রহম করুন, তাহার প্রতি দয়া করুন।

ফায়দাঃ আমাদের উচিত যেন আমরা নিজেদের অন্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখি যে, আমাদের মধ্যে এই উত্তম চরিত্রটি বিদ্যমান আছে কিনা? না আমাদের মধ্যে চরিত্রগত এই দিকটির অধঃপতন আসিয়াছে।

সহানুভূতির মাপকাঠি

হযরত নুমান বিন বশীর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে শুনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মুসলমানদের উচিত তাহারা যেন একে অপরের সংশোধন করার ক্ষেত্রে আর সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকে। দেহের এক অঙ্গের কষ্ট হইলে সমূদয় দেহ সতর্ক হইয়া অস্থির হইয়া উঠে।

ফায়দাঃ আজকাল মুসলমানদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আছে কি? যদি না থাকে তাহা হইলে অবনতি ও ধ্বংসের অভিযোগ কেন?

ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে কি?

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু স্বীয় খিলাফতের যুগে রাত্রে জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য বাহির হইলেন। দেখিলেন মাঠের মধ্যে এক কাফেলা লোক তাবু গাড়িয়া নিদ্রামগ্ন রহিয়াছে। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু তাহাদের মালপত্র চুরি হওয়ার আশংকা অনুভব করিলেন। তাই আবদুর রহমান বিন আওফ রাদিআল্লাহু আনহু -এর কাছে পৌছিলেন ও তাহাকে সাথে করিয়া লইলেন। সারা রাত্র কাফেলার লোকজনকে পাহারা দিলেন। ভোর হওয়ার পর তাহাদিগকে ফজরের নামাযের জন্য জাগরিত করিলেন, অতঃপর রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইনসাফ তো এই রকমই হয়

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু এক বৃদ্ধ যিম্মী কাফেরকে এক বাড়ীর দরজায় ভিক্ষা চাইতে দেখিলেন। তিনি ইহাতে ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন- আমরা তোমার প্রতি ইনসাফ করি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি যুবক ছিলে ততক্ষণ তোমার কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করিয়াছি। এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, আর তোমাকে মানুষের দরজায় দরজায় ভিক্ষা করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি। এই কথা বলিয়া সাথে সাথে বায়তুল মাল হইতে বৃদ্ধের জন্য তাহার প্রয়োজন মোতাবেক ভাতা জারী করিয়া দিলেন।

রহম ও দানের বিনিময়ে জান্নাত

হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক লোক রহিয়াছে, যাহাদের নামায রোযার আমল অনেক হওয়ার পরও তাহারা জান্নাতে যাইবেনা। বরং অন্তরের সাফায়ী, দান এবং মুসলমানদের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি তাহাদিগকে জান্নাতে লইয়া যাইবে।

মুসলমানদের দশটি হক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলিলেন- তোমাদের উপর মুসলমানদের চারটি হক রহিয়াছে।

(১) এহসানকারীকে সাহায্য করা। (২) গোনাহগারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(৩) হাকীম বা বিচারকের জন্য দোয়া করা। (৪) তওবাকারীকে ভালবাসা।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের অপরের প্রতি ছয়টি হক রহিয়াছে, যাহা আদায় করা প্রত্যেকের দায়িত্ব-

(১) অপরের দাওয়াত কবুল করা। (২) অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাওয়া। (৩) জানাযার নামাযে শরীক হওয়া। (৪) একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হইলে সালাম করা। (৫) কেহ উপদেশ গ্রহণের আকাংক্ষা করিলে উপদেশ প্রদান করা। (৬) কেহ হাঁচি দিয়া "আলহামদু লিল্লাহ" বলিলে শ্রবণকারী "ইয়ার হামুকাল্লাহ" বলা।

কামেল (পরিপূর্ণ)-ঈমান

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

(১) যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের আয়েব (দোষ) গোপন করিয়া রাখে, আল্লাহ পাক আখেরাতে তাহার আয়েব (দোষ) গোপন করিয়া রাখিবেন।

(২) যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের পার্থিব কষ্ট দূর করিবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনে তাহার কষ্ট দূর করিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি নিজের জন্য যাহা পছন্দ করে যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের জন্য তাহা পছন্দ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

(৪) যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করে না, তাহার প্রতিও অনুগ্রহ করা হয় না।

(৫) যে অপরের ভূল ত্রুটি মার্জনা করেনা, তাহার ভুলত্রুটিও মাফ করা হইবে না।

(৬) যে ব্যক্তি অপরের ওযর কবুল করেনা, আল্লাহ পাক তাহার ওযরও কবুল করিবেন না।

(৭) তোমরা পৃথিবীর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর; তাহা হইলে আসমানে বসবাসকারীগণ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

হে মানুষ! যদি তুমি অপরের প্রতি অনুগ্রহ কর; তাহা হইলে তোমার প্রতিও অনুগ্রহ করা হইবে। তুমি আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ পাওয়ার আকাংক্ষা কর অথচ তুমি নিজে অনুগ্রহ কর না। (ইঞ্জিল)

নিজের ঝুলিতে দেখ

শকীক যাহেদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যদি তোমার কাছে কাহারও দোষ বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে তুমি দোষী সাব্যস্ত করিওনা বরং তাহার সাথে অনুগ্রহের আচরণ করিও। কেননা তুমি তাহার চেয়ে খারাপ। যদি তোমার সামনে কোন নেককারের আলোচনা করা হয়, আর তোমার অন্তরে যদি তাহার অনুকরণ করার আগ্রহ পয়দা না হয়, তাহা হইলে তুমি জানিয়া লও যে, তুমিই খারাপ।

হযরত ঈসা (আঃ) -এর নসীহত

হযরত মালেক বিন আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- জনৈক ব্যক্তি আমার নিকট হযরত ঈসা (আঃ) -এর বাণী নকল করিয়াছেন-

(১) আল্লাহর যিকির ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলিওনা। অন্যথায় তোমার অন্তর শক্ত হইয়া যাইবে। আর যাহার অন্তর শক্ত -সে আল্লাহ হইতে দূরে।

(২) মানুষের দোষ এইভাবে দেখিওনা যে, তুমি তাহার মনিব। বরং এইভাবে দেখ যে, তুমি তাহার গোলাম।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মানুষ দুই অবস্থার উপর আছে।

(১) কতকলোক রহিয়াছে, যাহারা বিপদে আক্রান্ত।

(২) কতকলোক রহিয়াছে, যাহারা সুখী ও আরামের জীবন যাপন করিতেছে।

যখন বিপদে আক্রান্ত অস্থির ব্যক্তিকে দেখিবে তখন তাহার প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহার জন্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া কর। আর সুখী ব্যক্তিকে যখন দেখিবে তখন আল্লাহর প্রশংসা করিয়া শুকরিয়া আদায় কর। এইজন্য যে- আমাদের এই ভাই সুখে রহিয়াছে।

নোটঃ যদি মানুষের এইরূপ মন-মানসিকতা পয়দা হয়, তাহা হইলে দুনিয়া হইতে ঝগড়া-ফাসাদ মিটিয়া যাইবে।

সারগর্ভ তিনটি কথা

আবু আবদুল্লাহ শামী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি একবার হযরত তাউস রহমতুল্লাহি আলাইহি এর সাথে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গেলাম। তাহার দরজাতে হাত দ্বারা আওয়াজ দিলাম। এক অতিশয় দুর্বল বৃদ্ধলোক বাহির হইয়া বলিলেন-

'আমিই তাউস।' আমি অবাক হইয়া বলিলাম, আপনিই 'তাউস। অতঃপর আমি তাহার সাথে ঘরের ভিতর গেলাম। তিনি বলিলেন কি জিজ্ঞাসা করিবার আছে জিজ্ঞাসা কর। আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে সারগর্ভ উত্তর দিব। আমি বলিলাম- যদি আপনার অবস্থা এমন যে, আপনি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদানের ভাব লইয়া আছেন তাহা হইলে আমিও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করিব। আমার প্রশ্ন করার আগেই তিনি বলিলেন- যদি বল তাহা হইলে আমি মাত্র তিনটি কথার মধ্যে কুরআন, ইঞ্জিল আর তৌরাত গ্রন্থত্রয়ের সারকথা বর্ণনা করিয়া দিব। আমি বলিলাম- অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন-

(১) আল্লাহ তাআলাকে এইভাবে ভয় কর, যেন তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও এত ভয় না কর।

(২) আল্লাহ পাকের কাছে এত বেশী অনুগ্রহের আশা রাখ যেন তাহা আল্লাহর ভয়ের উপর প্রাধান্য পাইয়া যায়।

(৩) নিজের জন্য যাহা পছন্দ কর- অন্যের জন্যও তাহাই পছন্দ কর।

ঈমান পরিপূর্ণকারক তিনটি আমল

হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিল, সে নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করিল-

(১) অভাব থাকা সত্ত্বেও খরচ করা। (২) নিজের প্রতি ইনসাফ করা। (৩) সালামের প্রচলন করা।

আল্লাহর পছন্দনীয় তিনটি কার্য

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনটি কার্য আল্লাহর কাছে সীমাহীন পছন্দনীয়-

(১) প্রতিশোধ লওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মাফ করিয়া দেওয়া (ইহা উচ্চ পর্যায়ের বীরত্ব)।

(২) মধ্যপন্থা অবলম্বন করা (দ্বীনি এবং পার্থিব উভয় ব্যাপারে)।

(৩) আল্লাহর বান্দাদের উপর রহম করা (যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি রহম করে আল্লাহ তাহার প্রতি রহম করেন।

কল্যাণ ও মঙ্গলের কেন্দ্র

হযরত হেশাম রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে- আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) -এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেনঃ হে আদম! চারটি জিনিস তোমার এবং তোমার সন্তানদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের কেন্দ্র। একটি আমার জন্য। দ্বিতীয়টি তোমার জন্য। তৃতীয়টি আমার ও তোমাদের মধ্যে সম্পর্কিত। চতুর্থটি তোমারও অন্যান্য মাখলুকের মধ্যে সম্পর্কিত।

আমার জন্য যাহা-তাহা হইল এই যে, তোমরা সকলে শুধু আমার ইবাদত কর। কাহাকেও আমার সাথে শরীক করিও না।

তোমার জন্য যাহা-তাহা হইল এমন আমল, আমি যাহার বিনিময় প্রদান করিব। তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কিত বিষয় হইল- দোয়া এবং উহা মকবুল হওয়া। (দোয়া করা তোমার কাজ আর কবুল করা আমার কাজ)।

তোমার আর অন্যান্য মাখলুকের মধ্যে সম্পর্কিত বিষয় হইল- তুমি মাখলুকের সাথে এমন আচরণ কর, যেমন আচরণ তোমার নিজের জন্য অন্যের দ্বারা করানো তুমি পছন্দ কর।

ব্যাখ্যাঃ এই চার বিষয়ের মধ্যে আকীদাগত বিষয়, আমল এবং লেনদেন প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত হয়। আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে আল্লাহর তাওহীদ মানিয়া লওয়া আর শিরক হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচিয়া থাকার উপর। আর দোয়ার উপর দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, ইবাদতের মগজ। বরং ইহাই প্রকৃত ইবাদত।

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ - اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ -

অর্থঃ দোয়া হইল ইবাদতের মস্তিস্ক। দোয়াই ইবাদত।

মানুষের সাথে এমন আচরণ করা, যে আচরণ তাহার সাথে অন্যে করুক বলিয়া সে পছন্দ করে। ইহা মুয়ামালাত ও আখলাকের সর্বোচ্চ পর্যায়। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য আজ আমরা সকলেই ভুলিয়া বসিয়াছি।

দুইটি হাদীছ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَايَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (مسلم)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- যাহার প্রতিবেশী তাহার অনিষ্ট হইতে নিরাপদে না থাকে- সে জান্নাতে যাইবে না। (মুসলিম)

اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنْ يَّحْزُنَهُ (بخارى ومسلم)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- যখন তোমরা তিন ব্যক্তি একস্থানে থাক তখন অন্যান্য লোক আসা পর্যন্ত একজনকে বাদ দিয়া অপর দুই জন কানে কানে কথা বলিওনা। কারণ ইহার দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তি কষ্ট পায়। (বোখারী, মুসলিম)

আল্লাহর ভয়

বুদ্ধিমান কে?

হযরত সাঈদ বিন মুসায়য়াব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা হযরত ওমর হযরত উবাই বিন কা'ব এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুম তিনজন একত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন-

(১) সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

(২) সবচেয়ে বেশী ইবাদত কে করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

(৩) সর্বাপেক্ষা ভাল লোক কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেনঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি।

এইরূপ আশ্চর্যজনক জবাব শুনিয়া তাহারা অবাক হইয়া বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুদ্ধিমান তো ঐ ব্যক্তি যাহার মধ্যে পূর্ণশালীনতা, বাকপটুতা, দানশীলতা এবং মর্যাদার উচ্চ পর্যায় পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ এইসব কিছু দুনিয়ার পুঁজি। মুত্তাকী ব্যক্তি অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে আর গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে- সে হইল বুদ্ধিমান। যদিও দুনিয়াদাররা তাহাকে সাধারণ মনে করে।

আল্লাহ পাক বলেন- اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

অর্থাৎঃ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হইল, সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী ব্যক্তি।

আশা এবং ভয়ের নিদর্শন

মালেক বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে আল্লাহর ভয় এবং তাঁহার রহমতের আশার নিদর্শন পায় সে একটি নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় বিষয় উপার্জন করিল। আল্লাহর ভয়ের নিদর্শন হইল- সে আল্লাহর নাফরমানী হইতে দুরে থাকা শুরু করে। আর রহমতের আশার নিদর্শন হইল-স্বইচ্ছায় ও আগ্রহের সাথে আল্লাহর বাধ্য হয় এবং তাহার আদেশ পালন করিতে থাকে।

আল্লাহ পাকের ইরশাদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের ইরশাদ বর্ণনা করেনঃ আমার সম্মান ও বড়ত্বের শপথ! আমি মানুষকে দুইটি ভয় অথবা দুইটি নিরাপত্তা দান করিনা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে-আখেরাতে সে নির্ভয় থাকিবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নির্ভয় থাকিবে। আখেরাতে সে ভীত সন্ত্রস্ত থাকিবে-

ফিরিশতাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের ভয়

আদী বিন আরতাত রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ সপ্তম আকাশে ফিরিশতা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সিজদায় পড়িয়া আছে। ইহা সত্বেও তাহারা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান। কিয়ামতের দিন সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া বলিবে-ইয়া আল্লাহ! আমাদের দ্বারা আপনার ইবাদতের হক আদায় হয় নাই।

জাহান্নামের ভয়

হযরত আবু মায়সারা রহমতুল্লাহি আলাইহি যখন রাত্রে বিছানায় শয়ন করিতে

যাইতেন, তখন বলিতেন। আফসোস! যদি আমার মাতা আমাকে প্রসবই না করিতেন। তাহার স্ত্রী শুনিয়া বলিলেন- আল্লাহ্ পাক আপনাকে ঈমান ও ইসলামের ন্যায় মহামূল্যবান সম্পদ দান করিয়াছেন। ইহার পরও আপনি এই ধরনের কথা বলেন? তিনি বলিলেন নিঃসন্দেহে, ইহা বড় সম্পদ। কিন্তু আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, তোমাদের সকলের জাহান্নামের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু সেখান থেকে পার হইতে পারিব কিনা-তাহা বলা হয় নাই।

ভয়ের দ্বারা গোনাহ মাফ হয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ মুমিনের অন্তরে যখন আল্লাহর ভয় পয়দা হয় তখন তাহার গোনাহসমূহ বৃক্ষের পাতার ন্যায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে। জনৈক বুযুর্গ বলিয়াছেন- আল্লাহর ভয় বান্দাকে গোনাহ করা থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর রহমতের আশা ইবাদত করিবার আগ্রহ পয়দা করে। আর মৃত্যুর স্মরণ নশ্বর দুনিয়া ও অনর্থক কথাবার্তা হইতে দুরে রাখে।

তিন আর তিন

হযরত হাসান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ তিনটি বিষয় ধ্বংসাত্মক আর তিনটি বিষয় মুক্তি প্রদায়ক।

ধ্বংসাত্মক বিষয় তিনটি হইল-

(১) কৃপণতা- আর এই হিসাবে জীবন ধারণ করা।
(২) কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা।
(৩) নিজকে সকলের চেয়ে বড় ও উত্তম ধারণা করা।

মুক্তি প্রদায়ক বিষয় তিনটি হইল-

(১) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি অবস্থায় ইনসাফ করা।
(২) দারিদ্রতা ও বিত্তশীলতা উভয় অবস্থায় মধ্য পন্থা অবলম্বন করা।
(৩) জনসমক্ষে ও একাকীত্বে উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

আল্লাহর ভয়ের নিদর্শন (আলামত)

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- সাতটি আমলের দ্বারা আল্লাহ পাকের ভয় প্রকাশ পায়-

(১) মুখঃ আল্লাহর ভয়ে মানুষ মিথ্যা, গীবত, চুগুলখোরী এবং অনর্থক কথাবার্তা হইতে বিরত থাকে আর আল্লাহ পাকের যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতে লাগিয়া যায়।

(২) পেটঃ বান্দা স্বীয় পেটে হালাল রুজী প্রবিস্ট করে আর হারাম খাদ্য থেকে বাঁচিয়া থাকে। আবার হালাল রুজীও প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায় না।

(৩) চোখঃ যাহা দেখা হারাম তাহা দেখা হইতে ফিরিয়া থাকে। আর যাহা দেখা হালাল তাহাও শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেখে। প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণের জন্য নয়।

(৪) হাতঃ আল্লাহর পছন্দনীয় নহে এমন সব কার্য হইতে তাহার হাত বিরত থাকে। আর শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাহার হাত ব্যবহৃত হয়।

(৫) পাঃ যে কার্যে আল্লাহর নাফরমানী হয়, ঐ কার্যের দিকে তাহার পা চলেনা। আর যে কার্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি রহিয়াছে ঐ কার্যের দিকে পা দ্রুত চলে।

(৬) অন্তরঃ যে অন্তরে আল্লাহর ভয় রহিয়াছে ঐ অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা প্রভৃতির স্থলে ভালাবাসা, সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি পয়দা হয়।

(৭) এখলাছঃ আল্লাহকে যে ভয় করে, সে যেন নিজের মধ্যে এখলাছ পয়দা করার চেষ্টা করে। যাহাতে এখলাছের অভাবে তাহার সমস্ত আমল নষ্ট না হইয়া যায়।

এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে কুরআন পাক বলে-

وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ –

অর্থঃ আপনার প্রতিপালকের নিকট আখেরাত মুত্তাকীদের জন্য।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا –

অর্থঃ নিঃসন্দেহে সফলতা মুত্তাকীদের জন্য।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ –

অর্থঃ নিঃন্দেহে মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকিবেন।

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا –

অর্থঃ তোমাদের প্রত্যেককে দোজখের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের দৃঢ় ও অটল ফয়সালা। অতঃপর আমি মুত্তাকীগণকে মুক্তি দিব আর জালেমদিগকে অধঃমুখে জাহান্নামে ছাড়িয়া দিব।

হাযারে এক

হযরত হোসাইন বিন এমরান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সফরে ছিলাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়-

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ –

অর্থঃ হে মানুষ! স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর। নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন বড় ভয়ানক।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিলেন- তোমরা কি জান যে ইহা কোন দিন হইবে? আমরা বলিলাম- আল্লাহ এবং

আল্লাহর রাসূলই জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিনেঃ ইহা ঐ দিন হইবে, যে দিন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ) কে বলিবেন, উঠ! জান্নাতীদিগকে জান্নাতে আর জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে প্রেরণ কর। তিনি তখন বলিবেন-ইয়া আল্লাহ! কত লোক জান্নাতে যাইবে? আল্লাহ পাক বলিবেন-প্রতি হাযারে একজন জান্নাতে আর নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামে যাইবে। সাহাবাগণ ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-

প্রত্যেক নবীর আগমনের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগ ছিল। জাহান্নামীদের সংখ্যা তাহাদের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। যদি ইহাতে সংখ্যা পূর্ণ না হয় তাহা হইলে মুনাফিকদের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে। অতঃপর তিনি বলেন- আমার আশা যে, জান্নাতে তোমাদের সংখ্যা দুই তৃতীয়াংশ হইবে। তিনি আরও বলেন- ইয়াজুজ মাজুজ এবং কাফের জ্বীন ও কাফের মানুষ জাহান্নামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে।

আমল ব্যতীত জান্নাত লাভ হইবে না

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হে শ্রোতা! যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার সহিত থাকিবে এই কথাটি তোমাকে যেন ধোকায় না ফেলে, কেননা নেককারগণ শুধু আমলের দ্বারাই উচ্চতর মর্যাদায় পৌছিবেন।

ফায়দাঃ উচ্চতর মর্যাদা লাভের জন্য আমল করা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহর নাফরমানী করিয়া বিলাসবহুল জীবন যাপন করিয়া এই খেয়ালে ডুবিয়া থাকা যে, আমি অমুক অমুক বুযুর্গলোককে মহব্বত করি। সুতরাং তাহাদের সাথেই জান্নাতে থাকিব-ইহা নিজকে শুধু ধোকায় ফেলিয়া রাখা। অবশ্য বুযুর্গদের মহব্বত করার দ্বারা কোন কোন দোষত্রুটি থেকে রেহাই পাওয়া যায়, ইহাতো পৃথক কথা। ইহুদী খৃষ্টান এমনকি বেদাতীরাও নবীগণকে মহব্বত করার দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের দাবী বাতিল। কেননা কাহাকেও ভালবাসার প্রকৃত পরিচয় হইতেছে তাহার অনুসরণ ও অনুকরণ করা। অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত শুধু দাবী ভালবাসার নামে ধোকা দেওয়া মাত্র।

হাল পয়দা হয় কিন্তু সময় সময়, সর্বদা নয়

হযরত হানযালা রাদিআল্লাহু আনহু জোরে চিৎকার করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি বলিতেছিলেন-আমি মুনাফিক হইয়া গিয়াছি। আমি মুনাফিক হইয়া গিয়াছি। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাহাকে পাইলেন। বলিলেন-হানযালা! কি বলিতেছ? তুমি মুনাফিক হইয়া গিয়াছ? কখনো নহে। হযরত হানযালা রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন-হযরত! যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে থাকি তখন আমার মধ্যে এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্তর আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ, নয়নে অশ্রু প্রবাহিত, নিজের নফসের হাকীকত সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু ঘরে গিয়া যখন স্ত্রী পুত্রের মধ্যে অবস্থান করি তখন তো এই অবস্থা থাকে না। (ইহা মুনাফিকী নহে তো আর কি?) হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- আমারও তো এই অবস্থাই

হয়। অতঃপর উভয়ে একত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন।

হযরত হানাযাল রাদি আল্লাহু আনহু ঐ একই কথা বলিতেছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ চুপ কর! কি বলিতেছ? তুমি মুনাফিক নও। হযরত হানযালা রাদি আল্লাহু আনহু বলিলেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার মজলিসে আমার যে অবস্থা হয়-ঘরে যাওয়ার পর তাহা অবশিষ্ট থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হানযালা সর্বদা যদি ঐ অবস্থাই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে রাস্তায় চলাফেরার সময়, বিছানায় শয়ন করার সময় তো তোমাদের সাথে ফিরিশতা সাক্ষাৎ করিয়া আলিঙ্গন করিতে থাকিবে। হে হানযালা! এই অবস্থা সময় সময় হইয়া থাকে।

চারটি বিষয়ে ভয় কর

একদা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিম্নোলিখিত আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন-

اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ

অর্থঃ যাহা দান করার তাহা যাহারা দান করে এবং তাহাদের অন্তর এই জন্য কাপিয়া উঠে যে, তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়া যাইবে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ অত্র আয়াতে কি গোনাহগার ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা গোনাহ করিয়া আল্লাহ পাককে ভয় করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ না! বরং ইবাদতকারী ব্যক্তিগণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা ইবাদত করার পরও ইবাদত কবুল না হওয়া সম্পর্কে ভয় করে ফকিহ আবুল লায়ছ বলেন- নেককার ব্যক্তিগণের চারটি বিষয়ে ভয় করা উচিত-

(১) নেক আমল কবুল হওয়া আর না হওয়ার ভয়। নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক তাকওয়ার শর্ত আরোপ করিয়াছেন। কুরআন পাকে রহিয়াছে-

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ـ

অর্থঃ আল্লাহ পাক মোত্তাকী ব্যক্তির (কুরবানী) কবুল করেন।

(২) নেক আমলে লৌকিকতার ভয়। যে কোন আমল কবুল হওয়ার জন্য এখলাস অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

অর্থঃ এবং তাহাদিগকে তো এই হুকুমই দেওয়া হইয়াছিল, যে এখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করিবে।

(৩) নেক আমল হেফাজতে থাকার ভয়। হাশরের ময়দান পর্যন্ত আমল লইয়া যাওয়া অপরিহার্য করা হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন-

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

অর্থঃ যে ব্যাক্তি নেক আমল লইয়া আসিবে- তাহার জন্য অনুরূপ দশগুণ নেকী মিলিবে।

জনৈক ব্যাক্তি বলিয়াছেন নেক আমল করা অপেক্ষা নেক আমল হেফাজত করা কঠিন।

(৪) তাহার এই ভয় থাকা যে, না জানি নেক কাজের তাওফীক মিলে কি না? কারণ তৌফিক সর্বতোভাবে আল্লাহরই ইচ্ছাধীন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

অর্থঃ আমার তাওফীক আল্লাহ পাকেরই পক্ষ হইতে। তাহার প্রতিই নির্ভর করি এবং তাহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

আল্লাহর যিকির

তিনটি কঠিন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হযরত আবু জাফর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ তিনটি বিষয় খুব কঠিন-

(১) নিজের সাথে ইনসাফ করা। (২) মাল সম্পদের ক্ষেত্রে স্বীয় ভ্রাতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। (৩) আল্লাহর যিকির করা।

সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল

হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আল্লাহর যিকির অপেক্ষা অধিক মুক্তিদাতা কোন আমল নাই। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন-

জিহাদও কি এইরূপ? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- হ্যাঁ, জিহাদও। হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করিলেন- সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল কোন্টি? হুজুর বলিলেন- মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে লাগিয়া থাকা।

ঈমানের আলামত

হযরত মালেক বিন দীনার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যাহার অন্তর মাখলুক থেকে সরিয়া আল্লাহর যিকিরে লাগে নাই তাহার আমল বরবাদ, তাহার অন্তর অন্ধ, তাহার জীবন নষ্ট হইয়াছে। হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহর যিকির ঈমানের নিদর্শন। মুনাফেকী হইতে মুক্ত থাকার আলামত। শয়তান থেকে হেফাজত থাকার জন্য দুর্গস্বরূপ। জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু -এর উক্তি

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আল্লাহর যিকির দুই স্মরণের মধ্যে হয়। ইসলামের অবস্থান হইল দুই তলোয়ারের মধ্যে। আর গোনাহের অবস্থান দুই ফরযের মধ্যে।

(১) আল্লাহর যিকির দুই স্মরণের মধ্যে থাকার অর্থঃ বান্দা কর্তৃক আল্লাহর স্মরণ-আল্লাহ পাক তাহাকে স্মরণ করার তৌফিক প্রদানের উপর নির্ভর করে। আবার বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করার পর আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করার দ্বারা স্মরণ করেন। যেন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করার পূর্বেও, আল্লাহ বান্দাকে স্মরণ করেন আর পরেও বান্দাকে স্মরণ করেন।

(২) ইসলামের অবস্থান দুই তলোয়ারের মধ্যে হওয়ার অর্থঃ অমুসলিম যদি ইসলাম কবুল না করে অথবা জিযিয়া কর প্রদান করিয়া আনুগত্য প্রকাশ না করে, তাহা হইলে তলোয়ারের মাধ্যমে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়। আবার কোন মুসলমান যদি মুরতাদ হইয়া যায়, তাহা হইলে তলোয়ারের মাধ্যমে তাহাকে সাজা প্রদান করা হয়।

(৩) গোনাহের অবস্থান দুই ফরযের মধ্যে হওয়ার অর্থঃ বান্দার উপর ফরয হইল গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা। আর গোনাহ হইয়া যাওয়ার পর ফরয হইল তওবা করা।

শয়তানের পলায়ন

কুরআন পাকে রহিয়াছে- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

অর্থঃ পলায়নকারী কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- এখানে পলায়নকারী কুমন্ত্রণাদাতা দ্বারা শয়তানকে বুঝানো হইয়াছে। শয়তান সর্বদা মানুষের অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যখন বান্দা আল্লাহর স্মরণ করে তখন শয়তান দূরে সরিয়া যায়। আর যখন বান্দা আল্লাহকে ভূলিয়া থাকে তখন পুনরায় কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে।

অন্তর পরিস্কারকারক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পরিস্কারকারক অপর একটি বস্তু থাকে। আর অন্তর পরিষ্কারকারক হইল-আল্লাহর যিকির।

শয়তানের নিরাশা

হযরত ইবরাহিম নখয়ী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

(১) কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করিবার সময় সালাম করিয়া প্রবেশ করিলে শয়তান বলে, এখন আমার এখানে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

(২) যখন আহার করার সময় বান্দা "বিসমিল্লাহ" পাঠ করে তখন শয়তান বলে-

আমার জন্য এখন এই ঘরে অবস্থান করার সুযোগ অবশিষ্ট রহিল না এবং পানাহারেরও সুযোগ অবশিষ্ট রহিলনা। (এই কথা বলিয়া সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়।)

ব্যাখ্যাঃ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঘরে প্রবেশ করিবার সময় সালাম করা আর আহার করিবার সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা কত গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আহার শুরু করিবার আগে, অবশ্যই বিসমিল্লাহ পাঠ করিবে। আহার শুরু করিবার আগে পাঠ করিতে ভুলিয়া গেলে, আহারের মধ্যখানে পাঠ কর, (অথবা মধ্যখানে পাঠ করিতে ভুলিয়া গেলে, আহার সমাপনান্তে পাঠ কর। মধ্যখানে বা শেষ ভাগে এইভাবে পাঠ কর-

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ -

মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শয়তান

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু-এর শিষ্য আবু মুহাম্মদ বলেনঃ শয়তান আল্লাহ পাকের কাছে আবেদন করল- হে আল্লাহ!

(১)মানুষ যাহাতে আপনার ইবাদত করিতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে বিশেষ একটি ঘর (অর্থাৎ মসজিদ) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন- আমার জন্য এই ধরনের কোন ঘর তো নাই। আল্লাহ পাক বলিলেন- তোমার জন্য বিশেষ ঘর হইল- গোসল খানা।

(২) শয়তান বলিল- মানুষের জন্য তো বিভিন্ন বৈঠকখানা বা সমবেত হওয়ার স্থান রহিয়াছে। আমার জন্য এই ধরনের স্থান কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলিলেন- বাজার।

(৩) শয়তান বলিল-তিলাওয়াত করিবার জন্য মানুষকে কুরআন প্রভৃতি আসমানী গ্রন্থ দান করিয়াছেন। আমার জন্য গ্রন্থ কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলিলেন- কবিতা।

(৪) শয়তান বলিলঃ মানুষের কাজ তো হইল, তাহারা পরস্পরে কথাবার্তা বলে- আমার জন্য এই ধরনের কাজ কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলেন- মিথ্যা বলা।

(৫) শয়তান বলিলঃ মানুষকে আযান দিয়াছেন। (ফলে মানুষ নামায পড়িবার জন্য একত্রিত হয়) আমার আযান কি? আল্লাহ পাক বলিলেন- গান-বাদ্য করা।

(৬) শয়তান বলিলঃ আপনি মানুষের জন্য রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আর আমার জন্য কাহাকে? আল্লাহ পাক বলিলেন- যাদুকর ও গণকঠাকুর।

(৭) শয়তান বলিলঃ আপনি মানুষকে তো গ্রন্থ দিয়াছেন? আমার গ্রন্থ কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলিলেন- হাতের তালুর দাগ হইল তোমার গ্রন্থ।

(৮) শয়তানবললঃ মানুষের জন্য শিকার করিবার ক্ষেত্র রহিয়াছে। আমার জন্য শিকার করিবার ক্ষেত্র কোন্‌টি? আল্লাহ পাক বলিলেন-নারী হইল তোমার জন্য শিকার করিবার ক্ষেত্র।

(৯) শয়তান বলিলঃ মানুষের আহার্য বস্তু হিসাবে অনেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন-

আমার আহার্য বস্তু কি? আল্লাহ পাক বলিলেন-এমন বস্তু যাহার উপর বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয় নাই।

পাঁচটি উপদেশমূলক কথা স্মরণ রাখিও

ফুযায়ল বিন আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল- আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন- তোমাকে পাঁচটি উপদেশ প্রদান করিতেছি, ভালভাবে স্মরণ রাখিও।

(১) যে কোন সময়, তোমার মধ্যে যে অবস্থারই সৃষ্টি হউক না কেন সে সম্পর্কে তুমি বুঝিবে যে, এই অবস্থা আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়াছে।

(২) স্বীয় রসনা সংযত কর। যাহাতে অন্যান্যরা তোমার অনিষ্ট হইতে আর তুমি আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার।

(৩) রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের ওয়াদার উপর বিশ্বাস রাখ। তাহা হইলে তুমি মুমিনে পরিণত হইতে পারিবে।

(৪) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে থাক। যাহাতে অসতর্ক অবস্থায় তোমার মৃত্যু না হয়।

(৫) খুব বেশী করে আল্লাহর যিকির কর। ফলে সমস্ত গোনাহ ও বিপদাপদ হইতে হেফাজতে থাকিত পারিবে।

তারপরও এসব কথায় লাভ কি?

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম রহমতুল্লাহি আলাইহি এক ব্যক্তিকে দুনিয়াবী কথা বার্তায় লিপ্ত দেখিয়া বলিলেন- এইসব কথার বিনিময়ে তোমার সওয়াব পাওয়ার আশা আছে কি? সে বলিল না। তিনি আবার বলিলেন- এই সব কথার দ্বারা কি তুমি আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচিতে পারিবে? সে বলিল-না। ইবরাহীম বিন আদহাম বলিলেন- যেহেতু এইসব কথার বিনিময়ে সওয়াব লাভেরও আশা নাই আবার আল্লাহর আযাব হইতেও বাঁচিতে পারিবেনা। তারপরও এইসব কথায় লাভ কি? সুতরাং আল্লাহর যিকির কর।

আল্লাহর যিকিরের বরকত

কাব আহবার বলেন- আমি একটি আসমানী কিতাবে দেখিয়াছি যে, আল্লাহ পাক বলেন- যে ব্যক্তি আমার যিকিরে লিপ্ত থাকার কারণে দোয়া করার সুযোগ পায় না। আমি তাহাকে ঐ সকল ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক প্রদান করি যাহারা দোয়া করে।

আল্লাহর যিকিরের নূর

ফুযায়ল বিন আয়ায রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয়। আকাশের ফিরিশতাগণ ঐ ঘরকে অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারকার ন্যায় বা বাতির ন্যায় ঝলমল করিতে দেখেন। আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না, সে ঘর অন্ধকার থাকে।

প্রিয় ও ঘৃণিত বান্দার পরিচয়

হযরত মুসা (আঃ) একদা আল্লাহর কাছে আরয করিলেন-প্রিয় ও ঘৃণিত বান্দার পরিচয় কি? আল্লাহ পাক বলেন-প্রিয় বান্দার নিদর্শন দুইটি। আর ঘৃণিত বান্দার নিদর্শনও দুইটি।

প্রিয় বান্দার নিদর্শন দুইটি-

(১) আমি তাহাকে যিকির করার তৌফিক দান করি। যাহাতে সে যখন আমার যিকির করে-তখন আমি ফিরিশতাদের মধ্যে তাহাদের আলোচনা করিতে থাকি।
(২) আমার নাফরমানী হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখি, যাহাতে সে আযাব পাওয়ার উপযুক্ত না হয়।

ঘৃণিত বান্দার নিদর্শনদু'টি

(১) তাহাকে আমার যিকির করার কথা ভুলাইয়া দেই।
(২) তাহাকে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত করিয়া দেই। যাহাতে সে আযাব পাওয়ার উপযুক্ত হয়।

বিসমিল্লাহর প্রভাব

আবুল মলীহ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ -এর সাথে ঘোড়ায় চড়িয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ঘোড়া নড়াচড়া করিতে লাগিল। তখন সাহাবী বলিলেন- 'শয়তান! ধ্বংস হইয়া যা।' ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- এই রকম কথা বলিও না। ইহাতে শয়তান ফুলিয়া ঢোল হইয়া যায় বরং বিসমিল্লাহ বল। ফলে শয়তান অপদস্থ হইয়া মাটির সমান ছোট হইয়া যায়।

মজলিশের কাফফারা

হযরত নাফে বিন জুবায়র রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ নিম্নোক্ত দোয়া মজলিশের কাফ্ফারা।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কেহ মাবুদ নাই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাওবা করিতেছি।

মজলিস যদি আল্লাহর যিকিরের মজলিস হয়। তাহা হইলে এই দোয়া উক্ত মজলিসের জন্য সীল মোহরের স্থলাভিষিক্ত হয়। ইহা কিয়ামতের দিন উক্ত মজলিশের প্রমাণ স্বরূপ হয়। আর যদি হাসি তামাসার মজলিশ হয় তবে এই দোয়া উক্ত মজলিশের গোনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায়।

যিকিরের হাকীকত ও প্রকারভেদ

ফকীহ আবুল লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আল্লাহর যিকির উত্তম ইবাদত। কারণ আল্লাহ পাক প্রত্যেক ইবাদতের জন্য, সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু যিকির সম্পর্কে তিনি বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا-

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর।

প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা চারটি

(১) আল্লাহর বাধ্য হওয়া। (২) গোনাহে লিপ্ত থাকা। (৩) সুখে থাকা। (৪) অভাব অনটনে থাকা।

যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত থাকে। তবে তাহার যিকির হইল- সে আল্লাহর কাছে অধিক যিকির করার তৌফিকের এবং তাহার ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিবে।

আর যদি কেহ গোনাহে লিপ্ত থাকে- তাহা হইলে তাহার যিকির হইল- তাওবা করা আর নেককার হওয়ার তৌফিক প্রার্থনা করা।

যদি কোন ব্যক্তি ধন সম্পদ ও অন্যান্য নিয়ামতের অধিকারী হয় তবে তাহার যিকির হইল-এই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। আর যদি অভাব-অনটন, রোগ-শোক বা অন্য কোন বিপদাপদে পতিত হয় তাহা হইলে তাহার যিকির হইল-ধৈর্য ধারণ করা।

আল্লাহর যিকিরের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য

আল্লাহর যিকিরের মধ্যে পাঁচটি সৌন্দর্য রহিয়াছে-

(১) আল্লাহর সন্তুষ্টি। (২) আল্লাহর অনুগত হওয়ার আগ্রহ পয়দা হওয়া। (৩) শয়তান থেকে হেফাজত। (৪) অন্তর নরম হয়। (৫) গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি পয়দা হয়।

কয়েকটি হাদীছ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْهَا قَالُوْا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ (ترمذى)

অর্থঃ যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে চল; তখন তৃপ্তির সাথে বাগান থেকে আহার কর। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন- জান্নাতের বাগিচা কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন- যিকিরের মজলিস। (তিরমিযী)

مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلاً اَنْجٰى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (ترمذى)

অর্থঃ আল্লাহর যিকির অপেক্ষা আল্লাহর আযাব থেকে অধিক মুক্তি প্রদানকারী কোন আমল নাই। (তিরমিযী)

اِنَّ اللّٰهَ تعالٰى يَقُوْلُ اَنَا عَبْدِىْ اِذَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ فِىْ شَفَتَاهُ (بخارى)

অর্থঃ আল্লাহ পাক বলেন- যখন বান্দা আমার স্মরণ করে আর আমার যিকিরের উদ্দেশ্যে ঠোঁটদ্বয় নড়া চড়া করে তখন আমি তাহার সাথী হইয়া যাই। (বোখারী)

দোয়া

পাঁচের পরে পাঁচ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- যে ব্যক্তি পাঁচটি বিষয় লাভ করিয়াছে- সে পাঁচটি নিয়ামত হইতে বঞ্চিত থাকিবেনা।

(১) যে ব্যক্তি শুকরিয়া আদায় করিবার তাওফীক লাভ করিয়াছে, তাহার নিয়ামত বৃদ্ধি হওয়া থেকে সে বঞ্চিত থাকিবে না। আল্লাহ পাক বলেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ -

অর্থঃ যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর- তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য (নিয়ামত) বাড়াইয়া দিব।

(২) যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণের তাওফীক লাভ করিয়াছে, সে সওয়াব হইতে বঞ্চিত থাকিবেনা। আল্লাহ পাক বলেন-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

অর্থঃ ধৈর্য ধারণকারীদের বিনা হিসাবে সওয়াব দেওয়া হইবে।

(৩) যাহাকে তাওবা করার তাওফীক প্রদান করা হইয়াছে, তাহার তাওবা কবুল হওয়া থেকে সে বঞ্চিত থাকিবে না। আল্লাহ পাক বলেন-

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ -

অর্থঃ তিনিই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন।

(৪) যাহাকে গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করার তাওফীক প্রদান করা হইয়াছে, সে ক্ষমা পাওয়া হইতে বঞ্চিত হইবে না। আল্লাহ পাক বলেন-

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا -

অর্থঃ স্বীয় রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি ক্ষমাশীল।

(৫) যাহাকে দোয়ার তাওফীক প্রদান করা হইয়াছে- সে দোয়া কবুল হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকিবেনা। আল্লাহ পাক বলেন-

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ -

অর্থঃ আমার কাছে দোয়া কর আমি কবুল করিব।

কেহ কেহ ষষ্ঠ আরও একটি বিষয় ইহাদের সাথে যোগ করিয়াছেন। তাহা হইল- যাহাকে খরচ করার তাওফীক প্রদান করা হইয়াছে- সে বিনিময় হইতে বঞ্চিত হইবেনা। আল্লাহ পাক বলেন-

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ -

অর্থঃ তোমরা যাহা কিছু খরচ কর- তিনি উহার বিনিময় দিবেন।

হায়! যদি দুনিয়াতে কোন দোয়াই কবুল না হইত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- মুসলমানের প্রত্যেক দোয়াই কবুল হয়। কিন্তু শর্ত হইল যে, কোন নাজায়েয কার্যের জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করিবার জন্য যেন দোয়া না হয়। (অবশ্য দোয়া কবুলের পন্থা বিভিন্ন হয়, যেমন-দুনিয়াতে তাহার আকাংক্ষা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয় (যদি ইহাতে তাহার কল্যাণ থাকে)। অথবা আখেরাতের জন্য তাহা জমা করিয়া রাখা হয়, অথবা দোয়ার দ্বারা কোন বিপদ দূর করিয়া দেওয়া হয় অথবা তাহার কোন গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়।

এক রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে- বান্দার যে সকল দোয়া দুনিয়াতে কবুল হয় নাই বলিয়া বাহ্যিকভাবে মনে হয়। যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাহাকে এই সকল দোয়ার সওয়াব দান করিবেন- তখন সওয়াবের আধিক্য দেখিয়া বান্দা আফসোস করিয়া বলিতে থাকিবে যে, হায়! যদি দুনিয়াতে একটি দোয়াও কবুল না হইত।

দোয়া লবণের ন্যায়

হযরত আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আহার্য বস্তুর মধ্যে লবণের যে পর্যায়। ইবাদতের মধ্যে দোয়াও সে পর্যায়ের।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ মানুষ যতক্ষণ তাড়াহুড়া না করে ততক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গল ও কল্যাণ সহ থাকে। সাহাবাগণ রাদিআল্লাহু আনহুম জিজ্ঞাসা করিলেন- তাড়াহুড়া বলিতে কি বুঝানো হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ দোয়া করিতে করিতে এইরূপ বলা যে, বার বার দোয়া করিতেছি- অথচ কবুল হয় না। দোয়া করিতে করিতে এতদিন চলিয়া গেল অথচ এখনও দোয়া কবুল হয় নাই।

দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস

হযরত হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি একদা আবু ওসমান মাহদী রহমতুল্লাহি আলাইহিকে তাহার অসুস্থ অবস্থায় দেখিতে গিয়াছিলাম।

আমাদের একজন বলিল- আবু ওসমান! আমাদের জন্য দোয়া করুন। আপনি অসুস্থ ব্যক্তি। অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া তাড়াতাড়ি কবুল হয়। তাহার এই আবেদনের পর তিনি হাত উঠাইলেন। আমরাও তাহার সাথে হাত উঠাইলাম। তিনি হামদ ও সানার পর কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন, দরূদ শরীফ পাঠ করিলেন, অতঃপর দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, আমাদের সৌভাগ্য- আল্লাহ পাক আমাদের দোয়া কবুল করিয়াছেন। হযরত হাসান বলিলেন- আপনি কিভাবে জানিতে পারিলেন যে, দোয়া কবুল হইয়াছেন। তিনি বলিলেন- হাসান। যদি আপনি আমাকে কোন কথা বলেন- তবে নিঃসন্দেহে আমি আপনার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। আর আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করার ওয়াদা পর্যন্ত করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তাহার কথা কিভাবে সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করিব না। কুরআন পাকে রহিয়াছে-

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থঃ তোমরা আমার কাছে দোয়া কর। আমি কবুল করিব।

রাত্রের দোয়া

হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট আবেদন করিলেন- হে আল্লাহ! আমি কখন দোয়া করিব যে, ঐ সময় আমার দোয়া কবুল হয়। আল্লাহ পাক বলিলেন- হে মুসা! আমি প্রভু আর তোমরা বান্দা। যে সময়ই দোয়া করিবে, কবুল হইবে। একটা সময় নির্ধারিত করিয়া দেওয়ার জন্য মুসা (আঃ) বার বার আবেদন করার পর আল্লাহ পাক বলিলেন- রাত্রের অন্ধকারে দোয়া কর, ইহা দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ সময়।

দোয়া করার উপযুক্ত হও

হযরত রাবেয়া আদবিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি একদা কবরস্থানের দিকে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন- আমার জন্য দোয়া করিবেন। হযরত রাবেয়া বলিলেন- আল্লাহ পাক তোমার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর অনুগত থাক আর তাঁহার ইবাদত কর। অতঃপর দোয়া কর। তিনি প্রত্যেক অস্থির ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন।

ফায়দাঃ অন্যের কাছে দোয়া চাওয়া সুন্নত এবং মুস্তাহাব। হযরত রাবেয়া হয়তো এখানে ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করিতে চাহিয়াছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই দোয়ার উপযুক্ত হওয়া উচিত। নিজে কিছু না করিয়া শুধু অন্যের দোয়ার প্রতি ভরসা করা ভাল কথা নহে।

দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিবন্ধকতা সাতটি

জনৈক ব্যক্তি এক বুযুর্গকে বলিল- আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের দোয়া কবুল হয় না কেন? বুযুর্গ বলিলেন- সাতটি জিনিস তোমাদের দোয়াকে উপরে যাইতে দেয়না। উক্ত ব্যক্তি বলিল- এই সাতটি জিনিস কি কি? বুযুর্গ বলিলেন-

(১) তোমরা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু সন্তুষ্ট করার চেষ্টাও কর না। (এইজন্য বদ কাজ ছাড়িয়া নেক কাজ করিতে থাক)।

(২) কুরআন পাক তিলাওয়াত কর অথচ ইহার অর্থ ভালভাবে বুঝিয়া আমল কর না। (তারপরও অভিযোগ কর যে দোয়া কবুল হয় না)।

(৩) আল্লাহর বান্দা হওয়ার দাবী কর অথচ বান্দার ন্যায় আমল কর না। (বান্দা ঐ ব্যক্তি- যে সর্বদা মালিকের অধীনে থাকে)।

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আশেক হওয়া আর তাহার উম্মত হওয়ার দাবী কর কিন্তু তাঁহার শত্রুর তরীকা মতে কাজ কর্ম কর (মহব্বতের এই দাবী বড়ই অদ্ভুত)।

(৫) মুখে তো বল যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে দুনিয়া মশার একটি পালকের সমানও নহে, কিন্তু অন্তরের অবস্থা ইহার বিপরীত। (দুনিয়াকে ইযযত, সম্মান ও আরাম আয়েশের কারণ বলিয়া ধারণা কর। আর ইহার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছ)।

(৬) তোমরা তো বল যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু তোমাদের আমল আর দুনিয়াতে তোমাদের লিপ্ত হওয়া দেখিয়া মনে হয় যে, তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে থাকিবে।

(৭) তোমারা তো এই কথা বল যে- আখেরাত দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু আখেরাত সাজানোর কোন চিন্তাই তোমাদের নাই। আর দুনিয়া সাজানোর জন্য রাত্র দিন এক করিয়া ফেলিতেছ? (কথায় ও কাজে কি বৈপরীত্ব)।

হারাম থেকে বাঁচিয়া থাক- দোয়া কবুল হইবে

হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি দোয়া করি কিন্তু দোয়া কবুল হয়না। রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হারাম মাল হইতে বাঁচিয়া থাক। হারাম খাদ্যের এক লোকমা যাহার পেটে যায় চল্লিশদিন পর্যন্ত তাহার দোয়া কবুল হয় না। তিনি আরও বলিলেন- দোয়া করনেওয়ালার তাড়াহুড়া না করা উচিত। আল্লাহ পাক প্রত্যেক দোয়া করনেওয়ালার দোয়া কবুল করেন। অবশ্য কাহারও বেলায় দোয়া কবুল হওয়ার আলামত সাথে সাথে প্রকাশ পায়। আর কাহারও বেলায় বিলম্বে প্রকাশ পায়। আবার কাহারও বেলায় কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাইবে। হযরত মুসা (আঃ) ফিরাউনের জন্য বদদোয়া করিয়াছিলেন। হযরত হারূন (আঃ) আমীন! বলিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক সাথে সাথে জানাইয়া দিলেন যে, তোমাদের দোয়া কবুল হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও চল্লিশ বৎসর পর ফিরাউন পানিতে নিমজ্জিত হইয়াছিল।)

চার ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নাই

(১) দরূদ পাঠ করা ও সালাম প্রদানে যে কৃপণতা করে।
(২) যে ব্যক্তি আযানের জবাব দেয় না।
(৩) যে নেক কাজে অন্যকে সাহায্য করে না।
(৪) নামাযের পর যে নিজের জন্য ও সমস্ত মুমিনের জন্য দোয়া করে না।

দিলের চিকিৎসা

হযরত আব্দুল্লাহ এনতাকী বলেন- পাঁচটি জিনিসের দ্বারা দিলের চিকিৎসা হয়। (১) বুযুর্গদের সংশ্রব। (২) কুরআন পাকের তিলাওয়াত। (৩) হারাম মাল হইতে বাঁচিয়া থাকা। (৪) শেষ রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়া। (৫) সোবহে সাদেকের সময় নরম ও বিনয়ী হইয়া দোয়া করা।

সারগর্ভ দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعِفَافَ وَالْغِنٰى (مسلم)

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে হেদায়েত, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং মুখাপেক্ষীহীনতা প্রার্থনা করিতেছি। (মুসলিম শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থতা, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তাকদীরের প্রতি রাযী থাকা প্রার্থনা করিতেছি।

তাসবীহসমূহ

সহজ, ভারী এবং পছন্দনীয় দুইটি কলেমা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ দুইটি কলেমা উচ্চারণ করা খুবই সহজ। (আমল) ওজনের পাল্লায় খুব ভারী এবং আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

(১) অর্থঃ আল্লাহ পাক পবিত্র এবং প্রশংসার হকদার।

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

(২) অর্থঃ আল্লাহ পবিত্র ও বড়।

জাহান্নাম থেকে হেফাজতকারী ঢাল

খালেদ বিন ইমরান বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সম্প্রদায়ের কাছে দিয়া যাইতে ছিলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে লোকজন! তোমরা নিজেদের ঢাল সংগ্রহ কর। লোকজন জিজ্ঞাসা করিল- আমাদের দিকে কোন শত্রু আসিতেছে কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-না! তবে অগ্নি থেকে বাঁচার জন্য ঢাল সংগ্রহ কর। লোকজন বলিল- অগ্নি থেকে হেফাজতকারী ঢাল কোন্টি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

অর্থঃ আল্লাহ পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা তাহার জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কেহ মাবুদ নাই। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়। মহান উচ্চ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত নেক কাজ করার এবং গোনাহ থেকে বাঁচিবার কোন সামর্থ্য নেই।

এই কলেমাগুলি জাহান্নামের অগ্নি থেকে হেফাজত করিবে আর জান্নাতে লইয়া যাইবে। কিয়ামতের দিনে এই কলেমাগুলি ইহাদের পাঠকারীদের সামনে সামনে থাকিবে।

কালেমা সুয়ামের বিভিন্ন অংশ

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলিলেন- আল্লাহ পাক আরশ প্রস্তুত করিয়াছেন। আর ফিরিশতাদিগকে আরশ উত্তোলন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ফিরিশতাদের কাছে আরশ খুব ভারী অনুভূত হইয়াছে। তখন ফিরিশতাদিগকে سُبْحَانَ اللّٰهِ পড়ার জন্য বলা হইল। তাহারা এই কলেমা পড়িতেই আরশ উত্তোলন করা সহজ হইয়া গেল। অতঃপর ফিরিশতারা এই কলেমাটি পড়িতেই ছিল, এমতাবস্থায় হযরত আদম (আঃ) অস্তিত্বে আসিলেন। আদম (আঃ) হাঁচি দিলেন। তখন তাহাকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়ার হুকুম দেওয়া হইল। ইহার জবাবে আল্লাহ পাক বলিলেন يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلِهٰذَا خَلَقْتُكَ

অর্থঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এই জন্যই তোমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ফিরিশতারা এই কলেমা শুনিয়া সুবহানাল্লাহ -এর সাথে এই কলেমাটিও মিলাইয়া পড়িতে লাগিনেল। অতঃপর নূহ (আঃ) -এর যুগ আসিল। আল্লাহ পাক তাহাকে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন তাহাদের মুর্তি পুজার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ শিক্ষা দেন।

ফিরিশতারা ইহাকে পূর্বোক্ত কলেমা দ্বয়ের সাথে মিলাইয়া পড়িতে লাগিলেন। এমনকি হযরত ইবরাহীম (আঃ) -এর যুগ আসিল। ইবরাহীম (আঃ) ঈসমাইল (আঃ) কে কুরবানী করিবার জন্য আদিষ্ট হন। তিনি আদেশ পালন করিতে উদ্যত হইলেন। এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) দুম্বা লইয়া আগমন করিলেন। যাহাতে ঈসমাইল (আঃ) -এর পরিবর্তে ইহা কুরবানী করা হয়। তখন খুশীতে হযরত ইবরাহিম (আঃ) -এর মুখ থেকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বাহির হইয়া আসিল।

ফিরিশতারা এই কলেমাটিও পূর্বে উল্লিখিত কলেমা ত্রয়ের সাথে মিলাইয়া লইলেন। আর পড়িতে লাগিলেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে এই ঘটনা শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হইয়া বলিলেন-

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- এই কলেমাটি পূর্বোল্লেখিত কলেমা সমূহের সাথে

যেন মিলাইয়া লওয়া হয়। সুতরাং কলেমা সমূহের সমষ্টি হইল-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

ইহাকে কলেমা সুয়াম (বা তৃতীয় কলেমা) বলা হয়। হাদীছ সমূহে ইহার অগণিত ফজিলত বর্ণনা করা হইয়াছে। ফিরিশতারা খুব গুরুত্বের সাথে ইহার এক একটি কলেমা পাঠ করিয়াছেন। মানুষের ইহা পাঠ করা থেকে অবহেলা করা তাহাদের বঞ্চিত থাকার কারণ। সকাল-সন্ধ্যা কমপক্ষে একবার, এই কলেমাটি পাঠ করা উচিত।

ঈমান বান্দার প্রতি আল্লাহর মহব্বতের নিদর্শন

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আল্লাহ পাক যেভাবে তোমাদের মধ্যে রিযিক বন্টন করিয়াছেন- অনুরূপভাবে তোমাদের মধ্যে চরিত্রও বন্টন করেন। ধন-সম্পদ এবং জাগতিক আসবাবপত্র প্রিয়-অপ্রিয়, মুমিন-কাফির সব বান্দাই পায়। কিন্তু ঈমান শুধু প্রিয় বান্দারাই পায়। সুতরাং যে ব্যক্তি দান-সদকা, জিহাদ এবং ইবাদত না করিতে পারে (অর্থাৎ দারিদ্রতার কারণে সদকা করিতে পারে না, দুর্বলতার কারণে জিহাদ করিতে পারেনা এবং ইবাদত করার শক্তি নাই)। এই ধরনের লোকের উচিত কলেমা সুয়াম অধিক পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন- আমার কাছে এই কলেমাটি সমস্ত দুনিয়া এবং ইহার নিয়ামত সমূহ অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। হুজুর আরও বলেন- ইহা সর্বোত্তম কথা।

দরূদ শরীফ

সুসংবাদ

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করিবে, জিবরাইল (আঃ) নামসহ তাহার সালাম আমার নিকট পৌছাইবে। আমি তাহার জবাবে "ওয়া আলাইহিসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" বলিব। যদি কোন ব্যক্তি কাহারো সালাম অন্যের কাছে পৌছায়। উহার জবাব দেওয়ার তরীকা হইল, এই ভাবে বলা-

(১) সালাম প্রেরক ও সালাম পৌছানেওয়ালা উভয়ে পুরুষ হইলে বলিবে-

عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ - (আলাইকা ওআলাইহিস সালাম)

(২)যদি উভয়ে নারী হয় তখন বলিবে-

عَلَيْكِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ (আলাইকি ওআলাইহাস সালাম)

(৩) যদি পৌছানেওয়ালা পুরুষ আর সালাম প্রেরক নারী হয়, তখন বলিবে

عَلَيْكَ وَعَلَيْهَا السَّلَامُ - (আলাইকা ওয়াআলাইহাস সালাম)।

(৪) যদি পৌছানেওয়ালা নারী আর প্রেরক পুরুষ হয় তখন বলিবে -

عَلَيْكِ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ (আলাইকি ওআলাইহিস সালাম)।

দরূদ ও দোয়া

হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- আমাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দরূদ ব্যতীত দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যে ঝুলিতে থাকে।

চারটি কার্য জুলুমের অন্তর্ভূক্ত

আবু বুবদা রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ চারটি কার্য জুলুমের অন্তর্ভূক্ত।

(১) দাঁড়াইয়া পেশাব করা।

(২) নামায সমাপ্ত করিবার পূর্বেই কপাল পরিষ্কার করা (সিজদা করার সময় কপালে মাটি ইত্যাদি লাগিলে সালাম ফিরাইবার পর তাহা পরিষ্কার করা উচিত।)

(৩) আযানের জবাব না দেওয়া।

(৪) আমার নামে দরূদ না পড়া।

দরূদ এবং গোনাহ মার্জনা

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ হে মানুষ! আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। দরূদ তোমাদের জন্য গোনাহ হইতে পবিত্র হওয়ার কারণ। আমার জন্য ওসিলা প্রার্থনা কর। জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করিলেন- ওসিলা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন- ওসিলা হইল জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান। ইহাতে মাত্র এক ব্যক্তি প্রবেশ করিবে। আমার আশা যে, ঐ ব্যক্তি আমি হইব।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কলেমা শাহাদাতের ওজন

হযরত আমর বিন আস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আমল ওজন করিবার পাল্লার কাছে আনয়ন করা হইবে। তাহার গোনাহের নিরানব্বইটি তালিকা এক পাল্লাতে রাখিয়া দেওয়া হইবে (এক এক তালিকা যতদূর দৃষ্টি যায়- ততদূর পর্যন্ত লম্বা হইবে)। অতঃপর এক টুকরা ছোট কাগজ বাহির করিয়া অপর পাল্লাতে রাখিয়া দেওয়া হইবে। কাগজের টুকরাটি তাহার গোনাহের নিরানব্বইটি তালিকা হইতে ভারী সাব্যস্ত হইবে। কাগজের ঐ টুকরাতে লিখা থাকিবে-

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বান্দা ও রাসূল।

এক আয়াতের ব্যাখ্যা

হযরত আতা বিন রেবাহ, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু- এর নিকট নিম্ন আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ

অর্থাৎ- গোনাহ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, শক্ত আযাব প্রদানকারী।

তিনি জবাবে বলিলেন- غَافِرِ الذَّنْبِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(১) আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির গোনাহ মার্জনাকারী যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করিয়াছে।

وَقَابِلِ التَّوْبِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(২) ঐ ব্যক্তির তাওবা কবুলকারী যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করিয়াছে।

شَدِيْدُ الْعِقَابِ لِمَنْ لاَيَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

(৩) ঐ ব্যক্তিকে শক্ত আযাব প্রদানকারী যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করে **নাই।**

জান্নাতের প্রবেশপত্র

হযরত আনাস বিন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ জিবরাইল আমার কাছে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে করিতে আগমন করিয়াছেন।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

অর্থঃ যেদিন আল্লাহ পাক এই যমীনকে অন্য যমীনে এবং আসমান সমূহকে পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আর সমস্তলোক বাহির হইয়া মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে দন্ডায়ান হইবে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেনঃ হে জিবরাইল! কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থা কিরূপ হইবে? জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! ঐ দিন সমস্ত মানুষ একটি পরিস্কার সমতল ময়দানে থাকিবে। যেখানে কোন সময় কোন খারাপ কার্য হয় নাই। জাহান্নাম রাগান্বিত হইয়া যাইবে, তখন ফিরিশতারা আরশ জড়াইয়া ধরিবে, প্রত্যেক ফিরিশতা বলিতে থাকিবে- হে আল্লাহ! নিজের মুক্তি ব্যতীত কাহারও সম্পর্কে কোন কিছু বলিনা। ঐদিন পাহাড় ধুনা তুলার ন্যায় উড়িতে থাকিবে। জাহান্নামের ভয়ে পাহাড় গলিয়া যাইবে। সত্তর হাযার

ফিরিশতা ইহার শিকল ধরিয়া থাকিবে। (জাহান্নামের সত্তর হাযার শিকল হইবে। আর সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রত্যেকটি শিকল ধরিয়া থাকিবে)। জাহান্নামকে মহান আল্লাহর সামনে রাখা হইবে। জাহান্নামকে আল্লাহ পাক বলিবেন- জাহান্নাম! যাহা বলিতে চাও- বল। জাহান্নাম বলিবে- আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। আপনার ইয্যত ও বড়ত্বের শপথ! আজ আমি এমন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিশোধ লইব, যে আপনার দেওয়া আহার ভক্ষণ করিত কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়া অন্যের ইবাদত করিত। (আমার গ্রেপ্তারী হইতে বাঁচিয়া) আমার উপর দিয়া কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। তবে যাহার নিকট মুক্তির সনদপত্র তাকিবে, সে অতিক্রম করিতে পারিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ হে জিবরাইল! সেখানে মুক্তির সনদপত্র কি? জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ। আপনাকে মোবারকবাদ! আপনার উম্মতদের কাছে সে মুক্তির সনদপত্র থাকিবে তাহা হইল-

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ (وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ আলহামদুলিল্লাহ! আমার উম্মতকে এই কলেমা দেওয়া হইয়াছে।

মৃত্যুর সময় সান্ত্বনা দাও

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন- মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তির কাছে গিয়া কলেমা পাঠ করিতে থাক। তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। নিরাশমূলক কোন কথা তাহার সামনে বলিওনা ইহা খুব সাংঘাতিক সময়। মজবুত এবং জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল লোকও তখন হতভম্ব হইয়া যায়। দুনিয়া এবং বন্ধুবান্ধব থেকে বিদায় লওয়ার সময়, শয়তান খুব নিকটে আসিয়া যায় এবং তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তিকে কলেমা পাঠ করিবার জন্য জবরদস্তি না করা চাই। হয়তোবা সে অস্বীকার করিয়া বসিবে। তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা উচিত।

জান্নাতের মূল্য

হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ জান্নাতের মূল্য। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করিলেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন্ ব্যক্তি আপনার শাফাআত পাওয়ার হকদার? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ কলেমা পাঠকারী। এই কলেমার বিনিময়ে যখন ঈমানদারগণকে জাহান্নাম থেকে বাহির করিয়া আনা হইবে তখন কাফেররা আফসোস করিয়া বলিতে থাকিবে- হায়! যদি আমরাও দুনিয়াতে এই কলেমা পড়িতাম!

আপনি বিষন্ন কেন?

একদা জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর খেদমতে আসিয়া বলিলেন- ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম বলিয়াছেন এবং এই কথা জানিতে চাহিয়াছেন যে, আপনি বিষন্ন কেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিলেনঃ হে জিবরাইল (আঃ) আমি স্বীয় উম্মতের চিন্তায় বিষন্ন। কিয়ামতের দিন তাহাদের সাথে কিরূপ আচরণ করা হইবে- তাহা তো আমার জানা নাই। জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- আপনি মুসলমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন- না কাফের সম্পর্কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ মুসলমান সম্পর্কে, জিবরাইল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাত ধরিলেন আর বনি সালমার কবর স্থানে এক কবরের কাছে গেলেন। কবরের উপর স্বীয় ডান পাখা মারিলেন আর বলিলেন- قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহর অনুমতিতে দাড়াঁইয়া যাও) কবর হইতে একব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল। তাহার চেহারা ঝলমল করিতেছিল।

সে বলিতেছিল- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । আলহামদু লিল্লাহে রাব্বীল আলামীন।" জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, ঠিক আছে কবরে প্রত্যাবর্তন কর। সে পুনরায় কবরে চলিয়া গেল। হযরত জিবরাইল (আঃ) আর একটি কবরের নিকট গেলেন। আর কবরের উপর বাম পাখা মারিলেন আর বলিলেন قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহর অনুমতিতে দাড়াঁইয়া যাও) ঘোর কাল বর্ণ চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ঐ কবর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে বলিতেছিল- হায়! আফসোস! হায়! লজ্জা! জিবরাইল তাহাকে বলিলেন কবরে প্রত্যাবর্তন কর। তখন সে পুনরায় কবরে চলিয়া গেল। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) বলিলেন- ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিন স্বীয় কবর থেকে এই ভাবে কলেমা পড়িতে পড়িতে উঠিবে। এই জন্যই নির্দেশ দেয়া হইয়াছে- "মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা পাঠ করিয়া শুনাও।" এই কলেমা গুনাহকে মিটাইয়া দেয়।

একীন পয়দা কর

হযরত মুসা (আঃ) -এর যুগে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এক ব্যক্তি নেককার হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। অপর ব্যক্তি ফাসেক ছিল বলিয়া সকলে জানিত। মুসা (আঃ) ওহীর মাধ্যমে জানিতে পারিলেন যে, নেককার ব্যক্তি জাহান্নামে আর ফাসেক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছে। মুসা (আঃ) আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ব্যাপারটি যাচাই করিয়া দেখার জন্য, তিনি প্রথমে নেককার ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে গমন করিলেন। স্ত্রীর কাছে তাহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী বলিল- আপনারা সকলেই জানেন যে- সে নেককার ছিল এবং ইবাদত করিত। মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন- তাহার বিশেষ কোন আমলের কথা বল। স্ত্রী বলিল- রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে সে বলিত- "মুসা (আঃ) -এর দ্বীন যদি সত্য হয়- তবে তাহা আমাদের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।"

অতঃপর তিনি ফাসেকের স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং তাহার স্বামীর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রী বলিল- এই কথা কে জানেনা যে, সে ফাসেক ও গোনাহগার ছিল। অবশ্য রাতে শয়নকালে অধিকাংশ সময় সে বলিত- আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। মুসা (আঃ) আমাদের কাছে যে দ্বীন লইয়া আগমন করিয়াছেন- সে জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

মুসা (আঃ) -এর দ্বীন সম্পর্কে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। এই একীনই তাহার কাজে আসিয়াছে।

এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে- কলেমা পাঠ করা তখনই লাভজনক যখন উহার উপর একীন হয়। যদি কলেমার উপর পরিপূর্ণ একীন না হয়- তখন দিন রাত কলেমা পড়িয়া জিহ্বা ভিজা রাখা বেকার। আর যদি পরিপূর্ণ একীনের সাথে একবারও কলেমা পাঠ করে এবং এই অবস্থায় মৃত্যু আসে। তখন এই ব্যক্তি একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করিবে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে-

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

"যে ব্যক্তি (একীনের সাথে) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করিবে- সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"

উত্তম কথা

ফিরাউন নদীতে ডুবিয়া গেল আর মুসা (আঃ) মুক্তি পাইলেন। তখন মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের কাছে আবেদন করিলেন। শুকরিয়া আদায় করিবার জন্য আমাকে একটি বিশেষ কলেমা শিখাইয়া দিন। আল্লাহ পাক বলিলেন- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ কর। মুসা (আঃ) বলিলেন- এই কলেমা তো সকলেই পাঠ করে। আল্লাহ পাক বলিলেন- হে মুসা! (এই কলেমাকে কি মনে করিতেছ?) সাত আসমান আর সাত যমীন যদি এক পাল্লাতে রাখা হয় এবং এই কলেমা অন্য পাল্লায় রাখা হয়- তবে কলেমার পাল্লাই ভারী হইবে।

বিশেষ জরুরী হেদায়েত

ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাতদিন কলেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কারণ কোন্ সময় ঈমান থেকে বঞ্চিত করিয়া দেওয়া হয়, বলা যায় না। এই আশংকায় সর্বদা এই আমল করা জরুরী। আর যথাসাধ্য গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি জীবন ভরিয়া মুসলমান কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া ঈমান থেকে বঞ্চিত হইয়া যায়। ইহা খুব চিন্তার বিষয়। ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদ আর কি হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি সারা জীবন মুসলমানদের তালিকাভূক্ত থাকিয়া মৃত্যুর সময় কাফেরদের তালিকা ভুক্ত হইয়া মরিবে।

গীর্জা এবং মন্দির হইতে বাহির হইয়া জাহান্নামে যাওয়া, আদৌ আফসোসের বিষয় নহে। ইহাতে আশ্চর্য হওয়ারও কোন কারণ নাই। তবে যদি কেহ মসজিদ হইতে বাহির হইয়া জাহান্নামে যায়, তখন তাহা অবশ্যই আফসোসের বিষয়। মানুষ কখনও কখনও কোন বিষয় অতি সাধারণ মনে করিয়া- সেদিকে সতর্ক

দৃষ্টি দেয়না। অথচ এই সাধারণ বিষয়টি তাহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যায়।

যেমন- কাহারও নিকট হইতে টাকা লইয়া খরচ করিয়া ফেলা, আর মনকে বুঝাইয়া দেওয়া পরে তাহার টাকা শোধ করিয়া দিব অথবা মাফ করাইয়া লইব। কিন্তু ইহার সুযোগ আসার পূর্বেই হয়ত তাহাকে ইহধাম ত্যাগ করিতে হইবে। অথবা রাগের বশবর্তী হইয়া স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করিয়াছে। রাগ দমিয়া যাওয়ার পর এখন মাথায় চিন্তা আসিল, ঘরতো উজাড় হইতে চলিয়াছে। সন্তানাদির পরিচর্যা কে করিবে? এইসব চিন্তা করিয়া টাকা দিয়া ভুল ফতোয়া আনিয়া স্ত্রী হালাল হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া সারাজীবন হারাম কার্যে লিপ্ত হইয়াছে। কখনও কখনও এমন কার্যের দ্বারা ঈমানও নষ্ট হইয়া যায়।

ব্যাখ্যাঃ মৃত্যু কখন আসিয়া যায় বলা যায় না। জীবনের সামান্য সময়কেও খুব মূল্যবান বুঝা উচিত। হায়াত অতি সামান্য সময়। ইহা নষ্ট করিলে শুধু আফসোসই করিতে হইবে।

তিনটি বিষয়ের পথে কোন বাধা নাই

হযরত মুজাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- তিনটি বিষয় আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিতে কোন বাধা থাকেনা। অর্থাৎ ইহাদের কবুল হওয়ার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

(১) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এরা সাক্ষ্য প্রদান।
(২) কবুল হওয়ার পূর্ণ বিশ্বাসসহ কৃত দোয়া।
(৩) পুত্রের জন্য পিতার দোয়া ও জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের বদদোয়া।

ভদ্রতার নিদর্শন সাতটি

ফকীহ আবু লায়ছ রহমতুল্লাহি আলাইহি কোন বুযুর্গের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন- যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে সাতটি বিষয় আমল করিবে, সে আল্লাহ ও ফিরিশতাদের কাছে ভদ্র হিসাবে পরিগণিত হইবে আর গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, যদিও সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গোনাহ করিয়া থাকে। সে ঈমানের স্বাদ পাইবে। তাহার জীবন ধারণ ও মৃত্যু উভয়ই উত্তম হইবে। সাতটি আমল হইল এই-

(১) প্রত্যেক কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করা।
(২) প্রত্যেক কাজ সমাপ্ত করিয়া 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা।
(৩) অনর্থক কাজ অথবা গোনাহের পর 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলা।
(৪) ভবিষ্যতের জন্য কোন কথা বলিলে- 'ইনশাআল্লাহ' বলা।
(৫) অপছন্দনীয় কোন কথা শুনিলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীইয়ীল আযিম' বলা
(৬) বিপদাপদের সময়- 'ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলা।
(৭) সর্বদা কলেমায়ে তাওহীদের ওজিফা পড়া।

শেষ সময়ই বিবেচ্য

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ مِنَ الدُّنْيَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যাহার জীবনের শেষ কথা হইল- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে যাইবে।

হযরত নূহ (আঃ) -এর অসিয়ত

হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় পুত্রকে বলিলেন- আমি তোমাকে দুইটি হুকুম দিতেছি এবং দুইটি বিষয়ে নিষেধ করিতেছি-

(১) দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, আল্লাহ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। (এই উভয় বিশ্বাস প্রকাশক কলেমা, আসমান ও যমীন অপেক্ষা অধিক ভারী)।

(২) কলেমায়ে তাওহীদের সাথে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পড়িতে থাকিবে। (ইহা ফিরিশতাদের ওজিফা। অন্যান্য মাখলুকের দোয়া, ইহার বরকতে তাহাদের রুজী দেওয়া হয়।)

(৩) শিরক থেকে খুব বাঁচিয়া থাকিবে (কেননা মুশরিকের জন্য জান্নাত হারাম।)

(৪) অহংকার-গর্ব থেকে দূরে থাকিবে (কেননা যাহার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকিবে, সে জান্নাতে যাইবে না)।

চল্লিশ হাদীছ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

(١) مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - (১) অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই- এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা হইল জান্নাতের চাবি। (আহমদ)

(٢) مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (২) অর্থঃ যে ব্যক্তির শেষ কথাটি হইবে- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে যাইবে। (আবু দাউদ)

(٣) بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ - (৩) অর্থঃ আল্লাহর বান্দা আর কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য হইল- নামায পরিত্যাগ করা। (মুসলিম)

(٤) مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - (৪) অর্থঃ যে ব্যক্তি ফজর ও এশার নামায পড়িয়াছে- সে জান্নাতে যাইবে। (বোখারী, মুসলিম)।

(٥) خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ - (৫) অর্থঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন পাক শিক্ষা করে এবং কুরআন শিক্ষা দেয়। (বোখারী)

(٦) كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ - (৬) অর্থঃ প্রত্যেক ভাল কার্যই সদকা। (বোখারী, মুসলিম)-

(٧) جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ - (৭) অর্থঃ হে নারীগণ! তোমাদের জিহাদ হইল- হজ্ব (বোখারী, মুসলিম)

(٨) اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ - (৮) অর্থঃ হায়া-লজ্জা মঙ্গলই মঙ্গল। (বোখারী, মুসলিম)-

(٩) تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ - (৯) অর্থঃ মুমিনের উপহার হইল মৃত্যু। (বায়হাকী)-

(١٠) – لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (১০) অর্থঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাইবে না। (বোখারী)

(١١) – سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ (১১) অর্থঃ মুমিনকে গালি দেওয়া গোনাহ এবং হত্যা করা কুফুরী (বোখারী)।

(١٢) – اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ (১২) অর্থঃ ভাল কথা সদকা।

(١٣) – لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (১৩) অর্থঃ চুগুলখোর জান্নাতে যাইবেনা। (বোখারী)

(١٤) – لَا يُسْئَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلَّا الْجَنَّةَ (১৪) অর্থঃ আল্লাহর নামে শুধু জান্নাতই প্রার্থনা করা যাইবে। (আবু দাউদ)

(١٥) – مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ (১৫) অর্থঃ মুসাফির অবস্থায় মৃত্যু, শহীদ হওয়া। (ইবনে মাজা)

(١٦) – لَا تَغْضَبْ (১৬) অর্থঃ রাগ হইওনা। (বোখারী)

(١٧) – لَا تَنَاجَشُوْا (১৭) অর্থঃ শুধু দাম বাড়াইবার জন্য দরাদরি করিওনা। (বোখারী, মুসলিম)

(١٨) – لَا تَاْكُلُوْا بِالشِّمَالِ (১৮) অর্থঃ বাম হাতে আহার করিওনা। (বোখারী, মুসলিম)

(١٩)– اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ (১৯) অর্থঃ দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের বেহেশত। (মুসলিম)

(٢٠) – حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ (২০) অর্থঃ ভাল ধারণা উত্তম ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ)

(٢١) – اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ (২১) অর্থঃ লোকজনকে তাহার মর্যাদা মোতাবেক সম্মান কর। (আবু দাউদ)

(٢٢) هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ (২২) অর্থঃ পিতামাতা তোমার জান্নাতও আবার তোমার দোজখ। (ইবনে মাজা)

(٢٣)– سَيِّدُ اِدَامِكُمُ الْمِلْحُ (২৩) লবণ সালনের রাজা ।

(٢٤) – مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (২৪) অর্থঃ যে ব্যক্তি, যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা বজায় রাখিবে- সে তাহাদের একজন বলিয়া গণ্য হইবে। (আবু দাউদ)

(٢٥) – مَنْ صَمَتَ نَجَا (২৫) অর্থঃ যে চুপ করিয়াছে- মুক্তি পাইয়াছে। (তিরমিযী)।

(٢٦) – اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا (২৬) অর্থঃ সুবহে সাদেকের পূর্বেই বেতরের নামায পড়িয়া লও। (বোখারী ও মুসলিম)

(٢٧) – اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (২৭) অর্থঃ কর্মের ফল নিয়তের উপরই নির্ভরশীল।

(٢٨) – اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (২৮) অর্থঃ জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হইবে। (বোখারী, মুসলিম)

(٢٩) – اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا (২৯) অর্থঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়া উত্তম। (বোখারী, মুসলিম)

(٣٠) – لَا اٰكُلُ مُتَّكِئًا (৩০) অর্থঃ আমি টেক লাগাইয়া বসিয়া আহার করি না। (বোখারী)

(٣١) – مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ (৩১) অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায়না আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

(٣٢) – لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ (৩২) অর্থঃ যে মানুষের উপর রহম করেনা, আল্লাহ তাহার প্রতি রহম করেন না। (বোখারী)

(٣٣) – مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ (৩৩) অর্থঃ আল্লাহ পাক যাহার মঙ্গল চান, তাহাকে দ্বীনের বুঝ দেন।(মুসলিম)

(٣٤) – لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ جُحْرٍ (৩৪) অর্থঃ গর্তের মধ্যে অবশ্যই প্রস্রাব করিবেনা। (আবু দাউদ)

(٣٥) – اَلطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ (৩৫) অর্থঃ প্লেগ রোগ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত। (বোখারী, মুসলিম)

(٣٦) – رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (৩৬) অর্থঃ ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে- এইসব হইতে উত্তম। (মুসলিম)

(٣٧) – تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً (৩৭) অর্থঃ সেহেরী খাও। কেননা সেহেরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রহিয়াছে। (বোখারী)

(٣٨)– اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِّنَ الْكِبْرِ (৩৮) যে প্রথমে সালাম করে, সে অহংকার মুক্ত। (বায়হাকী)

(٣٩) – مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ (৩৯) অর্থঃ যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করিলনা, সে আল্লাহর শুকরিয়া করিলনা। (তিরমিযী)

(٤٠) – اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْتَغْتَسِلْ (৪০) অর্থঃ জুমার নামাযের জন্য গোসল কর। (বোখারী)

চল্লিশটি হাদীছ যে মুখস্ত করিবে- ওলামাদের সাথে তাহার হাশর হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার শাফাআত করিবেন। (হাদীছ)

আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে

সমাপ্ত